ওয়েস্টার্ন ভলিউম

রাইডার
অপমৃত্যু

দুটি বই একত্রে

কাজি মাহবুব হোসেন



রাইডার

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬

এক

পৃথিবীর বুক থেকে চিহ্ন না রেখে দুবার অদৃশ্য হওয়ার মত ভাগ্য সবার হয় না। কিন্তু পল হান্টার নামে পরিচিত লোকটা ঠিক তাই করতে যাচ্ছে। একবার সফলভাবে অদৃশ্য হওয়ার পর পল হান্টারের আবির্ভাব—সেই পল হান্টারও হারিয়ে যেতে চলেছে।

এবার যদি সে সফল না হয়, ক্ষতি নেই, কারণ সে থাকবে না।

একটা মানুষের যখন সময় ফুরিয়ে আসে; মাত্র কয়েক মাস বাকি, তখন সে কোথায় কীভাবে মরবে তা বেছে নেওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছা মনে জাগাটাই স্বাভাবিক। হান্টারও তারটা বেছে নিয়েছে। এখন সে যেখানে যাচ্ছে ওই জায়গা আর কারও চেনা নেই। সেখানেই সে মরবে। যেভাবে বেঁচে ছিল, একই ভাবে মরবে—একাকী।

নিয়তির বিচিত্র খেলা—প্রথমবার পশ্চিমকে ঘৃণা করেই পালিয়ে এসেছিল, অথচ দ্বিতীয়বারে সেই পশ্চিমেই মরতে চলেছে। বুনো জীব-জন্তু যেমন মরার আগে পছন্দমত জায়গা বেছে নেয়, সেও তেমনি একটা নিরিবিলি জায়গার খোঁজে চলেছে শান্তিতে মরবে বলে।

এই মুহূর্তে ট্রেনের কামরায় যারা আছে তাদের কাউকেই ওর চেয়ে প্রাণবন্ত বা শক্ত-সমর্থ দেখাচ্ছে না—অথচ মৃত্যুর বীজ ঢুকেছে ওর দেহে। পাতা গজিয়ে গাছ হতেই যা বাকি

পাঁচজন লোক রয়েছে কামরায়। বাতিগুলো টিমটিম করে জ্বলছে। যাত্রীরা সবাই ক্লান্তিতে ঝিমাচ্ছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ট্রেনটা পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে। দ্রুতগতিতে পলকে তার শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সান্তা ফে থেকে উঠেছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়া এক যুবতী। কয়েক সিট সামনে, চলার পথের ওপাশে পলের দিকে মুখ করে বসেছে মেয়েটা। আরও সামনে আরও তিনজন—প্রত্যেকেই একা। মাঝে-মাঝে কনডাকটার বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস নিয়ে কামরায় ঢুকছে। কয়েকবার কাঁচা লোহার ফায়ারপ্লেসে সে কয়লা ঢেলে গেছে।

যারা ঝামেলা করতে পারে তাদের চিনে বের করা পলের সহজাত অভ্যাস। ওই ধরনের লোক কামরায় একজনই আছে। ভেড়ার মাঝে নেকড়ের মতই দেখাচ্ছে ওকে।

মেয়েটা লম্বা, সুন্দর ছিমছাম গড়ন। বাদামী চোখ দুটো সরলতা নিয়ে সরাসরি পুরুষের দিকে চায়—কিন্তু দৃষ্টিটা উদ্ধত নয়। পল বুঝল মেয়েটা পুরুষের সাথে মিশতে অভ্যস্ত—পছন্দও করে। মেয়েটার নাম টিনা ক্রমওয়েল। লাগেজ কারে তার জিনিসপত্র রাখার জন্য কনডাকটারকে সব বুঝিয়ে দেওয়ার সময়ে নামটা পলের কানে এসেছে।

বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জানালায় বাষ্প জমে কাঁচগুলোকে অস্বচ্ছ

করে তুলেছে। মনে হচ্ছে যেন ট্রেনটা একটা অনন্ত টানেলের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে। কিন্তু পল হান্টারের কাছে তাতে কিছু আসে যায় না। এই রেল রাস্তার আশেপাশের এলাকা সহ সবটাই তার কাছে পরিচিত, কারণ এর সব রিপোর্টই সে নিউ ইয়র্কে ডেস্কে বসেই পেয়েছে।

জমিটাকে মাঝেমাঝেই ছেদ করে গেছে হাতের আঙুলের মত লাভা স্রোত। দ্বিতীয়বার অদৃশ্য হবার পরিকল্পনা করার সময়ে রিপোর্টগুলো সে খুঁটিয়ে পড়েছে।

অনবরত উপরের দিকে উঠছে ট্রেন। সামনে আরও মেসা (চূড়া নেই এমন লম্বাটে পাহাড়) আর লাভা। একটু পরেই ট্রেনটার গতি আরও ধীর হবে। কারণ রেল রাস্তা অনেকটা খাড়াভাবে উঠে গেছে। সময় মত স্টেশনে পৌঁছার আগেই নেমে অন্ধকারে মিশে যাবে পল।

পনেরো বছর আগে ক্যাম্পফায়ারের ধারে বসে যে বিবরণ শুনেছিল তার উপর ভিত্তি করেই যাচ্ছে সে। লোকটা নিজের গুপ্ত আশ্রয় হিসাবে ওটা ব্যবহার করত। ট্রেন থেকে নেমে সে ফিরে যাবে পনেরো বছর আগে ফেলে আসা অতীতে।

তখন পল হান্টার আর থাকবে না—হারিয়ে যাবে। জীবনের শেষ কটা সপ্তাহ সে বেনামী হয়েই কাটাবে।

প্রথমবার অদৃশ্য হওয়া সতেরো বছর বয়সের একটা তরুণ যুবকের পক্ষে সহজই হয়েছিল।

সেই রাতে রাইডারের সাথে 'দা ক্রসিং'-এর একটা সেলুনে ঢোকার সময়ে কেউ তাকে খেয়াল করেনি। গোলাগুলি শেষ হওয়ার পর ক্ষণিক স্তব্ধতার মাঝে পিস্তল কক করার শব্দে ওরা তার দিকে ফিরে চেয়েছিল।

যারা রাইডারকে হত্যা করল তারা বাচ্চা ছেলেটার দিকে ওই মুহূর্ত পর্যন্ত নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু পাঁচ সেকেন্ডের ব্যবধানে ওদের পাঁচজন গুলি খেয়ে মরল, দুজনের মরোমরো অবস্থা, আর বাকি দুজন আহত হলো। আহত লোক দুজন ওই পাঁচ সেকেন্ডের ভয়াবহ স্মৃতি সারা জীবন বয়ে বেড়াবে।

গুলির আঘাতে সেলুনের বাতি নিভে গেছে। অন্ধকারে রাইডারকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল ছেলেটা।

ওখান থেকে বিশ মাইল দূরে আর্মি পোস্টে ডাক্তার আছে, কিন্তু রাইডারকে অতদূর নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

ওই রাতের ঘটনা নিয়ে ক্যানসাসে একটা কিংবদন্তি চালু হলো। দা ক্রসিং-এর ম্যাসাকারের গল্প বহু ক্যাম্পফায়ারের ধারে বলা হলো এবং তার পুনরাবৃত্তি হলো। কিন্তু তাসের টেবিলে যে লোকটা খেলছিল, বা তাকে যে তুলে নিয়ে গেল—কারোই আর দেখা পাওয়া গেল না। কোন চিহ্ন না রেখেই অদৃশ্য হয়েছে তারা। যেন ধরণী দ্বিধা হয়ে ওদের লুকিয়ে ফেলেছে।

ঘটনার বিবরণ থেকে কেবল এইটুকুই জানা গেল যে দুজন রুক্ষ পোশাক পরা লোক সেই রাতে সেলুনে ঢুকেছিল। ওদের একজন বিয়ার কিনে পোকার খেলায় যোগ দিল, অন্যজন দরজার কাছে বসে ঝিমাচ্ছিল। ওই ছেলেটাই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে গুলি ছুঁড়ে ওয়েস্টার্ন ইতিহাসে নাম কিনে ফেলল।

তাসের টেবিলে বসা লোকটা বেশ ভাল খেলে। দুঘণ্টা খেলে অল্প কিছু জিতছিল

এই সময়ে বারে দাঁড়ানো কয়েকজন টেক্সাস ট্রেইল ড্রাইভার গোলমাল বাধাল।

নতুন লোকটাকে খেলতে দেখে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ ফিসফিস করে কাউবয়রা এগিয়ে গিয়ে তাসের টেবিলটাকে ঘিরে দাঁড়াল। হঠাৎ দুপাশ থেকে দুজন নতুন লোকটার হাত দুটো চেপে ধরল। আর একজন বলে উঠল, 'এই লোকটা একটা ভাড়াটে খুনী।' তারপরেই চারজন কাউবয় একসাথে ওর দেহে গুলি করল।

গুলির শব্দ থামতেই ওরা পিস্তল কক করার শব্দ শুনে সবাই একসাথে ঘুরে তাকাল। 'লোকটা আমার বন্ধু ছিল,' বলল ছেলেটা। কথা শেষ হতেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

প্রথম ধাক্কায় যে পাঁচজন মরল তাদের চারজনই মাথায় গুলি খেয়েছে। আর একজনের গুলিতে বাতি নেভার আগে মাত্র তিন সেকেন্ড সময় পেয়েছিল ছেলেটা—তার মধ্যেই এই অবস্থা।

যে দুজন বাঁচল তারা কেউ মুখ খোলেনি—কিন্তু মরণাপন্ন একজন ফিসফিস করে বলল, 'রাইডার!' শোনা যায় রাইডার ছিল একজন দক্ষ ভাড়াটে খুনী—মাঝেমাঝে বড়বড় র‍্যাঞ্চের মালিক বা রেল কোম্পানি কাউকে সরাতে হলে ওকে কাজে লাগাত।

ট্রেন হুইসেল দিল। শব্দটা বাতাসে খোলা জমির উপর দিয়ে দূর দূরান্তে ভেসে গেল। পাইপ ধরাল হান্টার। ওর দুটো ব্যাগ আর হ্যাভারস্যাক কামরার পিছন দিকে রয়েছে। দরজা খোলার সময়ে ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো যাত্রীদের ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু ততক্ষণে সে অদৃশ্য হবে।

যতদূর সম্ভব নিজের প্রতিটি গতিবিধি সে আগে থেকেই প্ল্যান করেছে। কিন্তু রাইডারের গোপন আশ্রয়ে পৌঁছানোর পর তার আর কিছুই করার থাকবে না—তখন কেবল মৃত্যুর অপেক্ষা। বেশ কিছুদিন আগে ডাক্তার বলেছে বড়জোর তার আর এক বছর আছে। সেই এক বছরেরও বেশির ভাগ সময়ই কেটে গেছে।

পল হান্টার যে কমপার্টমেন্টে ভ্রমণ করছে সেটা বিলাস কামরা। অনেকগুলো বাতি আর প্রত্যেক জানালার মাঝখানে খালি জায়গায় একটা করে আয়না বসানো রয়েছে। ওগুলোর একটাতে নিজের চেহারাটা দেখল।

মেদবিহীন কঠিন একটা মুখ। গালের হাড় দুটো একটু উঁচু, সবুজ চোখ আর শক্ত চোয়াল। লম্বা জুলপি—ওটাই চলতি ফ্যাশান। চুল কোঁকড়া—গাঢ় বাদামী রঙ। আলোতে একটু লালচে দেখায়। রোদে পোড়া গায়ের রঙ। সারা মুখে চোখ দুটো ছাড়া সাধারণত আর কিছুতে মনের কোন ভাব প্রকাশ পায় না।

পল হান্টারকে বড়লোক আর সুপুরুষ বলে অনেকেই জানে—কিন্তু তাকে ভুলেও কারও বন্ধুসুলভ বলে মনে হয়নি।

পনেরো বছর আগে ক্যানসাস ছাড়ার পর অ্যাপালেচিয়ানসের পশ্চিমে সে আর যায়নি।

সেদিন বৃষ্টি ভেজা ক্যানসাস পাহাড়ের ধারে যখন রাইডার মারা যায় তখন তার পকেটে পনেরো শো ডলার ছিল। তরুণ ছেলেটার পকেটে ছিল ষাট ডলার। নিজের টাকাগুলো দিয়ে সে ক্যানসাস সিটি থেকে নতুন জামাকাপড় কিনল।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছে ওর ঘোড়াগুলো বিক্রি করে আরও চারশো ডলার পেল ওই টাকা নিয়েই ব্যবসায় নামল।

পল হান্টার নামটা রাইডারই ওকে স্কুলে ভর্তি করার সময়ে ব্যবহার করেছিল। ওর নিজস্ব কোন নাম বা পরিচয় কখনও ছিল না।

ট্রেনটা আবার হুইসেল দিল। উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল পল। নড়াচড়ায় চোখ তুলে চাইল তরুণী মেয়েটা। 'আলামিটস এখনও বেশ অনেকটা দূরে,' জানাল সে।

হাসিতে পলের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'স্টেশন নয়, সাইডট্র্যাক নিয়েই মানুষের বেশি মাথাব্যথা।'

মেয়েটির বিভ্রান্ত চোখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে কামরার পিছন দিকে এগিয়ে গেল পল। জানালার কাঁচ থেকে বাষ্প মুছে বাইরে উঁকি দিল। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। লম্বা ঘাসগুলো বাতাসে দুলছে। উঁচু রেল রাস্তার ধারে কিছু তুষারও জমে আছে।

টিনা ক্রমওয়েল মন্তব্যটার গূঢ় অর্থ ঠিক বুঝতে পারেনি। তবু ওর মনে হচ্ছে কথাটি সত্যি। বহু লোকই স্টেশনে না পৌঁছে সাইডট্র্যাক ধরে ভুল পথে চলে যায়। হয়তো সে নিজেও ওদেরই একজন। আবার লোকটার দিকে চাইল টিনা। দেখে পশ্চিমের লোক বলে মনে হচ্ছে না—তবু কেমন যেন সাদৃশ্য রয়েছে। নজরে পড়ার মত চেহারা। একটু কঠিন আর বুনো ভাবও রয়েছে।

পল হান্টার নিজের আসনে ফিরে এসে বসল। আরও দশ মিনিট...

দা ক্রসিং-এর সেই রাতের পর গত পনেরো বছরে কোটি কোটি ডলার কামিয়েছে সে। এগিয়ে চলার পথে তার শত্রুর সংখ্যাই কেবল বেড়েছে—বন্ধু একজনও মেলেনি। বিয়ে করেছিল পল, কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার স্ত্রীই তাকে হত্যা করার জন্য লোক লাগিয়েছিল। কোন ছেলেমেয়ে হয়নি ওদের।

ওই জীবনে যেমন একা ঢুকেছিল তেমনি একাই বেরিয়ে এসেছে সে। যা ফেলে এসেছে তার স্মৃতিও রাখতে চায় না।

ত্রিশ বছর আগে, যখন ওর বয়স দুই বছর তখন রেড ইন্ডিয়ানদের আক্রমণে বিধ্বস্ত একটা ওয়্যাগন ট্রেনের পাশে একটা ঝোপের ভিতর ওকে পাওয়া গিয়েছিল। আক্রমণকারী কোমাঞ্চিরা ওকে দেখতে পায়নি। কেউ রক্ষা পায়নি যে বলতে পারবে বাচ্চাটা কে। যারা ওকে পেয়েছে তাদেরও ওই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। পরবর্তী চার বছরে হাত বদল হয়ে বিভিন্ন পরিবারে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এক শীতের রাতে পশ্চিমের একটা শহরের রাস্তায় পরিত্যক্ত হলো।

আবার কামরার পিছন দিকে পৌঁছে সহযাত্রীদের দিকে চাইল পল। সবাই ঘুমাচ্ছে—অন্তত দেখে তাই মনে হচ্ছে। ট্রেনটা লম্বা চড়াই পাড়ি দেওয়ার জন্য মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। ব্যাগগুলো তুলে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে সাবধানে দরজা বন্ধ করল। আকাশের তারাগুলো ঠাণ্ডা চোখে মিটমিট করে ওর দিকে চেয়ে আছে। উঁচু মাঠের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

ব্যাগ দুটো মাটিতে ফেলে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পল। তারপর নিজেও টুপ করে নেমে পড়ল।

ওখানে দাঁড়িয়ে ট্রেনের পিছনের লাল বাতিটা ধীরে ধীরে আরও দূরে সরে যেতে দেখল। মানুষের হাঁটার গতিতে এগোচ্ছে ওটা।

এখান থেকেই পল হান্টার হারিয়ে যাবে। আবার শৈশবের অবস্থায় ফিরে গেছে পল। এতদিন সে ছিল পল হান্টার—কিন্তু এখন আর তার কোন নাম-ঠিকানা নেই।

'বিদায়,' বলল সে। কিন্তু বিদায় জানাবারও কেউ নেই।

হ্যাভারস্যাকটা কাঁধে ঝুলিয়ে ব্যাগ দুটো তুলে নিল। তারপর রেল লাইনগুলো পার হয়ে উঁচু জমির উপর দিয়ে গাছে ছাওয়া চিরুনির মত পাহাড়ের দিকে এগোল।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেল ওর দেহ। সহ্য করতে না পেরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। ক্ষুধার কষ্ট তার জানা আছে কিন্তু দৈহিক কষ্ট তার অজানা। ওইভাবে বসেই রইল পল। ব্যথাটা তার সব শক্তি নিঙড়ে বের করে নিয়ে গেছে। অথচ দৈহিক শক্তিই ছিল তার সর্বস্ব। এই শেষ লগ্নে ওটাই তার সবথেকে বেশি প্রয়োজন।

ডাক্তার বলেছে শেষ দিকে ব্যথার তীব্রতা অনেক কমে আসবে।

পাইন গাছের ভিতর খুঁজে বাতাস আড়াল করা একটা আশ্রয় পেয়ে গেল পল। কিছু শুকনো ডালপালা জোগাড় করে ছোট একটা আগুন জ্বেলে কফি চাপিয়ে দিল। জামাকাপড় বদলে জীনস, উলের শার্ট আর ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট পরে নিল। এবার তার পিস্তল দুটো বের করল।

দুটোই পয়েন্ট ফোরটি ফোর স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তল। একটা পরে দ্বিতীয়টা বেল্টে গুঁজল। লম্বা বাক্সটা থেকে অর্ডার দিয়ে বানানো শক্তিশালী রাইফেলটা আর একটা শটগান বের করে অংশগুলো একসাথে জুড়ে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখল।

পাইনের ডালপাতার বিছানা তৈরি করে তার উপর গ্রাউন্ডশীট আর কম্বল বিছাল। বাকি জামাকাপড়, খাবার আর গুলি বারুদ হ্যাভারস্যাকে ভরল। আশি পাউন্ডের মত ওজন হলো ওটার।

এবার খানিকটা সুপ গরম করে খেয়ে নিল। পেটের ব্যথা কিছুটা কমল। ব্যাগ দুটো নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখল।

বেশ জোর বাতাস বইছে। দূরে কে যেন চিৎকার করে কাউকে ডাকল। একটা গুলির শব্দও হলো। কান খাড়া করল পল—কিন্তু শব্দগুলো মিলিয়ে গেল।

কয়েক গজ দূরে গেলেই আগুনটা আর দেখা যাবে না। আগুনে জ্বালাবার জন্য আরও কিছু কাঠ জড়ো করে নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় ঢুকল পল।

তার অদৃশ্য হবার প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত যত্নের সাথে প্ল্যান করা হয়েছে। পলের বেশির ভাগই ছিল নগদ ব্যবসা, তা ছাড়া প্রচুর নগদ ক্যাশও সে সবসময়ে হাতে রাখত। গোপনে নগদ টাকা অন্যখানে সরিয়ে স্টক আর শেয়ারের ব্যাপারেও সে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে যেন যতদিন বাঁচবে আশা করা যায় তারচেয়ে বেশি বাঁচলেও কোন অসুবিধা না হয়।

ফার্মের ভার্জিনিয়া শাখা দেখতে গিয়ে বলটিমোরে একজন অ্যাটর্নির সাথে আলাপ করে একটা উইল তৈরি করিয়েছে। তার অবর্তমানে ব্যবসা কীভাবে চলবে সেসব খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও সে করেছে।

'আমি চলে যাচ্ছি,' ব্যাখ্যা করে বলেছিল সে। 'জেনেছি আমার আর বেশিদিন বাকি নেই। যদি আমি সাত বছরের মধ্যে না ফিরি তবে আইনগতভাবে আমি মারা

গেছি ধরে নিয়ে উইল অনুযায়ী আমার সব সম্পত্তির নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।'

'আপনি যদি তার আগেই মারা যান?'

'সাত বছর পেরোবার আগে কিছু করা হোক এটা আমি চাই না। আমার স্ত্রীর জন্যেও ব্যবস্থা করে যাচ্ছি. একটা মাসোহারা পাবে।'

'আপনার মত বড়লোকের স্ত্রীর জন্যে টাকাটা একটু কম হয়ে গেল না?'

'কথাটা আমি কাউকে বলিনি, আর আমি চাই না কথাটা আর কেউ জানুক—কিন্তু গত সপ্তাহে সারাতোগায় আমাকে খুন করাবার চেষ্টা করেছিল আমার স্ত্রী—সে আর তার বাবা। পিঙ্কারটন ডিটেকটিভ এজেন্সির রিপোর্ট আর সেই সাথে আমার বিবাহ অন্যান্য কাগজের সাথে সেফ ডিপোজিট বক্সে রয়েছে।'

'ডিভোর্স করলেই তো পারেন।'

'ওসব কোর্টে অনেক দিনের ব্যাপার। ততদিন আমি নাও বাঁচতে পারি। তা ছাড়া ওরা জানে না আমি কতটা জানি—আমার বিশ্বাস ওরা আবার চেষ্টা চালাবে।'

কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিল পল। সুখ বলতে যা বোঝায় তা আমার কোনদিনই ছিল না। সব সময়েই আমি ছিলাম একা। মেয়েটা আমাকে আনন্দ দিত—সংসার পাতার ইচ্ছাটা মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে বসলাম।

'এখন বুঝতে পারছি ওদের চক্রান্তের শিকার হয়েছি আমি। ওর বাবাই ওকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল। আমার কাজকর্মের ভিতরকার খবর জেনে লাভবান হতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা জানত না কোন ফাইল বা নোট রাখি না আমি—ব্যবসা সংক্রান্ত সবকিছুই থাকে আমার মাথায়।'

নিউ ইয়র্কে ফিরে আরও মেপে কাজ করা শুরু করল পল। কিছু স্টক বিক্রি করে কয়েকটা জমি কিনল। তারপর হঠাৎ করেই অনেক টাকা খরচ করে রেল কোম্পানির শেয়ার কিনল। দরকারের সময়ে পাওয়া যাবে এমন জায়গায় বেশ কিছু টাকা জমা রাখল। চিঠি পত্রের জন্য একটা নাম ঠিক করল সে। ওই একই নামে দুটো ভিন্ন ঠিকানায় দুই বাক্স বই আর দরকার হতে পারে এমন কিছু জিনিস পার্সেল করে পাঠাল।

বল্টিমোরের অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটা কোড নামেরও ব্যবস্থা রইল। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকেও চেক কেটে সব টাকা তুলে নিল।

সব ঠিকঠাক করে ভার্জিনিয়ায় শিকার করতে যাচ্ছে বলে বেরিয়ে পড়ল। স্ত্রী সাধারণত কখনও ওর সাথে কোথাও যেতে চায় না। তাই সে আর কোন প্রশ্ন না করায় অবাক হয়নি পল। তাকে খুন করাবার চেষ্টার কথা সে জানে এটা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করেনি। এক বাড়িতে থাকলেও ওরা একসাথে থাকে না।

পওলীন বা তার বাবার কোন ধারণাই ছিল না কেমন লোকের সাথে কারবার করছে। তাস খেলার টেবিলে ওকে হত্যা করার জন্য লোক লাগিয়েছিল ওরা। যে লোকটাকে ভাড়া করা হয়েছিল সে মিসিসিপির স্টীমারের পেশাদার জুয়াড়ী।

লা ক্রসে-এর গানফাইটের গল্প লোকটা শুনেছে। কিন্তু নিউ ইয়র্কের ধোপ-দুরস্ত ব্যবসায়ীর সাথে ওই ছেলেটার কোন যোগাযোগ থাকতে পারে এটা কল্পনাও করেনি।

খেলা শুরু হবার প্রথম দিকেই জুয়াড়ী লোকটা টের পেল সে যেমন ভেবেছিল, ঘটনা সেভাবে এগোচ্ছে না। অত্যন্ত হুঁশিয়ার আর পাকা খেলোয়াড়ের মত খেলছে হান্টার। বুঝল তাকেও ঠাণ্ডা মাথায় যাচাই করে দেখছে ব্যবসায়ী লোকটা। এবার প্ল্যান অনুযায়ী চুরি করতে শুরু করল জুয়াড়ী। লোকটা চুরি করছে বলতে গেলেই একটা চূড়ান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। কিন্তু চুরি ধরার সুযোগ পেয়েও পল কিছুই বলল না। চিন্তিত হয়ে উঠছে জুয়াড়ী।

কিছুই প্ল্যান মাফিক এগোচ্ছে না। বুঝল প্রতিপক্ষ তার উদ্দেশ্য ধরে ফেলেছে। এবং ইচ্ছা করেই ঝামেলা এড়িয়ে যাচ্ছে। পলের সাথে ঝগড়া বাধানোর চেষ্টায় খেলার দিকে জুয়াড়ীর মন নেই। একটা হাতেই সে হঠাৎ করে অনেক টাকা হেরে বসল।

চমকে টেবিলে রাখা নিজের টাকার দিকে চাইল জুয়াড়ী। ঠকাতে এসে উল্টো নিজেই ঠকে যাচ্ছে সে। ছয় হাজার ডলারেরও বেশি হেরে গেছে। পেশাদার জুয়াড়ীর মত দক্ষ খেলা খেলছে পল হান্টার। চোখ তুলে পলের দিকে তাকাল সে।

'শুরু থেকেই তুমি আমার সাথে একটা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছ,' ঠাণ্ডা গলায় বলল পল। 'কিন্তু কেন?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল জুয়াড়ী। নার্ভাস বোধ করছে। কপালটা ঘেমে উঠেছে।

'ঝামেলা করতে চাইছ কেন?' আবার প্রশ্ন করল পল।

কাছেপিঠে কেউ নেই। 'তোমাকে খুন করব আমি,' বলল সে।

'তুমি যদি খেলা ছেড়ে উঠে যেতে চাও টাকাটা আমরা ভাগাভাগি করে নিতে পারি। তুমি যে কথাটা বলেছ সেটাও আমি ভুলে যাব।'

সুবর্ণ সুযোগ—বেরোবার একটা রাস্তা। জুয়াড়ী হিসাবে সে বুঝতে পারছে সুযোগটা তার নেওয়া উচিত। কিন্তু জুয়া খেলা তার প্রধান ব্যবসা নয়। পলের কথায় তার গর্ব খর্ব হয়েছে।

'সেটা এখন অসম্ভব। ওদের টাকা খেয়েছি আমি।'

কিছুটা অবজ্ঞার সাথে পল বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে তৈরি হও।'

তাড়াতাড়ি উঠে পিছিয়ে গেল জুয়াড়ী। পিছানোর সময়ে তার চেয়ারটা উল্টে পড়ল। 'যদি বলো আমি চুরি করেছি,' সবাইকে শুনিয়ে বলল সে, 'তবে তুমি একটা মিথ্যাবাদী!' পিস্তল বের করতে হাত বাড়াল লোকটা।

সবাই দেখল পিস্তলের বাঁটে ওর হাত পড়ল। সবাই ওকে পিস্তল তুলতেও দেখল। তারপরেই সে কাশতে শুরু করল—শার্টে রক্ত—চিবুক বেয়ে রক্ত পড়ছে। আসন্ন মৃত্যুর উপলব্ধিতে মুখটা বিকৃত।

ওর উপর ঝুঁকে পড়ল হান্টার। 'তোমাকে মারতে চাইনি আমি,' বলল সে। 'তোমাকে কে ভাড়া করেছিল?'

'তোমার বউ, আর তার বাবা,' বলল সে।

হান্টার টের পেল এমন একটা কিছু ঘটতে পারে এটা সে আগেই জানত। উঠতে যাচ্ছে, এই সময়ে ওর কব্জি খামচে ধরল জুয়াড়ী। 'আমার জানতেই হবে। বলো তুমি কে!'

একটু ইতস্তত করল পল। সেই রাতের ঘটনার কথা আজ পর্যন্ত আর কাউকে

সে বলেনি। 'আমি দা কোস্টা-এর সেই ছেলে।'

'ঈশ্বর!' উত্তেজিত হয়ে উঁচু হয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করল লোকটা। তারপর ঢলে পড়ল।

উঠে পড়ল হার্বার। 'ঘটনাটা আমি দেখেছি, স্যার।' বক্তা সরকার পক্ষের বড় অফিসার। 'আপনার উপায় ছিল না।'

একজন পরিচিত লোক দেখতে পেয়ে পল বলল, 'যা ঘটেছে এর জন্যে আমি দুঃখিত। ওর ভালভাবে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারো? আমি টাকা দেব।'

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কম্বলের ভিতর উঠে বসে আগুনে কয়েকটা কাঠ চাপাল পল।

ট্রেনে দেখা মেয়েটার মুখ পলের মনে পড়ল। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী মেয়ে। দেখতেও ভাল—ওকে সহজে ভোলা কঠিন।

মেয়েটার কথা ভাবতে গিয়ে স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। ভাবতে অবাক লাগছে—তাকে সোজা পেয়ে কীভাবে ধোঁকা দিয়েছে পওলীন। আসলে মানুষের মধ্যে মেলামেশে বাস করাটাই হয়তো ওর কপালে ছিল না। শিকারী প্রাণী হিসাবে সে সফল হলেও মানুষ হিসাবে ব্যর্থ। কোন বন্ধু নেই, একা সে—কিন্তু কারও সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টাও সে করেনি।

উপরে ওঠার পথে দক্ষ দাবা খেলোয়াড়ের মত কিছুই সে ভাগ্যের উপর ছাড়েনি—একই আক্রমণ পদ্ধতিও সে কখনও দু'বার ব্যবহার করেনি। খবর সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব লোকের একটা বিরাট দল গড়ে নিয়েছিল। অফিস বয়, মেসেঞ্জার, ওয়েটার, মহিলা অফিস ক্লীনার—সব ধরনের লোকই ছিল তার দলে। ওরা শুনত—পরে ওর কাছে রিপোর্ট করত। প্রত্যেকটা খবরই সে সফলভাবে কাজে লাগিয়েছে।

সময়টাই ছিল ঝুঁকি নেওয়ার সময়। রাতারাতি টাকা বানাবার সময়। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে মাইনিং, রেল কোম্পানি, জাহাজ—সব কিছুতেই রয়েছে বিপুল টাকা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে অনেক টাকা রোজগার করেছে। তবে এর জন্য তাকে দৈনিক আঠারো-বিশ ঘণ্টা করে দিনের পর দিন খাটতেও হয়েছে।

প্রথম জীবনের সবই পলের কাছে কেমন যেন আবছা। একটা ব্যাপারেই ওর কাছে ছিল বাস্তব—সেটা হচ্ছে রাইডার।

ছেলেবেলায় যে তাকে পোড়া ওয়্যাগন ট্রেনের পাশে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল এটা সে জানে। চার বছর বয়সে সে যে দুনিয়াটাকে চিনত তা গুঁড়ো হয়ে গেল। গুলির শব্দ শুনে চোখ ডলতে ডলতে পাশের ঘরে গিয়ে দেখল মহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। মাতাল স্বামী তাকে খুন করেছে। লোকজন এসে পলকে নিয়ে গেল।

এরপর দু'বছর কাটল অনুর্বর ফার্মে। ভাল খাবারও জুটত না। বড় ছেলেদের সাথে মারপিট লেগেই থাকত। শহরে গিয়ে একদিন গোলাগুলির পরে পলকে ফেলেই পালাল ওরা।

লম্বা রাত বাইরে কাটিয়ে রাস্তার পাশে বসে শীতে কাঁপছিল, এই সময়ে বাফেলো কোট পরা একটা লোক ঘোড়ায় চড়ে শহরে ঢুকল। পলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এল লোকটা।

ঠাণ্ডা সাদাটে চোখ দুটো এখনও তার স্পষ্ট মনে পড়ে। দাড়ি না কামানো চোয়াল আর লোকটার প্রশ্ন। সহজ ভাষায় স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল পল। ঝুঁকে ওকে ঘোড়ার পিঠে তুলে স্টেজ স্টেশনের দিনরাত খোলা সেলুনে নিয়ে গিয়েছিল ওই লোক। পলকে গরম স্ট্যু আর বিস্কুট খেতে দিয়েছিল। এত সুস্বাদু খাবার সে আর জীবনে খায়নি। খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ঘুম ভেঙে দেখল লোকটার জিনের উপর বসেই চলেছে। কয়েক দিন পথ চলল ওরা। যে সব পথে লোক চলাচল কম সেইসব পথ ধরেই চলেছে।

শহরে এক মহিলার বাড়িতে রেখে পরদিন সকালেই চলে গেল রাইডার।

মহিলা খুব ভাল—ওকে স্কুলে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দিল সে। ওখানেই পলের আটটা বছর কাটল।

পড়াশোনা কঠিন কাজ। অন্য ছাত্ররা প্রায়ই অসন্তোষ প্রকাশ করত। কিন্তু জীবনে এই প্রথম একটা ভাল বিছানা আর সময় মত খেতে পাচ্ছে পল। ওর ভয় ফেল করলে হয়তো ওকে ওই আশ্রয় ছাড়তে হবে।

দশ বছর বয়সে একসাথে দুটো জিনিস আবিষ্কার করল সে। একটা হচ্ছে লাইব্রেরি, আর অন্যটা—স্কুলের শিক্ষক তার প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছে। লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে জ্ঞানের পরিধি অনেক বাড়ছে—টিচাররাও সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখতে পারছে বলে তার উপর সন্তুষ্ট।

মহিলার বাসায় পলকে রেখে যাওয়ার আগে ঘোড়ার পিঠে দিনের পর দিন পথ চলার মাঝেই রাইডার পলকে অনেক কিছু শিখিয়েছে যা পরে ওর অনেক কাজে লেগেছে।

'তোমার ভিতরকার অনুভূতি বা তুমি কী ভাবছ তা কাউকে জানতে দিও না। ওরা টের পেলে জেনে যাবে তোমাকে কীভাবে আঘাত দেয়া যায়। একবার আঘাত দিতে পারলে ওরা আবারও চেষ্টা করবে।

'কাউকে বিশ্বাস কোরো না, আমাকেও না। বিশ্বাস একটা দুর্বলতা। সবাই যে খারাপ এমন নয়। কঠিন হও, নিজের ওপর আস্থা রাখো। নিজের মতই চলো, তবে আর যাই করো অন্য মানুষের বিশ্বাস ভাঙাতে যেও না।

'তুমি যা জানো সেটা তোমার নিজের মধ্যেই রেখো। যেচে কাউকে কোন তথ্য দিও না। মানুষকে জানতে দিও না তুমি কতখানি জানো। সবচেয়ে বড় কথা—মানুষকে চিনতে শেখো।'

হেডমাস্টার যেদিন ওকে ডেকে পাঠাল সেদিন সত্যিই ভয় পেয়েছিল পল। হেডমাস্টার ভীষণ কড়া মেজাজের ইংরেজ। 'তোমাকে হারাচ্ছি বলে আমরা দুঃখিত,' বলল সে। 'অত্যন্ত ভাল ছাত্র ছিলে তুমি। অনেক ব্যবসায়ী এবং কূটনৈতিক নেতার চেয়েও ভাল শিক্ষা তুমি পেয়েছ—ওটা ব্যবহার করো।' একটু থামল হেডমাস্টার। 'খুব অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে তুমি এই স্কুলে এসেছ। তোমার পারিবারিক ভিত্তি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।' আবার একটু দম নিল সে। 'পড়ার অভ্যাসটা বজায় রেখো। জেনো বই-ই তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু—তোমাকে কোনদিন ফাঁকি দেবে না।'

ডেস্কের উপর থেকে একটা খাম তুলে নিল হেডমাস্টার। 'এটা তোমাকে স্কুল

... চিঠির সাথে ছিল।'

থেকে তাড়িয়ে দেবার ... পড়ার পর চিঠিটা খুলল পল। বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত।

তোমাকে যখন প্রথম দেখি, রাস্তার পাশে বসে ছিলে তুমি। বয়স ছিল—আটবছর। ভাবলাম ছোট ছেলের কিছু শিক্ষা দরকার—স্কুলে পাঠালাম। এখন তুমি বড় হয়েছ, সংসারে নিজেই চলতে পারবে। তোমার জন্য আমার আর করার কিছু নেই।

চাইলে অ্যাবিলিনে আসতে পারো।

রাইডার।

খামের ভিতর পাঁচটা বিশ ডলারের নোট রয়েছে। জামা-কাপড় প্যাক করে নিল পল। ভাল কিছু করার খুঁজে না পেয়ে অ্যাবিলিনেই গেল সে।

সেখানে রাইডার নামে কেউ নেই।

কয়েকদিন খোঁজখবর করার পর এক বারটেন্ডার পলকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে কিছুদিন সেখানেই অপেক্ষা করার উপদেশ দিল।

স্কুলেই ঘোড়ায় চড়া শিখেছে। বিক্রি করার আগে গরু চরিয়ে মোটা করার একটা কাজ সে পেয়ে গেল।

তিনমাস পর গরুগুলো বিক্রি করে দেওয়া হলো। এবার আস্তাবলে ঘোড়া রাখার কাজ নিল পল। সেখানে কাজ করতে করতেই একদিন রাইডারের দেখা পেল।

জোর বাতাস পাইনের পাতায় বিলাপের সুর তুলছে। মাথার উপরে গাছের ডালগুলো বাতাসের সাথে খেলায় মেতেছে। দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ হলো। কাঠ কয়লা লাল হয়ে জ্বলছে। পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশে একটাই তারা দেখা যাচ্ছে।

রাইডারের গোপন আস্তানা ওখান থেকে ত্রিশ মাইলের বেশি হবে না। জন্ট বাঁধা লাডা স্রোতের ভিতর দিয়ে ওখানে পৌঁছানো যাবে।

হঠাৎ চমকে জেগে উঠল পল। ওর প্রতিটি সত্তা সতর্ক হয়ে উঠেছে। দূর থেকে চিৎকার করে কেউ ডাকল। পলের এত কাছে থেকে একজন সাড়া দিল যে কম্বল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে।

'বেশি দূরে যেতে পারেনি লোকটা! গাছগুলোর ভিতর খোঁজো!'

তাড়াতাড়ি বুট পায়ে দিয়ে, গানবেল্টটা কোমরে পরে, ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি কোট গায়ে চড়াল পল। এখানে উপস্থিতির চিহ্নগুলো মুছে ফেলার সময় আর এখন নেই। শটগানটা তুলে নিয়ে ঝোপের ভিতর পিছিয়ে গেল সে।

ওদিকে ঝোপের ভিতর শব্দ হলো। ঝোপ ঠেলে একজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এল। পিছনে আর একজন।

'একী! এটা ওর আগুন না! এত সময় সে পায়নি!'

'হয়তো আর কেউ ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'লোকটা যেই হোক'—দ্বিতীয়জনের কণ্ঠে কর্তৃত্বের আভাস—'এখানে থাকার ওর কোন অধিকার নেই। ওই বিছানাটা আগুনে ফেলে দাও।'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হান্টার। হাতে শটগানটা তৈরি। 'কম্বলগুলো আমার—ওতে হাত লাগালে গুলি করে ছাতু করে দেব।'

'তুমি আবার কে?' বুড়োর গলাটা কর্কশ শোনাল। 'এখানে কী করছ?'

'নিজের চরকায় তেল দিচ্ছি, তুমিও তাই করো।'

'আমার জমিতে আছ তুমি—তাই নাক গলাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমার এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাও।'

'জাহান্নামে যাও তুমি।'

অদ্ভুত একটা বিকৃত আনন্দ অনুভব করছে হান্টার। মরতেই চলেছে। খামোকা বিছানায় শুয়ে মরার চেয়ে বন্দুক হাতে গোলাগুলি করে মরা অনেক ভাল।

'মিথ্যা দাবি কোরো না। এটা রেল কোম্পানির জমি—জরিপ করে পাকা দলিল করে কেনা হয়েছে। তুমি যে লাটসাহেবই হও তাতে আমার কিছু আসে যায় না—আমি আপাতত এখানেই থাকছি। জোর খাটানোর চেষ্টা করলে মরবে।'

পলের শক্ত জবাবে থমকে গেছে ওরা। অবশ্য পলের হাতে শটগানটাও ওদের থেকে মাত্র দশ কদম দূরে রয়েছে। এত কাছে থেকে গুলি খেলে ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যাবে দেহ।

'তুমি দেখছি খুব রগচটা লোক,' কর্তা-গোছের লোকটা সাবধানে বলল। পরিস্থিতি যে তার আয়ত্তে নেই বুঝে নিয়েছে সে। 'তুমি কে?'

'অত কথায় কাজ নেই—নিরিবিলি ঘুমাতে পছন্দ করি আমি। একদল গেঁয়ো লোকের মত চিৎকার করে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ। মাথায় ঘিলু নেই তোমাদের—এত শব্দ করলে যাকে খুঁজছ তাকে পাবে?'

'নতুন মানুষের এত বাহাদুরির কথা কেন?'

'এই শটগানটা মিথ্যা বড়াই করে না। সাহস থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।'

'আমার আরও বিশজন লোক আছে ওদিকে—ওদের সামলাবে কী করে?'

'মাত্র বিশজন? আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল অন্তত আশিজন হবে। কী হয়েছে বোঝার আগেই দশবারো জন মারা পড়বে। বাকি সবাই মারপিটের পারিশ্রমিক দেয়ার জন্যে তুমি বেঁচে নেই জানলেই ক্ষান্ত দেবে।'

ঝোপের ওপাশ থেকে একজনের গলা শোনা গেল। 'বস, তুমি ঠিক আছ?'

'ওদের নিজের কাজে ফিরে যেতে বলো,' বলল হান্টার। 'তারপর তুমি নিজেও তাই করো।'

বয়স্ক লোকটা পিছন দিকে মাথা ফেরাল। 'সব ঠিক আছে, ফ্রেড। তুমি ওদিকে যাও—আমি একটু পরেই আসছি।'

আবার পলের দিকে ফিরল লোকটা। 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না—তুমি এখানে কী করছ? কী চাও তুমি?'

'কিছুই চাই না আমি। একটা কানাকড়িও না।'

ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্গীর দিকে চেয়ে সে বলল, 'স্যাম, তুমি ওদিকে ওদের সাহায্য করো—হোয়াইট রক সেলুনে তোমার সাথে দেখা হবে।'

ইতস্তত করছে স্যাম। 'ভয় নেই, স্যাম। এই লোকের সাথে আমি কোন বিরোধে যাব না। যে লোক মরা-বাঁচার তোয়াক্কা রাখে না তার সাথে লাগতে নেই।'

লোকটা বেঁটে, চওড়া কাঁধ—চুলে কিছুটা পাক ধরেছে। ওর কঠিন গভীর চোখ

দুটো পলকে যাচাই করে দেখছে বিভ্রান্ত চোখে ক্যাম্পের চারপাশে নিজের প্রশ্নের জবাব খুঁজছে। বড় জন্তু শিকার করার রাইফেলটা ওর চোখে পড়ল। 'শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু গুলি পাওয়া কঠিন হবে।'

'নিজেই তৈরি করি।'

'তাই নাকি?' একটা সিগার বের করে ধরাল। 'অমন একটা রাইফেল থাকলে—হাত ভাল হলে অনেক টাকা রোজগার করা যায়।'

বিরক্ত বোধ করছে হান্টার। দিনের আলো ফুটতে আর বেশি বাকি নেই। ওর বিশ্রাম দরকার। টাকার কথা তোলায় আরও রাগ হচ্ছে। এই লোকের র‍্যাঞ্চটা কিনে নিয়ে কাউকে দান করে দিলেও টাকাটা দিতে ওর গায়ে লাগবে না। কিন্তু এত টাকা থেকেই বা তার কী লাভ হচ্ছে এখন?

'আমার নাম রাইলি—গরুর ব্যবসা করি।'

'ভাল কথা।'

সবার কাছে সম্মান পেতেই অভ্যস্ত রাইলি। হান্টারের অবজ্ঞা তাকে অধৈর্য করে তুলছে। কয়েকটা কাঠি দিয়ে আগুনটা একটু খুঁচিয়ে দিল সে। লোকটার এখানে উপস্থিতির পিছনে একটা কারণ থাকতেই হবে। অত দামী একটা রাইফেল কেনার সামর্থ্য কোন সাধারণ র‍্যাঞ্চ কর্মচারীর হবে না। রাইফেলটার দামই কয়েকশো ডলার হবে।

'এটা রেল কোম্পানির জমি বলছিলে না তুমি?'

অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে রাইলি। মনে মনে হাসল হান্টার। কৌশলী লোকও তার কাছ থেকে কোন খবর বের করতে পারেনি।

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'যে পথ দিয়ে রেলরাস্তা যায় তার বেশির ভাগই তো রেল কোম্পানির সম্পত্তি—তাই না?'

জবাবে সন্তুষ্ট হলো না রাইলি। লোকটা ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না, এটা ঠিক সহ্য হচ্ছে না ওর।

'আমি এমন লোক কোনদিন দেখিনি যে কিছুই চায় না।'

'এখন দেখছ,' জবাব দিল পল।

রাইলি উঠল। পলও ওর সাথে উঠে দাঁড়াল।

'যারা এত লোকজন নিয়ে কাউকে শিকার করতে বেরোয় তাদের পছন্দ করি না আমি।'

রেগে উঠে সাথে সাথে রাইলি জবাব দিল, 'আইনের লোকও তাই করে।'

'কিন্তু তুমি আইনের লোক নও। যে লোক নিজের শিকার নিজে মারতে পারে না, আমার মতে সে কাপুরুষ।'

রাগে সাদা হয়ে গেল রাইলির মুখ। পিস্তল বের করার ইচ্ছাটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখল। পিস্তলবাজিতে যে তার হাত নেই এটা সে জানে।

'এখান থেকে যত জলদি সরে পড়বে তোমার জন্যে ততই মঙ্গল। আমরা ফাসকা মুখো লোক পছন্দ করি না।'

জোর করে হাই তুলল পল। 'অনেক বকবক করেছ, এবার এখান থেকে বিদায় হও। আমি ঘুমাব।'

বলার মত কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে গিয়ে জিনে চেপে বসল রাইলি। 'পরে তোমার সাথে দেখা হবে,' বলল সে। 'আমার হাতে পরগাছা তাড়ানোর কাজ না থাকলে–'

'পরগাছা? তুমি নিজেই তো একটা পরগাছা।' হাসল পল। 'তোমার নিজের বলতে তো এক চিলতে জমিও নেই। তুমি নিজেই কয়েক বছর আগে এখানে এসে কিছু জমি জবর-দখল করে র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছ। পরগাছার কথা কী শোনাবে? যাও, এখন ভাগো।'

রাগে অন্ধ হয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল রাইলি। নিজের লোকজন নিয়ে এসে লোকটাকে–

কিন্তু এতসব কথা ওই লোক কীভাবে জানল? ওর রাগটা আবার হঠাৎ করেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কে লোকটা?

তাড়াতাড়ি কম্বল গুটিয়ে হ্যাভারস্যাক, রাইফেল আর শটগান তুলে নিয়ে টিলার ধার ধরে এগিয়ে গেল পল। সকাল হতে এখনও কিছুটা বাকি, কিন্তু রাইলি যদি তার লোকজন নিয়ে ফিরে আসে তবে মিছে ঝামেলা হবে।

ডোবিক রাইলি। ফাইল থেকেই নামটা ওর চেনা। রেল রাস্তা তৈরি করার আগে এদিকে কয়জন র‍্যাঞ্চার আছে, কার স্টক কত, ট্রেনে কত মাল সাপ্লাই হিসাবে আসবে, আর কত গরু এদিক থেকে যাবে, সবই খুঁটিয়ে বিবেচনা করে দেখা হয়েছিল। এদিকে এমন কোন র‍্যাঞ্চ নেই যার ব্যাপারে পল জানে না। রাইডারের গোপন আস্তানাটা এদিকে হওয়ায় এদিককার রিপোর্ট সে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পড়েছে।

আকাশ মাত্র ফর্সা হতে শুরু করেছে–আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে রওনা হয়ে গেল পল।

সাথে যা মালপত্র রয়েছে তার ওজন অনেক। কিন্তু অসুস্থতা এখনও ওকে বেশি কাবু করতে পারেনি। নিউ ইয়র্কেও নিয়মিত জিমনেশিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম করত।

অল্পদূর যাওয়ার পরই পল তাড়া খাওয়া লোকটার দেখা পেল।

দুই

গতি ধীর করে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। চোখ খুলে সিধে হয়ে বসল টিনা ক্রমওয়েল।

খড়ের মত চুলওয়ালা লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। সে পিছন ফিরে চাইতেই টিনা লক্ষ্য করল লোকটার গালে আর ভুরুর উপরে গুলির ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। লম্বায় ছয় ফুটেরও বেশি। যেভাবে চট করে গানবেল্টটা পরল তাতেই বোঝা যায় ওটা অনেক দিনের অভ্যাসের ফল।

লোকটাকে আগে দেখেনি টিনা। কিন্তু এতদিন পশ্চিমে বাস করার পর ওই ধরনের লোক যে কী তা সে ভাল করেই জানে। শোনা যাচ্ছে অ্যারিজোনার টন্টো বেসিনে নাকি কিছু গোলমাল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু লোকটা বেসিনে যাচ্ছে না। অ্যালামিটসেই নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

হঠাৎ টিনার মনে হলো ওর পাশ দিয়ে পিছন দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে লোকটা কী যেন দেখছে। নিজের অজান্তেই ফিরে দেখল ওখানে যে সুদর্শন লোকটা বসে ছিল সে নেই।

ট্রেনটা কোথাও থামেনি, তা ছাড়া এটাই একমাত্র যাত্রীবাহী কোচ। অথচ লোকটা অদৃশ্য হয়েছে।

ঘটনাটা বুঝতে না পারায় পিস্তলবাজ লোকটাকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছে। নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে গেল টিনা। প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখল সেড্রিক ওকে নিতে এসেছে।

টিনা ক্রমওয়েল পুবের স্কুলে পড়াশোনা করলেও অ্যালামিটসকে ঘিরেই ওর জীবন গড়ে উঠেছে। স্কুলের দিনগুলো ছাড়া ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চেই বলতে গেলে ওর বাকি দিনগুলো কেটেছে। এখন সে-ই ওটার মালিক।

সেড্রিক এগিয়ে এসে টিনার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে ঘোড়ার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা টিনার বাবার সাথেই পশ্চিমে এসেছিল। তার মৃত্যুর পর এখন সে টিনার ফোরম্যান।

পিস্তলবাজ লোকটার দিকে সেড্রিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল টিনা। ব্যাগটা বাকবোর্ডে রেখে নিচু গলায় সে বলল, 'লোকটার নাম বব। যেই ওকে ভাড়া করুক না কেন ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস পাবে।'

পশ্চিমে যথেষ্ট নাম কিনেছে বব। লোকটা প্রফেশনাল ফাইটার, কিছু বাউন্টি হান্টিংও করেছে। মানুষ শিকার করাটাই ওর প্রধান কাজ। পশ্চিমে রীতিনীতির সাথে টিনা পরিচিত। অনেকেই প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য টাকা দিয়ে পিস্তলবাজ আনায়। কিন্তু ববকে আনানোর অর্থই হচ্ছে কেউ রীতিমত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বাকবোর্ডে ওঠার সময়ে টিনা দেখল স্টোরের সামনে দাঁড়ানো দুজন লোককে আড়চোখে খেয়াল করল বব।

বাকবোর্ড রওনা হতেই লোকদুটো পিছু নিল। ওরা ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চেরই লোক—গ্রেগ আর আর্নি।

'সশস্ত্র গার্ড?'

বিষণ্ণভাবে মাথা ঝাঁকাল সেড্রিক। 'গত দুই সপ্তাহে এই এলাকায় অনেক কিছু ঘটে গেছে।'

'গোলমাল হয়েছে?'

'ডেরিক রাইলি গোটা পঞ্চাশেক গরু হারিয়েছে। দক্ষিণের লাভা স্রোত পর্যন্ত সে ওদের অনুসরণ করেছিল। কিন্তু তারপরেই সব স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

'গরু চোর?' টিনার স্বরে অবিশ্বাস।

'তোমার বাবার সাথে আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন ইন্ডিয়ান ছাড়া আমাদের একশো মাইলের মধ্যে আর কোন প্রতিবেশী ছিল না। কিন্তু এখন সব কিছুই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই প্রথম এদিকে গরু চোরের দৌরাত্ম্য দেখা যাচ্ছে।'

ক্রমওয়েল আরোহী দুজনের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল টিনা।

আর্নির বাবা ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের প্রথম কর্মচারী ছিল। গ্রেগ নতুন এসেছে—তাও প্রায় চার বছর হতে চলল। কঠিন প্রকৃতির লোক বলে সে

পরিচিত। শাইয়্যান থেকে ডেডউড স্টেজকোচে বেশ কিছুদিন শটগান গার্ডের কাজ করেছে। কয়েকটা র‍্যাঞ্চ-লড়াই-এও অংশ নিয়েছে সে।

একটা চুরুট ধরাল সেড্রিক। 'হেরল্ডের সাথে আরও দুজন অচেনা লোক রাইলির রেঞ্জে বসতি করেছিল–বলছিল ওটা নাকি সরকারী জমি, ক্লেইম ফাইল করেছে ওরা। তুমি তো রাইলিকে চেনো, খেপে আগুন হয়ে ওদের ঘরবাড়ি সে জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিছু গোলাগুলিও হয়েছে। ঘর রক্ষা করতে গিয়ে ওরা গুলি ছুঁড়েছিল–রাইলির একজন লোক আহত হয়েছে। অচেনা লোক দু'টোর একজন ওখানেই মারা পড়েছে। লোকজন নিয়ে রাইলি অন্যজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'হেরল্ডের কী হলো?'

'সে গোলাগুলি করেনি–গোলমাল দেখে সোজা অ্যালামিটোসে পালিয়েছে। ওর ওপর রাইলির রাগ নেই, ছেড়ে দিয়েছে।'

টিনা তার র‍্যাঞ্চের সত্যিকার অবস্থার কথা সেড্রিককে বলতে গিয়েও চেপে গেল। একটা উপায় ভেবে ঠিক করে পরেই জানাবে। সেড্রিক ভাল ফোরম্যান বটে, কিন্তু সর্বদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত বা উপদেশ দেওয়া ওর ক্ষমতার বাইরে। তা ছাড়া টিনাই মালিক, তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় হেরল্ডের ওই জমিতে বাড়ি করার ব্যাপারে জেক-এর হাত আছে?'

টিনার চিন্তার ধারা দেখে অবাক হলো সেড্রিক। চুরুট থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলে সে বলল, 'ওই সম্ভাবনার কথা আমার মনেই আসেনি। ঠিক বাপের মতই হয়েছ তুমি।'

নিজের কামরায় একা হতে হ্যাট খুলে চুলটা একটু ঠিকঠাক করে নিল টিনা। সান্তা ফে যাত্রার ফলাফল নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলেছে ওর মাথায়।

বাইরে সবুজ ঢালের উপর গরু চরছে। ওই নিচু পাহাড়টার ওপাশেই সব ঝর্না আর নদী প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে বইছে। আর এপাশেরগুলো বইছে আটলান্টিকের দিকে। ওই নিচু পাহাড়টারই নাম 'কন্টিনেন্টাল ডিভাইড,'–কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এটা বোঝার উপায় নেই।

অন্যান্যবারের মত এবারেও টিনা কেনা-কাটা করার জন্যই সান্তা ফে গিয়েছিল মনে হলেও তার আসল উদ্দেশ্য ছিল বাবার অ্যাটর্নির সাথে পরামর্শ করা।

এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চটাই টিনার কাছে ছিল একমাত্র স্থায়ী জিনিস। কিন্তু অ্যালামিটোসে চিঠি আনতে গিয়ে আর একজনের একটা মন্তব্য ওর কানে এল।

লোক দুজন জমির সত্যিকার মালিকানা আর অনিশ্চয়তা নিয়ে আলাপ করছিল।

বাড়ি ফিরে বাবার ডেস্ক আর লোহার সিন্দুক খুঁজে মালপত্র কেনা-বেচার রসিদ, বেতনের রেকর্ড, ইত্যাদি অনেক কাগজই পেল–কিন্তু র‍্যাঞ্চের কোন দলিল দেখতে পেল না।

প্রত্যেকটা কাগজই খুব যত্নের সাথে রাখা আছে। দলিল থাকলে তা এইসব

কাগজপত্রের মধ্যেই থাকত।

তার বাবা যখন পশ্চিমে এসেছিল তখন জমির দলিলের কোন গুরুত্ব দেওয়া হত না। যে যেখানে পানি আর ঘাস পেয়েছে সেখানেই থেমেছে। ভোগ করছে—এই সুবাদেই তারা ছিল ওই জমির মালিক। ওদের মালিকানা কেবল মাত্র ইন্ডিয়ানরা ছাড়া আর কেউ কখনও চ্যালেঞ্জ করেনি। টিনার বাবা ইন্ডিয়ানদের সাথে আপোষ করে কিছু জমি ওদের থেকে কিনে নিয়েছিল। বিনিময়ে ইন্ডিয়ানদের দুঃসময়ে ওদের গরুর মাংস দিয়ে সাহায্য করেছে।

বাবার অ্যাটর্নি অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়েছে যে জমি যখন তার দখলেই আছে তখন দাবি করলে এমন ক্লেইম সাধারণত অগ্রাহ্য করা হয় না। তবে অনেক লোকই বাস করার জন্য পশ্চিমে যেতে শুরু করেছে, তাই নতুন বসতি করার জন্য যারা জমি দাবি করেছে তাদের ক্লেইমও কংগ্রেস প্রসন্ন চোখে দেখছে। টিনার বাবা ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে জমি কিনলেও ওতে কাজ হবে না, কারণ ওই জমি আসলে কার ছিল তার কোন প্রমাণ নেই। যে কোন ইন্ডিয়ানই ওটা তার বলে দাবি করতে পারে।

ছেলেবেলা থেকেই দায়িত্ব কাঁধে নিতে শিখেছে টিনা। মনোস্থির করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেইমত চলতেও শিখেছে। বাবা বলত, 'প্রত্যেক বাচ্চাই চায় তাকে বড় বলে গ্রহণ করা হোক। কিন্তু বড় আর ছোটর মধ্যে আসল তফাৎ বয়সের নয়—বড় ছোট নির্ভর করে কে কতটা দায়িত্ব নিতে আগ্রহী, আর সেই দায়িত্ব কে কীভাবে পালন করে, তার ওপর।'

শিক্ষাটা তার কাজে লেগেছে। বাবার মৃত্যুর পর তার তদারকিতে র‍্যাঞ্চের অনেক উন্নতি হয়েছে—সেই সাথে লাভও হয়েছে।

বারান্দায় বেরিয়ে এল টিনা। খোঁয়াড়ের সামনে দাঁড়িয়ে সেড্রিক আর গ্রেগ কথা বলছে। 'সেড্রিক,' ডাকল টিনা। 'এক মিনিট ভিতরে এসো।'

মেক্সিকান কাজের মেয়েটাকে কফি দিতে বলে সেড্রিকের মুখোমুখি বসল টিনা। তারপর তার সান্তা ফে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলল। স্থির বসে মাথা নিচু করে টেবিলের দিকে চেয়ে কথা শুনছে সেড্রিক। ওর হাতের আঙুল টেবিলে কাল্পনিক নকশা আঁকছে।

'সেড্রিক,' কথা শেষ করে সে বলল, 'আমাদের দ্রুত কাজ সারতে হবে। পরিস্থিতিটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। আমি চাই তুমি ব্লু হোল-এর জন্য ক্লেইম ফাইল করো। আরনি 'রক হাউস', আর গ্রেগ 'আয়রন স্প্রিংস' ক্লেইম করুক। দলিল পাকা হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের থেকে ওগুলো আমি কিনে নেব।'

'কিন্তু আমরা সবাই একসাথে সান্তা ফে গেলে ব্যাপারটা সবার চোখে পড়বে—কানাঘুষা হবে।'

'একাই যাবে তুমি। আমি চাই হর্স স্প্রিংসে গিয়ে তুমি ওখান থেকে স্টেজ কোচে চড়বে। ফেরার সময়ও একই পথে ফিরবে। তুমি গেছ এটা কেউ টের না পাওয়াই ভাল।'

তিন

ঝোপের ভিতর লোকটাকে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল পল। একটা পাইন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সাবধানে চারপাশ খুঁজে দেখে বুঝল লোকটার সাথে আর কেউ নেই। এবার আহত মানুষটার দিকে এগোল সে।

অল্প ঢালু জমির উপর একটা ছোট গর্তের মধ্যে ঝোপের ভিতর পড়ে আছে লোকটা। ভাগ্য ভাল ওইখানেই পড়েছে। পল যে পথে এসেছে ওটা ছাড়া আর কোন দিক থেকে ওকে দেখা যাবে না।

হাঁটু গেড়ে বসে হান্টার লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখল। মরেনি। তবে অনেক রক্ত হারিয়েছে। গুলি ওর বগলের কাছে ভারি পেশী ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

কিছু কার্ললীফ আর শুকনো সিডারের ডালপাতা জড়ো করে একটা ছোট্ট আগুন জ্বালাল পল। কিছুটা পানি গরম করে ক্ষতটা ভাল করে ধুয়ে বেঁধে দিল। কাজ শেষ হওয়ার আগেই একটা কাতরোক্তি করে চোখ খুলে চাইল সে।

'কে তুমি?'

'ডেরিক রাইলিও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিল। তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ো, যে কোন সময়ে সে এসে পড়তে পারে।'

লোকটা চেষ্টা করে উঠে বসল। 'আমাকে তোমার ঘোড়ার পিছনে নেবে? আমার এখান থেকে দূরে সরে গিয়ে গা ঢাকা দিতে হবে। রাইলি আমাকে খুন করবার জন্যে খুঁজছে।'

'দুঃখিত...আমার সাথে ঘোড়া নেই।' নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল পল। 'আমার কাছ থেকে আর সাহায্য আশা কোরো না—এই এলাকা তুমিই আমার চেয়ে ভাল চেনো।'

'তোমাকে দিয়ে কোন লাভ হলো না।' বিরক্ত ভাবে পলের দিকে চাইল সে। 'এখন আমি কী করব?'

'সেটা তোমার সমস্যা। তবে তোমার তাড়াতাড়ি সরে পড়াই ভাল, কারণ আমার মনে হয় খুঁজে পেলে রাইলি তোমাকে ঠিকই খুন করবে। তবে ওকেও দোষ দিই না—তুমি ভাল মানুষ নও।'

রাগে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। 'তুমি কী জানো?'

'এটুকু জানি যে আমি ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়ার পরও একটা শুকনো ধন্যবাদ জানানোর কথাটাও তোমার মনে আসেনি।' হ্যাভারস্যাক পিঠে ঝুলিয়ে অস্ত্রগুলো তুলে নিল হান্টার। 'মনে হয় মনের মত ভাড়াটে গুণ্ডা পেতে তোমার বসের অনেক খুঁজতে হয়েছে।'

'আমাকে কেউ ভাড়া করেছে কে বলল?' ধূর্ত চোখে লোকটা চেয়ে আছে।

'ভাড়া খাটার মানুষ দেখলেই চেনা যায়। তবে তোমাকে লাগালে টাকাটা পানিতে যাবে সন্দেহ নেই। এবার নিজেরটা নিজেই সামলাও।'

পিছিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকল পল। লোকটার দিকে পিঠ দিতে সে নারাজ। জঙ্গলের ভিতর আরও গভীরে ঢুকে দিক বদল করে নিজের পথ ধরল। দেখেশুনে লাভা স্রোতে পৌঁছানোর সবচেয়ে সুবিধাজনক পথটাই বেছে নিয়েছে সে। রাইফেল কর্মচারীর সামনে পড়ে গেলে ওকে অযথা অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

একঘণ্টা পর একটা ঢিবির মাথায় উঠে বহুদূরে ট্রেনের ধোঁয়া দেখতে পেল। বাতাসটা পরিষ্কার আর তাজা। লম্বা শ্বাস নিল পল। উত্তর দিকে দুটো মেসা দেখা যাচ্ছে—চৌকো কাঁধ আকাশের দিকে উঠেছে। একটার মাথায় ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়িগুলো থেকে সরু ধোঁয়ার রেখা আকাশে উঠছে। ওটাই তা হলে আকাশ নগরী অ্যাকোমা।

আকাশটা অত্যন্ত নীল। এখানে ওখানে তুলোর মত টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। চমৎকার দৃশ্য—কিন্তু আর বেশিদিন এসব উপভোগ করতে পারবে না পল।

এই প্রথম তার মনে যেন একটু আক্ষেপ হচ্ছে। লম্বালম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল সে—এই পর্যায়ে এসে নতুন করে মায়া বাড়ানো ঠিক নয়। এমন সুন্দর এলাকা হলেও না। তার ভিতরের জিনিসটা বড় হচ্ছে—ধীরে ধীরে ওকে কাবু করে গ্রাস করবে। মরার আগে কোন পিছুটান না রাখাই ভাল।

কোবোলেটা মেসার ধারে একটা বিশেষ জায়গা ওকে খুঁজে বের করতে হবে। ওইখানে মেসার একটা কাঁধ লাভা স্তরের দিকে বেরিয়ে আছে। ওটাই সেই গোপন আস্তানায় পৌঁছার চাবিকাঠি।

কয়েকবার বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসেছে। লক্ষ্যে পৌঁছার আগে থামা সারা জীবন ওর নীতি বিরুদ্ধ থাকলেও এখন আর শরীরে কুলাচ্ছে না—পা ধরে আসছে। ভার্জিনিয়া বা নিউ জার্সিতে শিকারী কুকুরের পিছন পিছন সে অনেক হেঁটেছে। তবে এখনকার পথ সেই তুলনায় অনেক কঠিন আর পাথুরে। রেল লাইনের ধার থেকে শুরু করে সে প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে উঠেছে।

বনের পাশ দিয়ে ঘুরে একটা ছোট ছোট লেকে ভরা মালভূমি পার হলো পল। যে জায়গাটা খুঁজছে, তার পঞ্চাশ গজের ভিতর পৌঁছে গেছে ও। সামনে কিছুটা নীচেই রয়েছে ভয়ঙ্কর সেই জমাট বাঁধা লাভা স্রোত।

মোটা একটা বিশাল কালো সাপের মত পড়ে আছে পাকানো দড়ির মত কালো পাথর। আগুন নেভানো নরকের মতই দেখাচ্ছে। এঁকেবেঁকে উত্তর আর দক্ষিণে বহু মাইল পর্যন্ত চলে গেছে ওটা।

বিজনতার এটাই প্রকৃত রূপ। মাউন্ট টেয়লর আর এল টিন্টেরো আগ্নেয়গিরি তরল আগুন দিয়ে সব ভিজিয়ে দেওয়ার পর ইন্ডিয়ানরা সবাই ভয়ে এই এলাকা ছেড়েছিল। এর পরে বহু বছর তারা আর এমুখো হয়নি।

লাভা নদীর স্রোত দক্ষিণ দিকে বয়েছে। চলার পথে সব কিছু মেরে, পাথরের বাড়িঘর সমান করে দিয়ে পাহাড় বেয়ে নীচে নেমেছে। নিচু ছোট টিলাগুলোর তলায় থেমে ফুলে উঠে উপচে টিলা পেরিয়ে আগুন ছিটিয়ে ওপাশে পড়েছে। তারপর শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক কাঁচের নদী জমাট বেঁধে শক্ত হয়েছে। বাইরেটা প্রথম জমাট বাঁধলেও ভিতরে তখনও স্রোত বইছিল—তাই ভিতরে অনেক ফাঁপা

পিছিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকল পল। লোকটার দিকে পিঠ দিতে সে নারাজ। জঙ্গলের ভিতর আরও গভীরে ঢুকে দিক বদল করে নিজের পথ ধরল। দেখেশুনে লাভা স্রোতে পৌঁছানোর সবচেয়ে সুবিধাজনক পথটাই বেছে নিয়েছে সে। রাইফেল কমচারীর সামনে পড়ে গেলে ওকে অযথা অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

একঘণ্টা পর একটা ঢিবির মাথায় উঠে বহুদূরে ট্রেনের ধোঁয়া দেখতে পেল। বাতাসটা পরিষ্কার আর তাজা। লম্বা শ্বাস নিল পল। উত্তর দিকে দুটো মেসা দেখা যাচ্ছে–চৌকো কাঁধ আকাশের দিকে উঠেছে। একটার মাথায় ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়িগুলো থেকে সরু ধোঁয়ার রেখা আকাশে উঠছে। ওটাই তা হলে আকাশ নগরী অ্যাকোমা।

আকাশটা অত্যন্ত নীল। এখানে ওখানে তুলোর মত টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। চমৎকার দৃশ্য–কিন্তু আর বেশিদিন এসব উপভোগ করতে পারবে না পল।

এই প্রথম তার মনে যেন একটু আক্ষেপ হচ্ছে। লম্বালম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল সে–এই পর্যায়ে এসে নতুন করে মায়া বাড়ানো ঠিক নয়। এমন সুন্দর এলাকা হলেও না। তার ভিতরের জিনিসটা বড় হচ্ছে–ধীরে ধীরে ওকে কাবু করে গ্রাস করবে। মরার আগে কোন পিছুটান না রাখাই ভাল।

কোবোলেট্টা মেসার ধারে একটা বিশেষ জায়গা ওকে খুঁজে বের করতে হবে। ওইখানে মেসার একটা কাঁধ লাভা স্তরের দিকে বেরিয়ে আছে। ওটাই সেই গোপন আস্তানায় পৌঁছার চাবিকাঠি।

কয়েকবার বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসেছে। লক্ষ্যে পৌঁছার আগে থামা সারা জীবন ওর নীতি বিরুদ্ধ থাকলেও এখন আর শরীরে কুলাচ্ছে না–পা ধরে আসছে। ভার্জিনিয়া বা নিউ জার্সিতে শিকারী কুকুরের পিছন পিছন সে অনেক হেঁটেছে। তবে এখনকার পথ সেই তুলনায় অনেক কঠিন আর পাথুরে। রেল লাইনের ধার থেকে শুরু করে সে প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে উঠেছে।

বনের পাশ দিয়ে ঘুরে একটা ছোট ছোট লেকে ভরা মালভূমি পার হলো পল। যে জায়গাটা খুঁজছে, তার পঞ্চাশ গজের ভিতর পৌঁছে গেছে ও। সামনে কিছুটা নীচেই রয়েছে ভয়ঙ্কর সেই জমাট বাঁধা লাভা স্রোত।

মোটা একটা বিশাল কালো সাপের মত পড়ে আছে পাকানো দড়ির মত কালো পাথর। আগুন নেভানো নরকের মতই দেখাচ্ছে। এঁকেবেঁকে উত্তর আর দক্ষিণে বহু মাইল পর্যন্ত চলে গেছে ওটা।

বিজনতার এটাই প্রকৃত রূপ। মাউন্ট টেয়লর আর এল টিন্টেরো আগ্নেয়গিরি তরল আগুন দিয়ে সব ভিজিয়ে দেওয়ার পর ইন্ডিয়ানরা সবাই ভয়ে এই এলাকা ছেড়েছিল। এর পরে বহু বছর তারা আর এমুখো হয়নি।

লাভা নদীর স্রোত দক্ষিণ দিকে বয়েছে। চলার পথে সব কিছু মেরে, পাথরের বাড়িঘর সমান করে দিয়ে পাহাড় বেয়ে নীচে নেমেছে। নিচু ছোট টিলাগুলোর তলায় থেমে ফুলে উঠে উপচে টিলা পেরিয়ে আগুন ছিটিয়ে ওপাশে পড়েছে। তারপর শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক কাঁচের নদী জমাট বেঁধে শক্ত হয়েছে। বাইরেটা প্রথম জমাট বাঁধলেও ভিতরে তখনও স্রোত বইছিল–তাই ভিতরে অনেক ফাঁপা

জায়গা রয়ে গেছে। কিছুকিছু জায়গা ফোস্কার মত; দেখে মনে হবে নিরেট, কিন্তু উপরটা আসলে ডিমের খোসার মতই পাতলা।

মাঝেমাঝে স্রোত দুভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে গিয়ে সামনে আবার একসাথে মিশেছে। ফলে ছোট ছোট দ্বীপের মত কিছু সবুজ ঘাস বেঁচে গেছে। লাভার তলায় অসংখ্য বাতাসের গুহা রয়ে গেছে।

ওই রকম একটা দ্বীপেই রাইডার নিজের গোপন আস্তানা করেছিল। যে সরু ফাটলের মত পথটা দিয়ে ভিতরের মাঠে পৌঁছানো যায়, তার গোড়ায় কোনরকম ট্র্যাক বা যাতায়াতের চিহ্ন নেই। সবই কঠিন পাথর। মাঠের চারপাশে রয়েছে প্রায় পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু লাভার তৈরি দেয়াল। ভিতরে ঢোকার ফাটলটা এতই সরু যে ঘোড়ার পিঠে আরোহীর পা লাভার দেয়ালে ঘষা খাবে। অনেক ঘোর-প্যাঁচের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে ওই পথ। চলতে চলতে অন্তত ডজনখানেক জায়গায় মনে হবে পথ বুঝি শেষ। এর পরে পাওয়া যাবে সেই গাছপালায় ভরা এক একর জমি। লাভার দেয়াল ঘেঁষে একটা পাথরের ঘর। লাভার পাথর দিয়েই ওটা তৈরি করেছিল রাইডার। বাড়ির পাশেই একটা গুহা—ওটা আস্তাবল হিসাবে সে ব্যবহার করত। দেয়াল তুলে গুহার মুখটা এমনভাবে আড়াল করে নিয়েছিল যেন বাড়ির ভিতর থেকে গোপনে এবং নিরাপদে গুহায় পৌঁছানো যায়।

ওই গুহাটা আসলে একটা লম্বা টানেল। ওটার ভিতর দিয়ে দুশো গজ এগোলে এইরকমই আরও বড় একটা দ্বীপের মত জায়গা পাওয়া যাবে। ওখানে একটা ছোট ঝরনাও আছে। ওখানে রাইডার একটা স্ট্যালিয়ন আর তিনটে মেয়ার ঘোড়া ছেড়ে রেখেছে।

গোপন আস্তানায় পৌঁছানোর ফাটলটা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। রাইডার নিজেও অপ্রত্যাশিত ভাবেই হঠাৎ ওটা আবিষ্কার করে ফেলেছিল। ফাটলটা আবার উপর থেকে বেরিয়ে থাকা পাথর দিয়ে আড়াল হয়ে রয়েছে। চার ফুটের মধ্যে না এলে ওটার অস্তিত্ব বোঝার কোন উপায় নেই।

একটা সিডার গাছের গুঁড়ির সাথে হেলান দিয়ে বসে দূরবীন বের করল হান্টার। সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকদূর হেলে পড়েছে। লাভার গর্ত আর ফাটলে গাঢ় ছায়া জমে উঠছে। দূরবীনের সাহায্যে হান্টার নীচের লাভা নদীটাকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল।

অনেক দূরে লাভা স্তরের উপর একটা সবুজ দ্বীপ দেখতে পেল—প্রায় ছয়-সাত মাইল দূরে। এ ছাড়া নীচে আর যা আছে সেটা নির্জনতা আর মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন। আর কোন মরূদ্যান দেখা যাচ্ছে না। রাইডারের বর্ণনা মত কিছুই নেই।

আবার উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করল পল। পিঠের বোঝাটা আরও ভারি হয়ে উঠেছে—কাঁধ ছিলে গেছে, টনটন করছে ব্যথায়। ক্লিফের ধার ঘেঁষে এগোচ্ছে। এখানেই কোথাও পাওয়া যাবে নীচে নামার পথ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে। খাঁজটা আজ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পেটের ব্যথায় কয়েকবার থামতে হয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ চিলিক দিয়ে উঠে ব্যথাটা ওকে মুচড়ে ফেলেছে।

পথটা দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠল পল। রাইডার বলেছিল ভাল

পাহাড়ী ঘোড়া ওই পথে নামতে পারবে। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে কেউ নামতে গেলে তার একটা পা শূন্যে ঝুলবে।

নীচে সবই কালো দেখাচ্ছে। দূরে পশ্চিম আকাশের অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ে লাভা স্তরটাকে একটু লালচে রঙ ধরিয়েছে—মনে হচ্ছে যেন আগেকার গলিত ভীষণ রূপ ফিরে পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে লাভা। দূরে পাহাড়ের একটা কালো কাঁধ দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত ওটাই 'এল মোরো'—আড়াইশো বছর আগে স্প্যানিশ লোকেরা ওতে নিজেদের নাম খোদাই করেছিল।

নীচের দিকটা ছায়াঢাকা হলেও পথটা এখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নীচে নেমে এল পল। পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে বড় বড় পাথরের চাক আর ছোটছোট ঝোপের গোলক ধাঁধা। একবার একটা পাথরের কোনায় ঘষা খেয়ে ওর হাঁটুর নীচে কিছুটা ছড়ে গেল। আবার হোঁচট খেয়ে হাঁটু গেড়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত কাঁধ থেকে হ্যাভারস্যাক নামিয়ে বিশ্রাম নিতে বসল—সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তার।

দুর্বলতা কাকে বলে তা পলের কোনদিন উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটেনি। কখনও অসুখে পড়েনি। প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি ছিল তার, তাই সবসময়ে নিজের উপরই নির্ভর করেছে। আজ প্রথমবারের মত দুর্বলতা বোধ করছে। কেবল মনের জোরেই সে এত ভারি বোঝা কাঁধে নিয়েও এতটা পথ হেঁটে এসেছে।

স্থির হয়ে বসে আছে—জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে ওর। পেটের ভিতরটা কেমন যেন গুলাচ্ছে—ভয় পাচ্ছে আবার বুঝি সেই ব্যথাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

ছায়াগুলো আরও গাঢ় হচ্ছে। লাভা স্তর থেকে আলো মিলিয়ে গেছে। কেবল আকাশেই এখনও কিছুটা নীলের আভাস রয়েছে। সন্ধ্যা তারাটা উঠেছে—আকাশে বাতির মত জ্বলছে। এখনও নড়েনি পল। শ্বাসটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ব্যথাটা হয়নি—তবু অপেক্ষা করছে সে।

এখন অন্ধকারে ওই ফাটলটা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। রাইডার বিভিন্ন চিহ্ন আর বিবরণ দিয়ে জায়গাটা চিনিয়ে দিলেও হয়তো ওটা খুঁজে বের করতে তার কয়েকদিন লেগে যাবে। আশ্চর্য—এত বছর ধরে ওই জায়গাটার কথা সে মনে রেখেছে, যেন সে জানত ওটা একদিন তার কাজে লাগবে।

মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে পল। শহরেও লোকজনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলেছে। মাঝেমধ্যে ভিতরকার টানে মানুষের উপকার করেছে—কিন্তু ধন্যবাদ জানাতে গেলেই অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়েছে।

পওলীন বা তার বাবাকে সে ঘৃণা করেনি—লাভের আশায় ওরা অনেক কিছুই করেছে। তাকে খুন করতেও লোক লাগিয়েছিল, তবু ঘৃণা করেনি পল। মানুষের কাছে ছেলেবেলা থেকে এসবই আশা করতে শিখেছে সে।

পুবে পৌঁছে তার জীবনের একটাই লক্ষ্য ছিল—সেটা টাকা কামিয়ে অগাধ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। রাইডারের কাছে যেমন শিখেছে সেভাবেই লড়েছে সে—কিন্তু অস্ত্র দিয়ে নয়, স্কুলে শেখা বিদ্যা আর বুদ্ধি দিয়ে লড়েছে। যা শিখেছে, আর যা জেনেছে, তা সে নিষ্ঠুরভাবে কাজে লাগিয়েছে।

দুই চাকার ঘোড়াগাড়ি চালানোই ছিল পুবে হান্টারের প্রথম কাজ। ইচ্ছা করেই কাজটা নিয়েছিল শহরটাকে ভাল করে চেনার জন্য।

গাড়িতে দুজন ব্যবসায়ীকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ওদের আলোচনা পলের কানে আসে। একটা বাড়ি তৈরি করার জন্য কীভাবে তারা জমি কিনবে, সেই বিষয়েই ওরা আলাপ করছিল। পরদিন সকালেই গিয়ে ওখানে একটা জায়গা কিনে ফেলল সে। দুই সপ্তাহ পরে বেশ মোটা লাভ নিয়ে ওটা আবার বিক্রি করে দিল।

এরপর এক বছর সে দালাল কোম্পানির মেসেঞ্জার হিসাবে কাজ করল। চোখ-কান খোলা আর মুখ বন্ধ রেখে মাঝখান থেকে বুদ্ধি করে টাকা খাটিয়ে কিছুকিছু কাজে বেশ ভাল লাভ করল। নিউ ইয়র্কে পৌঁছার এক বছরের মধ্যেই তার টাকা বেড়ে তিনগুণ হলো।

পাথরের উপর খুরের শব্দে চমকে উঠল পল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লাভার পাশ দিয়ে ট্রেইল ধরে একজন আরোহী আসছে। ওর পিছনে রয়েছে কিছু গরু। পল যেখানে রয়েছে সেখানে কেউ ওকে দেখতে পাবে না। চুপচাপ বসে থাকলেই ওরা চলে যাবে। গরুগুলোর পিছনে রয়েছে আরও তিনজন। এই সময়ে কেন গরুগুলোকে তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে তা ওকে বলে দিতে হবে না।

শেষ আরোহী ওদের অনেক পিছনে। পলের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে লোকটা লাগাম টেনে দাঁড়াল।

অন্ধকারে সব ঢেকে গেছে এখন। চলতে চলতে হঠাৎ নড়াচড়া বন্ধ হওয়াতেই হান্টার বুঝতে পারছে লোকটা থেমেছে। জিনের উপর একটু নড়ায় চামড়ার জিনটা ককিয়ে উঠল।

জায়গা থেকে না নড়ে শটগানের মুখটা শব্দের দিকে ঘোরাল হান্টার।

একটা ম্যাচ জ্বালাবার শব্দ হলো। পাতার ফাঁক দিয়ে ম্যাচের আলোয় মুহূর্তের জন্য একটা হাত আর ঘোড়ার ব্র্যান্ডটা দেখতে পেল পল। লোকটা মুখের সামনে কাঠিটা জ্বালায়নি—একটা গুলি আসবে আশা করেছিল সে।

বেশ মজা পাচ্ছে হান্টার—কিন্তু তবু জায়গা ছাড়ল না। কাঠিটা ফেলে দিয়ে আর একটা ধরানো হলো। 'ভাল'—শান্ত স্বর লোকটার—'মনে হচ্ছে আমাকে গুলি করতে চাও না তুমি। ঠিক আছে, তা হলে কথাই বলা যাক।'

ঘোড়াটা অস্থির ভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। কিন্তু হান্টার তবু নড়ল না। আরোহী এবার আগুনটা মুখের সামনে নিয়ে নয়, বরং মুখটাই আগুনের সামনে নিয়ে সিগারেট ধরাল। ক্ষণিকের জন্য একটা কঠিন মুখ দেখতে পেল হান্টার। ফুঁ দিয়ে ম্যাচের আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন কেবল সিগারেটের আগুনটা দেখা যাচ্ছে।

'রাতে পথ চলার জন্যে এই ঘোড়াটা খুব ভাল,' শান্ত কণ্ঠে বলল লোকটা। 'বুনো অবস্থায় ধরে ওকে পোষ মানিয়েছি। রাতে যারা পথ চলে তাদের কাছে এর দাম সমান ওজনের সোনার সমান। ঘোড়াটাই প্রথম তোমার উপস্থিতি টের পেয়েছে। তুমি যদি ঘোড়া হতে তবে সে ডাক ছাড়ত—যদি গরু হতে, ফিরিয়ে আনার জন্যে ছুটে যেত। ভালুক বা সিংহ হলে ভয়ে সরে যেত—সুতরাং তুমি যে মানুষ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

একটু থামল আরোহী। 'তোমার ব্যাপারটা একটু আলাদা—ঘোড়াটার

ব্যবহারে আমি তা বুঝতে পারছি।'

স্থির হয়ে রয়েছে হান্টার। সে দেখতে চায় লোকটা এবার কী করে। এবার যখন কথা বলল আরোহীর গলায় একটু ক্ষোভের আভাস। 'দেখো, আমার যা করার তা আমি করেছি। কেউ যদি এভাবে এড়িয়ে চলতে চায় তবে মানুষের সাথে মানুষ আলাপ পরিচয় কীভাবে করবে? সামনে যারা গেছে ওরা আমার সাথের লোক নয়—ওরা হয়তো এতক্ষণে পগার পার হয়ে গেছে—সুতরাং ওদিক থেকেও তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। অন্তত এটা তো বলবে,—তুমি কে?'

মনেমনে লোকটার তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তির প্রশংসা না করে পারল না। বোঝার ক্ষমতা অত্যন্ত প্রখর না হলে কোন মানুষ রাতের অন্ধকারে কেবল ঘোড়ার আচরণ লক্ষ করে এতটা বুঝে উঠতে পারত না।

'অন্যের ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাই না,' লোকটাকে শুনিয়ে বলে উঠল পল। 'আমার ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাক, এটাও আমি চাই না।'

'স্কুলে পড়া শিক্ষিত মানুষের মতই কথা বলছ তুমি। পাহাড়ের এই ঢালে শিক্ষিত মানুষ নেই বললেই চলে।'

হঠাৎ কী মনে করে আরোহী আবার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তুমি আবার আমাকে ভুল বুঝো না। ওই গরু চোরদের সাথের লোক আমি নই। তবে হ্যাঁ, গরু আমিও চুরি করেছি—কিন্তু সেটা অনেক আগে, অন্য এলাকায়। ওদের আমি চিনি, তাই ভেবেছিলাম হয়তো কথা বলে আমি ওদের বোঝাতে পারব। আমি এটুকুই ওদের বোঝাতে চেয়েছিলাম যে ওরা যা খুশি করুক আমার আপত্তি নেই—কেবল আমাদের গরু চুরি না করলেই হলো।'

সিগারেটের আগুনটা শূন্যে একটা বৃত্তচাপ এঁকে লাভায় বাড়ি খেয়ে পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেল।

'আমাদের কথাবার্তা সবই একতরফা হয়ে যাচ্ছে,' বলল আরোহী, 'তুমি যদি নতুন আমদানী করা পিস্তলবাজদের কেউ হয়ে থাকো তবে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চ থেকে দূরে থেকো—আমরা গোলমাল চাই না।'

'আমিও চাই না, জবাব দিল পল। 'ভবিষ্যতে আমাদের আবার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।'

পুরো দুটো মিনিট নীরবে কাটল। কিন্তু আরোহীর চলে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পল বুঝতে পারছে লোকটার কৌতূহল মেটেনি। শেষ পর্যন্ত আরোহী আবার বলল, 'আশ্চর্য কথা শোনালে। বলছ, তোমাকে আর দেখব না—বা হঠাৎ দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মানি এই দেশটা অনেক বড়—কিন্তু এত বড় নয় যে জীবনে আর দেখাই হবে না। দেখা না হওয়ার কী কারণ?'

কোন জবাব এল না দেখে সে আবার বলল, 'আইন ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে থাকলে জেনে খুশি হবে অ্যালামিটোসে কোন শেরিফ নেই—কখনও দরকারই পড়েনি। এদিককার লোকজনেরও কারও ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যাস নেই। তবে ইদানীং কিছু নতুন লোক এসেছে, যাদের কেউ পছন্দ করছে না।'

'এদিককার কোন ঘটনাই আমার জানা নেই,' জবাব দিল পল। 'ওতে আমার আগ্রহও নেই।'

ঠাণ্ডা মাথার লোকটাকে অপছন্দ করছে না পল। কাগজের খসখসানি শুনে বুঝল আর একটা সিগারেট বানাচ্ছে আরোহী।

'তুমি এদিককার লোক নও—হলে, তোমার গলা চিনতে পারতাম। এখানকার সবাইকেই আমি চিনি। তুমি কি জেক ট্যানারের লোক?'

ক্যানিয়ন দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। একটু অপেক্ষা করে হান্টার বলল, 'লোকটাকে চিনি না আমি। সে কি এখানকার মানুষ?'

'নতুন এসেছে। পুবের লোক। চল্লিশ হাজার গরু নিয়ে সে এই এলাকায় ঢুকেছে। এদিককার সবক'টা র‍্যাঞ্চের দখল না পেলে এত গরু রাখা তার পক্ষে অসম্ভব। মনে হয় কথাটা সে জানত।'

জেক ট্যানার। লোকটার সাথে তার কখনও দেখা হয়নি বটে, কিন্তু নামটা তার পরিচিত। পলের বিশ্বাস ছিল এসব জিনিস সে পিছনে ফেলে এসেছে।

'এই লোকটাই কি পিস্তলবাজ আমদানী করছে?'

'হ্যাঁ। তবে ডেরিক রাইলিও হয়তো কিছু আনিয়েছে।'

'আর তোমরা?'

'[illegible] য়ল র‍্যাঞ্চ?' শব্দ করে হাসল সে। 'ওখানকার লোকজনের ধারণা আমিই ওদের গানফাইটার। ওখানে সবাই খুব বিশ্বস্ত লোক। মালিক লোক চিনত।'

'চিনত মানে?'

'সে মরে গেছে। এখন তার মেয়েই সব দেখাশোনা করে।'

'একটা মেয়ে কীভাবে যুদ্ধ চালাবে?'

'কোন মেয়ে যদি পারে—এ পারবে। মেয়ের মত মেয়ে। ওর চেয়ে ভাল বস আমি দেখিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল আরোহী, তারপর বলল, 'এবার যাব আমি। তোমার কাছে খাবার আছে? কফি?'

'ধন্যবাদ—সবই আছে।'

'কিন্তু ঘোড়া নেই। আশ্চর্য ব্যাপার। এদেশে পায়ে হেঁটে কেউ বেশিদূর যায় না।' ঘোড়ার মুখ ঘোরাল আরোহী। 'দরকার হলে প্রোগ চ্যাপেল নামে খোঁজ করো।'

ঘোড়ার খুরের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

জেক ট্যানার। শেষ পর্যন্ত লোকটা এখানে এসে হাজির হয়েছে।

অতীতকে তা হলে বেশি পিছনে ফেলে আসতে পারেনি সে। কিন্তু পল হান্টার যে এখানে আসতে পারে এটা ওই লোকের জানার কথা নয়। এই জেক ট্যানারই পলকে খুন করাবার জন্য পওলীনকে মিসিসিপি-জুয়াড়ীর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। পার্কিনসন ডিটেকটিভ এজেন্সি তাদের রিপোর্টে সব জানিয়েছে।

কিন্তু এখানে কী মতলবে এসেছে জেক? কী তার উদ্দেশ্য? চল্লিশ হাজার গরু, কম কথা নয়। অথচ র‍্যাঞ্চিং-এর 'র'ও জানে না সে। তবে কি প্রোগ যা বলেছে সেটাই সত্যি? এদিককার র‍্যাঞ্চগুলো দখল করাই তার উদ্দেশ্য? তাই হবে।

গরুর ব্যবসায় লোকটার আগ্রহ কোনদিনই ছিল না। সুতরাং জমিই চায় সে।

এখানকার জমি কিছুটা বড় র‍্যাঞ্চারদের, কিছুটা রেল কোম্পানির, আর বাকিটা সরকারের। রেল কোম্পানির সাথে জেকের কোন চুক্তি হয়নি, এটা পল ভাল করেই জানে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের কথাটা সে আগে ভাবেনি। শহরের মানুষ চাঁদের অস্তিত্ব বড় একটা খেয়াল করে না।

রাইফেল আর বোঝাটা কাঁধে তুলে নিয়ে রওনা হলো পল। শটগানটা ওর হাতে। পাহাড় থেকে লাভার দিকে বেরিয়ে থাকা পাথরটার কাছে এসে শুকনো পানি চলার পথটা পেরিয়ে রাতের জন্য ক্যাম্প করল। রাতের বেলা পেটের ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি করল হান্টার। শেষ পর্যন্ত ব্যথাটা চলে গেল—কিন্তু ওকে দুর্বল আর কাহিল করে দিল। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আবার যখন ঘুম ভাঙল তখনও দুর্বলতা কাটেনি। ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেছে ওর দেহ। শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠে আগুন জ্বালাল পল। চাঁদের আলো পড়ে পাথরগুলোকে ভৌতিক দেখাচ্ছে। পুব দিকে একটা মেসার দেয়াল খাড়া ভাবে উপরে উঠে গেছে—কালো দেখাচ্ছে। ধীরে সকাল হয়ে এল। কিছু খেল না পল—কফিও না।

পেটের ভিতর চিনচিনে ব্যথাটা রয়েই গেছে। বোঝা কাঁধে নিয়ে আবার রওনা দিল।

গোপন আস্তানাটা এখান থেকে বেশি দূরে হবার কথা নয়। লাভার দেয়ালটা এখানে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। বিশাল পাথরের চাঁই—কোন কোন জায়গায় ঘুমন্ত হাতির চামড়ার মত কুঁচকে ফুলে রয়েছে। পাথর টপকে এগিয়ে চলেছে পল। ভিতরে ঢোকার পথটা মিস হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে যতদূর সম্ভব লাভার দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে।

শক্ত, তারের মত অনেক ঝোপ রয়েছে ওখানে। কিছু কাঁটা ঝোপও আছে। মাঝে মাঝে দু'একটা পাইন গাছ। একশো গজ যাবার পরেই হঠাৎ ব্যথাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। থেমে একটা পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পল।

ভয় পেয়েছে সে।

যেখানে তার দেহটা সহজেই পাওয়া যাবে, এমন জায়গায় মরতে চায় না পল। তাকে অদৃশ্য হতে হবে—কোন চিহ্ন না রেখেই হারিয়ে যেতে হবে। পাথরে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত আবার রওনা হলো। মনস্থির করে ফেলেছে হান্টার: ওকে যদি মরতেই হয় তবে শেষ বিন্দু শক্তি দিয়ে সে লাভার উপর দিয়ে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাবে। ওখানে ওকে খুঁজে পেতে মানুষের অনেক সময় লাগবে।

বৃষ্টির পর লাভার উপর থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে মাটিতে একটা শুকনো নালার মত গর্তের সৃষ্টি করেছে। নীচে নেমে ওপারের ঢাল বেয়ে আবার উপরে উঠে এল পল। মাত্র মাইল খানেক গিয়েই উল্টো দিকের দেয়ালে সাদা কোয়ার্টস পাথরের একটা স্তর দেখতে পেল। যেভাবেই হোক ভিতরে ঢোকার পথটা সে মিস করেছে। রাইডার বলেছিল ওই সাদা পাথরের চিহ্ন দেখার আগেই পাওয়া যাবে ভিতরে ঢোকার পথ। আবার ফিরে চলল পল।

দুবার বিশ্রাম নিল। জায়গাটা খুঁজে পেতে দুপুর হয়ে গেল। ওটার সামনে কোন ঝোপ নেই বা পাথরের স্তূপও পথটাকে আড়াল করেনি—লাভার দেয়ালটা একটু বাঁক নিয়েছে, কিন্তু সবটাই চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। ওখানে যে একটা পথ থাকতে পারে ভাবাই যায় না। হান্টার তিনবার ওর সামনে দিয়ে গেছে—ভেবেছে সবই বুঝি দেখা হয়েছে।

পিছিয়ে আসার সময়ে চোখের কোনায় দৃষ্টি বিভ্রমের মত কী যেন ধরা পড়ল। মনে হচ্ছে যেন একটা পাথরের উপর আর একটা পাথর স্লাইড করে সরে যাচ্ছে। আবার চাইল—আরও একটু পিছাল। নাহ, কেমন যেন খটকা লাগছে। ধীর পায়ে লাভার দেয়ালের দিকে এগোল পল। একেবারে দেয়ালের গায়ে এসে পড়ার পর বুঝল ব্যাপারটা কী। একটু দূর থেকেও যেটাকে একই একটানা দেয়াল বলে মনে হচ্ছে, আসলে সেখানে দুটো দেয়াল—একটার থেকে অন্যটার দূরত্ব প্রায় চার ফুট। মাঝখান দিয়ে লাভা দেয়ালের সমান্তরাল ভাবে একটা পথ তিনচার গজ ভিতরে ঢুকেই শেষ হয়েছে। কিন্তু সামনে এগিয়ে দেখল পথটা শেষ হয়নি, বাঁক নিয়ে লাভার ভিতর ঢুকে গেছে।

ঘুরে আবার মুখটার কাছে ফিরে এল পল। ওখানে দাঁড়িয়ে অনেক সময় নিয়ে যত্নের সাথে উল্টোদিকের ক্লিফটা খুঁটিয়ে লক্ষ করল। তারপর বেরিয়ে এসে সামান্য যেটুকু ছাপ পড়েছিল তা সাবধানে মুছে ফেলল।

মুখের কাছে ফিরে এসে আবার ক্লিফের উপরের রিমটার উপর নজর রাখল। ওখানে কোন নড়াচড়া ওর চোখে পড়ল না। এবার ভিতর দিকে রওনা হলো সে। উপর থেকে কারও দেখে ফেলার সম্ভাবনা নেই, কারণ বাড়তি পাথর থাকায় উপর থেকে পথটা দেখা যাচ্ছে না।

কোন মানুষ অবশ্য লাভার উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ানোর কথা কল্পনাতেও ভাববে না। ভালুকের তাড়া খেয়ে দু'একটা হরিণ মাঝেমাঝে ওখানে গেছে বটে, কিন্তু তাদের পা কেটে এমন অবস্থা হয়েছে যে আর চলতে পারেনি। ওখানেই মারা পড়েছে।

গোপন আস্তানায় পৌঁছতে পলের প্রায় একঘণ্টা সময় লেগে গেল। ছোট্ট জায়গাটার অপূর্ব শোভা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে দুচোখ ভরে দৃশ্যটা উপভোগ করল। চারপাশের দেয়াল খাড়াভাবে উপরে উঠে মাথার কাছে কিছুটা ভিতর দিকে হেলে পড়েছে। ভিতরের জায়গাটা এক একরের কিছু কমই হবে। একটা ছোট ঝর্না পাথরের তলা থেকে বেরিয়ে বাঁক নিয়ে একটু ঘুরে আবার লাভার নীচে অদৃশ্য হয়েছে।

রাইডারের নিজের হাতে বোনা কয়েকটা ফলের গাছ রয়েছে। একখণ্ড জমিতে কিছু 'চিয়া' দেখা যাচ্ছে। চিয়ার দানা রেড ইন্ডিয়ানরা খাবার হিসাবে ব্যবহার করে। কয়েক মিনিট তাকিয়ে থাকার পর পাথরের কেবিনটা ওর চোখে পড়ল। মাথার উপর একটা বেরিয়ে থাকা পাথরকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে ঘরটা তৈরি করা হয়েছে—দরজাটা কটনউড গাছের ছায়ায় আড়াল হয়ে রয়েছে।

ধীর পায়ে দেয়ালের গায়ে ছোট ফাঁকটার দিকে এগোল পল। ওটাই কেবিনের জানালার কাজ করছে। ওটার পাশ দিয়ে এগিয়ে পাথরের চাঁই দিয়ে

তৈরি করা দরজাটির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল জন হান্টার।

কামরাটা যে এত বড়, বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। ঘরের দেয়ালের সাথে দুটো বাঙ্ক। একটা টেবিল আর দুটো চেয়ারও রয়েছে। একটা পাথরের বেসিনের ভিতর ঝর্না থেকে টিপটিপ করে পানি পড়ে জমা হচ্ছে।

একটা চুলা রয়েছে ঘরে।

বিছানার উপর থেকে ধুলো ঝেড়ে সাবধানে মালপত্রগুলো নামাল। খড় কাঠি দিয়ে একটা ছোট্ট আগুন জ্বেলে চা তৈরি করল। সুপ আর চা খাওয়া শেষে দরজার গোড়ায় বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকল।

তা হলে এটাই সেই জায়গা। এখানেই সে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাবে।

চার

দরজার গোড়ায় বসে আছে জন হান্টার। বিকেলের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছে। পাইনের পাতায় বাতাসের শব্দ শুনতে শুনতে বুক ভরে উঁচু এলাকার টাটকা বাতাস নিচ্ছে। অতীতের ভুলে যাওয়া অনেক কথাই ওর মনটাকে নাড়া দিচ্ছে।

রাইডারের সাথে নির্জন, পুরোনো, নীরব আর রহস্যময়—সব রকম ট্রেইল ধরেই পথ চলেছে। এই অসাধারণ অদ্ভুত চরিত্রের মানুষটা যেখানেই গেছে, প্রত্যেক পর্বতশ্রেণীর জন্যই তার একটা না একটা গোপন পথ জানা ছিল। দিনের পর দিন কথা না বলে নীরবে পথ চলেছে ওরা। ওদের ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে ছিল একটা বিশাল নীরবতা।

সিডারের ঝাঁঝাল গন্ধের কথা তার মনে পড়ে। মনে পড়ে ভেজা কাঠের ধোঁয়া, পাইন পাতার খসখস শব্দ, আর নিভে আসা আগুনের লালচে আভার কথা। সভ্যতা ছেড়ে বহুদূরে, ভবঘুরে ইন্ডিয়ানরা ছাড়া যেসব জায়গা আর কেউ চোখে দেখেনি—তেমনি সব জায়গায় ভূতের মত ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা।

তিন বছর। এরমধ্যে একবারও রাইডার তাকে জানায়নি ওরা কোথায় যাচ্ছে, বা কেন চলেছে। সব সময়েই তাকে অনেক পিছনে ঘোড়াগুলোর সাথে অপেক্ষায় রেখে যেত। হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে করে ফিরে আসত রাইডার। জিন বদল করে অন্য ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আবার রওনা হয়ে যেত ওরা।

রাইডার কখনও সেলুন বা জুয়ার আড্ডার দিকে পা বাড়াত না। কাজ শেষ হলে সবচেয়ে বুনো আর নির্জন এলাকার দিকে সরে যেত। এই সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জনের সাথে কথা বলত রাইডার। মরুভূমি, পাহাড়, আর বুনো জীবনের কথা বলত। কীভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতেও টিকে থাকা যায়—সেসব কথা।

উঠে ঝর্নার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জন। পাথরের উপর দিয়ে মিষ্টি শব্দ তুলে বয়ে চলেছে ওটা। সেদিনের চিনচিনে ব্যথাটা এখন সবসময়ই থাকে। সময় বেশি বাকি নেই।

শুধু শান্ত পরিবেশ থেকে কিছুটা শান্তি যেন তার দেহেও প্রবেশ করছে

রাইডার

...তাকে ছেড়ে সরে সরে যাচ্ছে।
দৃশ্যটা উজ্জ্বল। এরপর যেন তাকে [illegible] প্রথম রাতে ঘুম ভাঙতেই হালকা
ঘুমানোর সময়টা হলো, তার পর সে ঘুমাল। বাতাসটা কেমন ভেজা ভেজা লেগেছে—কিন্তু
[illegible] পাহাড় নিচে জোর উঠল পর। [illegible] কিছুই শুনতে পেল না সে।
ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। কান পেতে থেকেও কিছুই [illegible]। কীভাবে মেয়েটা ওর দিকে
[illegible] মেয়েটির কথা তার মনে পড়ল। এমন এই [illegible] এমন সুন্দর মেয়ের সাথে তার আগে কেন পরিচয় হলো না? এখন এই
[illegible] সময়ে কী লাভ হবে?
এখন সে মনে মনে [illegible] নিজের জীবন কাটিয়ে দেবারই মতই [illegible]
এই [illegible] হয়ে উঠেছে [illegible] খুব সুন্দর বেশ সুন্দর কথা
[illegible] এই এলাকার একটা [illegible] উঠেছে। ট্রেনের এই শহরের
[illegible] কোন সন্দেহ নেই।
[illegible] মনে পড়ল।
[illegible] একটা লোক [illegible] মানুষ সে নয়—পাহাড়
[illegible] লোক। [illegible]
জন্য [illegible] সাপ্লাই নিয়েছে। তার নিজের
[illegible] লাভ হয়েছে—
[illegible] যদি এখানে এসে থাকে তবে সে একদম জন্য [illegible]
[illegible] লাভ আছে বটে, কিন্তু এটা উচিত হবে না। ওর নিশ্চয়ই অন্য কোন
মতলব আছে।
[illegible] নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তার কোন লাভ নেই। পাহাড়ের থেকে ছুটে
[illegible] ঘুম ভাঙলে দেখল সূর্য অনেক উপরে উঠেছে।
[illegible] এই প্রথম [illegible] ঘুম হয়েছে তার।
[illegible] নাস্তা তৈরি করল পল।
[illegible] খেতে বসে মনে মনে আজকের
[illegible] প্ল্যান তৈরি করে ফেলল। প্রথমেই [illegible]
[illegible] এত বছর পরে ওখানে কোন ঘোড়া
[illegible] বের করতে হবে। [illegible] ঘোড়াগুলো প্রত্যেকটাই ছিল
[illegible] সন্দেহ। [illegible] তাকে বলেছিল [illegible] এখনও [illegible] কি এখানে আছে। পানিরও
[illegible] দ্বিতীয় দ্বীপটার ভিতর দিয়েও
[illegible] নেই, কারণ এখানে যে [illegible] আছে সেটা
[illegible]
[illegible] তাতে তিনচার দিনের বেশি চলবে না। তাকে আরও
[illegible] হবে। [illegible] নিয়ে তারই নিজের কাছে পাঠানো বই-
[illegible] হবে।
[illegible] সে [illegible] পাঠিয়েছে। একটা
[illegible] বলেই এই ব্যবস্থা।
[illegible] আকর্ষণ করতে চায় না বলেই এই ব্যবস্থা।
[illegible] জন্য [illegible] দরকার হবে। তবে ওসবের জন্য
[illegible] বেশি দরকার। [illegible] চলার মত

[illegible]

খাবার তার নিয়ে আসতে হবে।

ভিতরের এলাকায় রাইডার যে সব ঘোড়া ছেড়েছিল সেগুলো বেঁচে থাকলে ওদের বয়স এখন ষোলো বা সতেরো হয়েছে। তবে কিছু নতুন ঘোড়াও জন্ম নিয়ে থাকতে পারে।

কেবিনের সাথে লাগানো রাইডারের তৈরি প্যাসেজটা দিয়ে এগোল পল। সিমেন্ট ছাড়াই পাথরের উপর পাথর বসিয়ে দেয়াল দেওয়া হয়েছে। আস্তাবলের পিছন দিকে ঘোড়া খাওয়ানোর জন্য একটা কাঠের পাত্র বসানো রয়েছে। ওটা ধরে টান দিতেই অদৃশ্য কব্জার উপর ঘুরে ওটা সরে গেল। সুড়ঙ্গ পথটা বেরিয়ে পড়ল ওর সামনে।

ডান দিকে মাথা সমান উঁচু একটা তাক।

ওখানে হাত দিয়ে কয়েকটা মোমবাতি পাওয়া গেল। একটা জ্বালিয়ে টানেলের ভিতর দিয়ে রওনা হয়ে গেল পল টানেলটা আট ফুট উঁচু, আর চওড়ায় প্রায় বারো ফুট। গুণে গুণে একশো কদম যাওয়ার পর আলো দেখতে পেল।

এগিয়ে পার্কের মত একটা জায়গায় বেরিয়ে এল পল।

প্রায় তিনশো একর জমিতে চমৎকার সবুজ ঘাস। দূরে গোটা দশেক কটনউড গাছ। কিছু উইল আর পাইন গাছও রয়েছে ওখানে।

লাভার সুড়ঙ্গ পথের মুখে দাঁড়িয়ে এক এক করে গুণল—সাতটা ঘোড়া মাথা উঁচিয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে। তিন পা এগিয়ে তাকে আরও ভাল করে দেখার সুযোগ করে দিল পল।

হালকা তামাটে রঙের একটা তাগড়াই স্ট্যালিয়ন ঝটকা দিয়ে মাথা তুলে সশব্দে নাক ঝাড়ল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে খুর দিয়ে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল।

'খেপছ কেন, বাছা?' শান্ত স্বরে ঘোড়াটার সাথে কথা বলল পল। 'ফাইট করতে চাও? কিন্তু আমি তো বন্ধুত্ব করতেই এসেছি।'

অন্য ঘোড়াগুলোর দিকে চাইল পল। দুটো ঘোড়ার বয়স কম, তিন-চার বছর হবে। আর এক জোড়ার বয়স আরও কিছু বেশি হবে। একটা ঘোড়া রয়েছে—মেয়ার; ওর বয়স অনেক বেশি।

ঘোড়ার সাথে সহজেই বন্ধুত্ব করতে পারে পল। রাইডার যেভাবে ডাকত, সেইরকম টানা সুরে ওদের ডাকল সে।

বয়স্ক মেয়ারটা ঝট করে মুখ ফিরিয়ে চাইল। ওর কি মনে আছে এতদিন আগের কথা?

কেউ কেউ বলে ঘোড়ারা বেশিদিন কিছু মনে রাখতে পারে না। আবার কেউ কেউ ঠিক-এর উল্টোটাই দাবি করে। আবার ডেকে কয়েক পা এগিয়ে চিনির একটা টুকরো বাড়িয়ে ধরল। রাইডারও তাই করত।

কয়েকটা ঘোড়া দূরে সরে গেল। তামাটে রঙের স্ট্যালিয়নটা মাথা উঁচু করে স্থির দাঁড়িয়ে গার্ড দিচ্ছে। নাকটা বারবার ফুলে ফুলে উঠছে। মেয়ারটা অনিশ্চিতভাবে দু'পা এগোল। গলা বাড়িয়ে বাতাসে গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পল। পিঠের উপর রোদটা বেশ আরাম দিচ্ছে।

সবার ডেকে এক পা আগে বাড়ল। স্টালিয়নটা ওর উপর নজর রেখে কয়েক পা ডাইনে সরে গেল। তারপর ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল। মেয়েটা জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু যেন নার্ভাস বোধ করছে। ওকে ভয় পাওয়াতে চায় না শন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মেয়েটার দিকে এগোল। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে চিনির দলাটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। ঘোড়াটা একলাফে সরে গিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। তারপর শন একটু সরে গেলে আবার এগিয়ে এসে মাটিতে কী পড়ল দেখার জন্য ঘাস শুঁকল। চিনির দলাটা খুঁজে পেয়ে একটু চেখে দেখে পুরোটা মুখে পুরল।

মাত্র সকাল হয়েছে। সাথে করে আনা বইটা খুলে একটা চ্যাপ্টা পাথরের উপর বসল। তামাটে স্টালিয়নটা কিছুক্ষণ নার্ভাস ভাবে ওর চারপাশে ঘুরে ফের অন্য ঘোড়াগুলোর মত ঘাস খাওয়ায় মন দিল।

একঘণ্টা পর বই রেখে পার্কের খুঁটিনাটিগুলো ভাল করে দেখতে শুরু করল।

পার্কটা আকারে অনেকটা ডিমের মত। চারপাশের খাড়া দেয়াল প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট উঁচু। কেবিনের পাশের ঝর্নাটাই পাহাড়ের তলায় চলে গিয়ে আবার এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশ্য রাইডারের কাছে শুনেছে পার্কটার ওপাশে একটা 'ওয়াটার হোল' আছে।

গত দিনের হাঁটার ফলে ওর পায়ের পেশী এখনও আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। পাহাড়ের দেয়ালে দু'একটা জায়গা রয়েছে যেখান দিয়ে একটা মানুষের পক্ষে উপরে ওঠা সম্ভব–কিন্তু ঘোড়া উঠতে পারবে এমন কোন জায়গা নেই। ওই মেয়েটা ছাড়া বাকি ঘোড়াগুলো যে এর আগে কখনও মানুষ দেখেনি এ বিষয়ে শন নিশ্চিত।

লাঞ্চের পর আবার ফিরে এসে সারাটা দুপুর টানেলের মুখের কাছেই ঘুরে ফিরে আর বই পড়ে কাটাল। সন্ধ্যার দিকে কেবিনে ফিরে বীফ সুপ আর সালাদ খেতে বসল।

আর কয়েকটা দিন...

ডিভাইড সেলুনের মেহগনি কাঠের বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রেগ। মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে–কয়েক মিনিট আগেই পৌঁছেছে সে। আশেপাশে অনেক নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। ওরা বেশির ভাগই জেক টানারের লোক।

বারটেন্ডার ফিল গ্রেগের কাছে এসে ফোলাফোলা হাত দুটো বারের উপর রেখে দাঁড়াল। ওরা দুজনে দুজনার বন্ধু। আলমিটোসে আসার আগে কেউ কাউকে চিনত না–কিন্তু ওদের দুজনেরই অতীত প্রায় একই রকম।

'আমরা যাদের চিনতাম এরা তাদের মত নয়,' মন্তব্য করল ফিল। ওর চোখ টানারের লোকগুলোর উপর। 'বেয়াড়া লোকজন। মার্কিনি বা কোর্টরাইটের মত নয়।' দাঁতের ফাঁকে ধরা চুরুটটা নামাল ফিল। 'লম্বা চুলো-জিমকে চেনো তুমি?'

সম্মতিসূচক একটা শব্দ করল গ্রেগ। 'লেক ভ্যালি হয়ে যাবার সময়ে ওকে দেখেছি।'

'চালু হাত। হাওলনয়েস থেকে বেশ কয়েকজন ভাল লোক বেরিয়েছে। কোটিনাইট, বিল হিকক—ডজনখানেক নাম বলতে পারি।'

'হিককের সাথে আর্মিতে ছিল এমন একজনকে আমি চিনি। লোকটা ভাল। নিজের কীর্তির গল্প অন্যের মুখে শুনে হাসত। সে একাই ম্যাকক্যান্ডলেস দলের আট নয়জনকে শেষ করেছে।

'পুবের ওরা ভাবে আমরা পশ্চিমের লোক সবাই বুনো, মারপিট ছাড়া কিছু বুঝি না।'

এক ঢোক রাই হুইস্কি গিলল গ্রেগ। 'বব এসেছে শহরে,' বলল সে। 'তার মানেই কেউ একজন মারা পড়বে।' নিভে যাওয়া সিগারটা ফিল আবার ধরিয়ে নিল। 'কিন্তু তুমি ভুল করছ। আজ ভোর বেলাই সে শহর ছেড়েছে।'

কথাটা গ্রেগ একটু বুঝে দেখল। হয়তো দুটোর মাঝে আসলে কোন যোগাযোগ নেই—কিন্তু সেড্রিকও আজ সকালেই বেরিয়েছে। দক্ষিণে হর্স স্প্রিংসের দিকে গিয়েছে ওদের ফোরম্যান। ব্যাপারটা কারও জানার কথা নয়। তবু যতই ভাবছে, দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। সেড্রিক সতর্ক লোক, কিন্তু ববের তুলনায় কিছুই না।

'ওদের জাতই আলাদা,' বলল গ্রেগ। 'ওত পেতে বসে থেকে কাউকে তার অজান্তে হত্যা করার কথা ভাবতেই গা কেমন করে।'

স্মৃতির পাতা উল্টে অনেক বছর পিছনে চলে গেল ফিল। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'ওরা সত্যিই আলাদা। অনেক আগে আমি একজনকে চিনতাম। কিন্তু তার কাছে জীবনটা ছিল যুদ্ধ, আর সে সৈনিক। তবে আমার মনে হয় পরের দিকে তার মত পাল্টেছিল সে।'

'তারপরে? কী হলো তার?'

চুরুটের ছাই ঝাড়ল ফিল। 'হঠাৎ করেই লোকটা হারিয়ে গেল। আমি জানলামই না তার কী হলো।'

'বন্ধু?'

'লোকজন মাঝে মাঝে আমার কাছে খবর রেখে যেত। জানোই তো বারটেন্ডারের কাছে অমন অনেক খবরই থাকে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'না, আমি বলব না সে আমার বন্ধু। আমার মনে হয় না তার কোন বন্ধু ছিল—থাকলে সে ছিল ওই ছেলেটা।'

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল গ্রেগ। কেউ যেন ওর কবর মাড়িয়ে দিয়েছে।

'ছেলেটা অ্যাবিলিনে এসেছিল ওর খোঁজে,' বলে চলল ফিল। 'কয়েক মাস পরে রাইডার এসে হাজির হলো। ওদের দুজনকে একসাথে হতে দেখেনি আমি, তবে রাইডার চলে যাওয়ার সাথে সাথে ছেলেটাও আস্তাবল থেকে অদৃশ্য হলো। ছেলেটা ওখানেই কাজ নিয়েছিল।'

তামাক আর কাগজ বের করে একটা সিগারেট তৈরি করা শুরু করল গ্রেগ। কয়েক বছর হলো ফিলের সাথে ওর বন্ধুত্ব হয়েছে। পিস্তলবাজ, গরু, মদ আর বুম টাউনের ব্যাপারে অনেক কথাই ওরা বলেছে, কিন্তু কারও নাম-ধাম দুজনের কেউই উল্লেখ করেনি। আশ্চর্য ব্যাপার, এতদিন পরে এই প্রথম এমন একটা ঘটনা বেরিয়ে পড়ল যার সাথে ওরা দুজনেই জড়িত।

'অমন মানুষের কোন বন্ধু থাকে না,' বলল গ্রেগ। 'বন্ধুকেও সব সময়ে বিশ্বাস করা যায় না বলে ওই পেশার লোকেরা বন্ধুত্ব এড়িয়ে চলে।' প্রসঙ্গ পাল্টাল সে। 'ওই বব লোকটা কি দক্ষিণে গেছে?'

সাবধানে চুরুটটার দিকে চাইল ফিল। 'জানি না। ইচ্ছা করেই জানার চেষ্টা করিনি।'

বাকি হুইস্কিটুকু শেষ করল গ্রেগ। মদ খুব অল্পই খায় সে। সামান্য মদই অনেক সময় নিয়ে বসিয়ে বসিয়ে খায়। সিগারেটে শেষ একটা টান দিয়ে মেঝেতে কাঠের গুঁড়োর উপর ফেলে বুটের মাথা দিয়ে ঘষে নিভিয়ে ফেলল।

'স্যামকে তো তুমি চেনো—ডেরিক রাইলির লোক। অনেক মদ খেয়ে সে এক নতুন লোকের গল্প শোনাল। লোকটা নাকি ডেরিককে হুমকি দিয়ে পিছপা হতে বাধ্য করেছে।'

'নতুন লোক?'

'রোদে পোড়া, বেশ শক্ত গড়নের মানুষ। ওর হাতে একটা দামী শটগান ছিল। বলেছে সে নাকি ঘুমের ব্যাঘাত পছন্দ করে না। ডেরিক ওকে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে বলায় সে উল্টো ওকে জাহান্নামে যেতে বলেছে।'

শব্দ করে হাসল গ্রেগ। 'তাই নাকি? ডেরিক তো খুব জেদী মানুষ—সহ্য করল?'

'হ্যাঁ। মোকাবিলা করতে সাহস পায়নি সে।'

হ্যাটের কিনারটা চোখের উপর টেনে নামিয়ে ডিভাইড সেলুন থেকে বেরিয়ে এল গ্রেগ। নতুন মানুষ। হ্যাঁ, এখন অনেক নতুন মুখই দেখা যাচ্ছে।

নতুন লোকটার কথা ভাবতে ভাবতেই রেস্টুরেন্টে ঢুকল গ্রেগ। ডেরিক রাইলির গতিবিধি সবারই জানা। সিবোলেটা মেসার ওপাশে আহত লোকটাকে খুঁজতে গিয়েই তা হলে নতুন মানুষটার দেখা পেয়েছে ডেরিক।

অর্থাৎ লাভা স্তরের কাছে যার সাথে তার কথা হয়েছে সেই ওই নতুন লোক। লোকটা তা হলে দক্ষিণ দিকে হেঁটেই ওখানে পৌঁছেছে। ওদিকে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের গরু চরে।

যদি একজনের বেশি পিস্তলবাজ আমদানী করা হয়ে থাকে? লোকটা যদি ভাড়াটে খুনীই হয় তবে কাকে মারার জন্য ওকে আনা হয়েছে?

টিনা ক্রমওয়েল?

মনে হয় না। নারী হত্যায় সহজে কেউ রাজি হবে না।

সেড্রিক...

সেটা সম্ভব। চিন্তিত হয়ে পড়ছে সে। নতুন লোকটা কোথা থেকে এসেছে জানতে পারলে ভাল হত। লোকটাকে যদি এক নজর দেখতে পেত—স্যাম ওকে দেখেছে।

স্যামকে সে চেনে। আজ রাতেও সে শহরে আসবে। কাজের লোক, কিন্তু রোজ রাতে ওর মদ খাওয়াই চাই।

তবে এখন কিছু করারও নেই সেড্রিক ক্রেইম ফাইল করতে সান্তা ফে রওনা হয়ে গেছে।

অপেক্ষায় বসল জোগ।

তৃতীয় দিন মেয়ারটা প্রথম পলের হাত থেকে চিনির দলা খেলো। ওই সময়ে পল আদর করায়ও সে আপত্তি করল না। এক ঘন্টার মধ্যেই পল ওর পিঠে জিন চাপিয়ে ফেলল।

জিন চড়াবার সময়ে পিঠ একটু বাঁকা করলেও পলের শান্ত গলার স্বর আর পিঠ চাপড়ে দেওয়ায় শান্ত রইল।

ওদিকে স্ট্যালিয়ন ব্যাপারটা মোটেই মেনে নিতে পারছে না। বড় বড় শ্বাস ফেলে ঝুঁটি দোলাচ্ছে আর মাটিতে খুর ঘষছে। দৌড়ে এগিয়ে এসে আবার ছুটে অন্যদিকে চলে গেল। ঘোড়াটা ভীষণ রেগেছে, কিন্তু আবার ভয়ও পাচ্ছে। একটু বিভ্রান্তও বোধ করছে, কারণ যা ঘটছে তাতে মেয়ারটা কোন প্রতিবাদ তো করছেই না, বরং সে যেন খুশিই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পল যখন পিঠে চড়ে বসল মেয়ারটা একটুও লাফাল না। ওর বয়স হয়েছে—তা ছাড়া পুরোনো দিনের স্মৃতি হয়তো আবছা ভাবে তার মনে পড়ছে। তখন মানুষ তার যত্ন নিত, দানা খেতে দিত—আর চিনির দলা তো ছিলই।

পার্কে একটা চক্কর দিয়ে টানেলের কাছে ফিরে এল পল। মেয়ারটার পিঠে চড়েই সে হর্স স্প্রিংসে যাবে। কিন্তু ওর পিঠে চেপে চক্কর দেওয়ার সময়ও পলের চোখ ছিল ওই স্ট্যালিয়নটার উপর। এমন চমৎকার ঘোড়া সচরাচর চোখে পড়ে না। ওর চলার ভঙ্গিটাও চমৎকার।

একটা বড় কালো ঘোড়াও রয়েছে, ধূসর রঙের ঘোড়াটাও প্রায় ওই স্ট্যালিয়নটার সমান। হয়তো বয়সে দু'এক বছরের ছোট হবে।

হর্স স্প্রিংসের স্টেজ স্টেশন একটা নিচু দালান। সামনে খুঁটি গেড়ে বাড়তি ছাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃষ্টি আর বাতাসে দালানের রঙ উঠে গিয়ে ধূসর দেখাচ্ছে।

আশেপাশে গোটা ছয়েক দালান উঠেছিল, কিন্তু তার মধ্যে দুটো এখন খালি পড়ে রয়েছে। স্টেজ স্টেশন দালানের ভিতরেই সেলুন, পোস্ট অফিস, জেনারেল স্টোর—এগুলো সবই চালায় সালফার টম হুইলার।

সালফার টম তার নামের প্রথম অংশ পেয়েছে ছেলেবেলার গল্প করে। ওর ছেলেবেলা কেটেছে সালফার স্প্রিংসের ধারে। ওদিককার বিখ্যাত গানফাইটার কালেন বেকার, বব লী আর পাঁচ জিলার বিবাদের (Five county feuds) গল্প, সব ওর মুখস্থ।

লোকটা লম্বা। সরু কুঁজো কাঁধের উপর দিয়ে সাসপেণ্ডার নেমে বুকের কাছে লাল ফ্লানেলের শার্টের উপর ক্রস চিহ্ন এঁকেছে। শেভ খুব কমই করে। ওর গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় কিছুটা লালচে দাগ পড়েছে। গানফাইটের গল্প বলতে ভালবাসলেও অদ্ভুত কৌশলে সে সবসময়েই মারপিট এড়িয়ে যায়।

সুবিধা মত জায়গায় হাতের কাছে রাখা শটগানটা তার এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সাহায্য করে ঠিক, তবে ওকে ওটা ব্যবহার করতে কেউ কখনও দেখেনি। এমনকী যখন ইন্ডিয়ান অ্যাপাচি আক্রমণ হয়েছে তখনও সে ওদের

তামাক আর চিনি ঘুষ দিয়ে নিজের নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে।

আশেপাশে সর্বক্ষণ তিনচারজন লোককে আড্ডা মারতে দেখা যায়। একটার পর একটা সিগারেট ফোঁকার মাঝে ওদের বড়াই চলে কে কয়টা বুনো ঘোড়া পোষ মানিয়েছে, কয়টা গরুতে মার্কা লাগিয়েছে, বা কয়টা ভালুক মেরেছে।

পল হান্টার যখন ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো তখন দরজার বাইরে ওদের মাত্র দুজন দাঁড়িয়ে ছিল। পশ্চিম দিক থেকে এল পল। বুড়ো মেয়ারটা হেঁটে এগোচ্ছে।

শক্ত চেহারার লোকটা ঘোড়া থেকে নামার সাথে সাথে ওদের চোখ পলের থেকে ঘোড়ার মার্কার উপর গিয়ে পড়ল। ব্র্যান্ডটা একটা মোটামুটি পরিষ্কার পিস্তলের ছাপ।

ঘোড়া থেকে নেমে দরজার কাছে দাঁড়ানো লোক দুটোর দিকে দ্বিতীয়বার না চেয়েই সোজা ভিতরে ঢুকল পল। সালফার টমও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল–কিন্তু সে তাড়াতাড়ি বারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

'চিঠি আর একটা বড় বাক্স আমার নামে আসার কথা,' বলল সে।

'কী নাম?' চোখ ছোট করে চাইল সালফার টম।

'পল রাইডার,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল হান্টার।

মাথা নিচু করে একটা গ্লাস ধোয়ার কাজ শেষ করে আবার মাথা তুলল টম। নতুন লোকটার দিকে একবার চেয়েই অপরাধীর মত চোখ ফিরিয়ে নিল।

'তোমাকে আশা করছিলাম,' বলে গরাদ লাগানো জানালাটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল টম। ওটাই পোস্ট অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটা খোলা বাক্স থেকে কয়েকটা চিঠি বের করল সে।

পল রাইডার বলে নিজের পরিচয় দিয়ে আড়চোখে চিঠিগুলো একবার দেখে কোটের ভিতরের পকেটে ভরল সে। আশেপাশে চেয়ে কয়েকটা স্যাডল-ব্যাগের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওগুলো আমি নেব। আর কিছু চটের ব্যাগও আমার দরকার–আছে?'

'মনে হয় আছে।' হুক থেকে স্যাডল-ব্যাগগুলো খুলে নামাল সালফার টম। কাউন্টারের নীচে থেকে কয়েকটা চটের বস্তা বের করে বাইরে মেয়ারটার দিকে চেয়ে মন্তব্য করল, 'অসাধারণ ব্র্যান্ড।'

ঠাণ্ডা চোখে ওকে মেপে দেখল রাইডার। 'তাই কী?'

মনে মনে সতর্ক হলো টম। যা বলতে চেয়েছিল তা আর বলা হলো না। গলাটা শুকনো ঠেকছে–অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। নতুন লোকটার মুখের এমন একটা ভাব রয়েছে যা তার পছন্দ হচ্ছে না–মোটেও ভাল ঠেকছে না।

সালফার টম মাটিতে রাখা বাক্সটা দেখিয়ে বলল, 'ওই যে তোমার বাক্স। কিন্তু ওটা ঘোড়ার পিঠে কীভাবে তুলবে?'

ঝুঁকে অনায়াসে বাক্সটা তুলে কোমরের হাড়ের উপর বসিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল পল। তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে রাস্তা পার হয়ে আড়ালে খোঁয়াড়ের কোনায় গিয়ে বাক্স ভেঙে ভিতরের জিনিসপত্র সব স্যাডল-ব্যাগ আর ছালায় ভরল। ওগুলো ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আবার স্টেশনের সামনে ফিরে এল।

একটা লিস্ট কাউন্টারের উপর রেখে সালফার টমের দিকে ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'এগুলো আমার চাই।' তারপর আবার দরজার দিকে এগোল।

বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে অলসভাবে লোক দুটো কথা বলছে। 'লোকে বলাবলি করছে এই লোকটাই বব! ওহ, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ওর মত বিখ্যাত লোককে এই শহরে দেখব! লোকটা ওয়াইল্ড বিল বা ক্লে অ্যালিসনের মতই খুনে। কেউ কেউ বলে ওরা সবাই মিলে যত মেরেছে ও একাই তার চেয়ে বেশি লোক মেরেছে।'

'পেছন থেকে গুলি করে মেরেছে,' অন্যজন ফোড়ন কাটল।

'বুঝলাম আমবুশ করে মেরেছে—কিন্তু মেরেছে তো?' একটু থেমে সে আবার বলল, 'এখানে কাকে মারতে এল সেটাই ভাবছি।'

আবার কাউন্টারের কাছে ফিরে গেল পল। 'এক টিন পীচ দাও।'

পীচের টিন খুলে ছুরিতে গেঁথে ফল খাওয়া শুরু করল পল রাইডার।

চিঠি আর বাক্সটা পল রাইডারের নামে পৌঁছাতে দেখে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সালফার টম। ওর এক বন্ধু পিস্তলবাজ লোকটার চিঠিপত্র রাখত—এজন্য অবশ্য কিছু টাকাও পেত। টম ভেবেছিল সেও হয়তো অমন একটা কাজ বাগাতে পারবে।

টাকাটা ওর কাছে বড় নয়—মেলামেশাটাই আসল। বড় বড় নামের সাথে নিজের নাম জড়িত হওয়ার একটা আলাদা পুলক আছে। গোপন খবরাখবর তার কাছে থাকবে, এটাও কম আনন্দের কথা নয়।

প্রথম দেখাতেই একটা হতাশা বোধ করছে সে। এই লোকটা বয়সে অনেক তরুণ। তা ছাড়া রঙটাও যেন ততটা রোদে পোড়া নয়। তারপর ভাবল একটা মানুষের রোদের অভাব কোথায় ঘটতে পারে।

জেল।

এই লোকটা রাইডার হতে পারে না। এর বয়স অনেক কম। কিন্তু রাইডারের প্রথম নাম কী ছিল? শুধু রাইডার ছাড়া আর কোন নাম শুনেছে বলে তার মনে পড়ছে না।

বয়স কত ছিল তার? ভেবে দেখল সে নিজেও সঠিক জানে না। রাইডারকে কখনও দেখেনি—কিন্তু গল্প শুনে মনে হয়েছে যেন লোকটার বয়স ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। কিন্তু সেও অনেক দিন আগের কথা। আড়চোখে চুপিচুপি আর একবার পীচ খাওয়া রত লোকটাকে দেখল টম।

হতে পারে। অসম্ভব কিছুই না।

লোকটাকে শুনিয়েই সে জোরে জোরে বলল, 'পেশাদার লোক ইচ্ছা করলে এখানে অনেক টাকা কামাতে পারে। এই এলাকায় গোলমাল চলছে।'

কোন জবাব এল না দেখে সালফার টম আবার বলল, 'পিস্তল ব্র্যান্ডের একজন লোককে আমি চিনতাম। কিন্তু সে অনেক দিন আগের কথা।'

'পুরোনো কথা ভুলে যাওয়াই ভাল,' কাউন্টারের টুল থেকে নীচে নামল রাইডার। হাত ধোয়ার জন্য বাইরে পানির টবের কাছে এগিয়ে গেল। জীনসে হাত মুছে চোখ তুলে বাইরে রাস্তার দিকে চাইল।

আরোহী আসছে। মোট চারজন।

আবার স্টেশনের ভিতর ঢুকল রাইডার। এখানে বাইরের লোকের সাথে দেখা হয়ে যাচ্ছে বলে বিরক্ত বোধ করছে। যত কম লোক তাকে দেখবে ততই মঙ্গল।

স্টোরের ভিতরটা ঘুরে দেখল। নিউ ইয়র্ক অনেক দূরে মনে হচ্ছে। পল হান্টার এখন ওর কাছে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ। এখন থেকে সে পল রাইডার।

অপরিষ্কার আয়নায় রাইডার নিজের চেহারাটা দেখল। মৃত্যুর কোন ছায়া ওই চেহারায় দেখতে পেল না–অথচ সে জানে মৃত্যু ওকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে। সব সময়েই যে লোক এত শক্ত আর কঠিন ছিল, সেই লোকটা এত সহজে মরে যাবে বিশ্বাসই হতে চায় না। কিন্তু সেটাই ঘটছে।

ভিতরের ওই রোগটা ওকে ধীরে ধীরে শেষ করছে বটে, তবু তার দৈহিক ক্ষমতা কখনও মানসিক ক্ষমতার চেয়ে কম ছিল না। আজ পর্যন্ত কোনদিন অসুস্থ হয়েছে বলে তার মনে পড়ে না।

নিউ ইয়র্কে পৌছানোর পর থেকেই প্রত্যেকদিন সে জিমনেশিয়ামে বক্সিং আর কুস্তি করেছে। দ্বিতীয় বছর ব্যবসায়ী হিসাবে কিছুটা উন্নতি করার আগে কয়েকবার পেশাদার বক্সার হিসাবে সে লড়েছে। তাতে বেশ কিছু টাকাও রোজগার হয়েছে যেটা পরে তার ব্যবসায়ে কাজে লেগেছে।

জ্যাক রুক নামের একজন ইংরেজের সাথে নিউ জার্সির বুলস ফেরিতে লড়ে খালি হাতে ছয় মিনিটের মাথায় তাকে নক আউট করেছে। বাউট শেষ হবার আগে ওকে পল পাঁচবার মাটিতে ফেলেছিল।

একমাস পরে হেন উইঙ্কলের সাথে পঁচানব্বই রাউন্ড লড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দর্শকরা দড়ি ছিঁড়ে ওদের প্রিয় বক্সারকে নক আউট থেকে বাঁচায়। লড়াই পুরো দু'ঘণ্টা চলেছিল।

দুমাস পরে এক হাজার ডলার বাজি রেখে বাট রাইলিকে হারিয়েছিল–একঘণ্টা চলেছিল লড়াই।

পরের বছর বারবার লড়েছিল সে। শেষ বাউটটা হয়েছিল ফক্সের আমেরিকান থিয়েটার, ফিলাডেলফিয়ায়। ওখানে জন ডায়ারকে উনিশ মিনিটের মাথায় হারায়।

এরপর আর লড়বার সুযোগ পায়নি। তার ব্যবসা দ্রুত এগোচ্ছিল বলে সে আর সময় পায়নি। তবে জিমনেশিয়ামে গিয়ে অভ্যাসটা বজায় রেখেছিল।

দরজা খুলে চারজন লোক ভিতরে ঢুকল। ওদের দিকে একনজর চেয়েই রাইডার ঝামেলার পূর্বাভাস দেখতে পেল। ওদের দুজনের বয়স খুবই কম–অনেকদিন চুল কাটায়নি, পরনে ময়লা জামা-কাপড়। আর দুজনের একজন মেক্সিকান, অন্যজন শক্ত চেহারার লোক, পরনের সাধারণ পোশাক বেশ পরিচ্ছন্ন।

'এই!' তরুণ একজন চিৎকার করল। 'জলদি আমাদের মাল দাও!'

'আমার হাতের কাজটা শেষ করে দিচ্ছি,' ভদ্রভাবেই জবাব দিল সালফার টম।

ছেলেটা খেপে বারের কাছে এগিয়ে গেল। 'শোনো, দামড়া বুড়ো! আমি

আরোহী আসছে। মোট চারজন।

আবার স্টেশনের ভিতর ঢুকল রাইডার। এখানে বাইরের লোকের সাথে দেখা হয়ে যাচ্ছে বলে বিরক্ত বোধ করছে। যত কম লোক তাকে দেখবে ততই মঙ্গল।

স্টোরের ভিতরটা ঘুরে দেখল। নিউ ইয়র্ক অনেক দূরে মনে হচ্ছে। পল হান্টার এখন ওর কাছে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ। এখন থেকে সে পল রাইডার।

অপরিষ্কার আয়নায় রাইডার নিজের চেহারাটা দেখল। মৃত্যুর কোন ছায়া ওই চেহারায় দেখতে পেল না—অথচ সে জানে মৃত্যু ওকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে। সব সময়েই যে লোক এত শক্ত আর কঠিন ছিল, সেই লোকটা এত সহজে মরে যাবে বিশ্বাসই হতে চায় না। কিন্তু সেটাই ঘটছে।

ভিতরের ওই রোগটা ওকে ধীরে ধীরে শেষ করছে বটে, তবু তার দৈহিক ক্ষমতা কখনও মানসিক ক্ষমতার চেয়ে কম ছিল না। আজ পর্যন্ত কোনদিন অসুস্থ হয়েছে বলে তার মনে পড়ে না।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছানোর পর থেকেই প্রত্যেকদিন সে জিমনেশিয়ামে বক্সিং আর কুস্তি করেছে। দ্বিতীয় বছর ব্যবসায়ী হিসাবে কিছুটা উন্নতি করার আগে কয়েকবার পেশাদার বক্সার হিসাবে সে লড়েছে। তাতে বেশ কিছু টাকাও রোজগার হয়েছে যেটা পরে তার ব্যবসায়ে কাজে লেগেছে।

জ্যাক রুক নামের একজন ইংরেজের সাথে নিউ জার্সির বুলস ফেরিতে লড়ে খালি হাতে ছয় মিনিটের মাথায় তাকে নক আউট করেছে। রাউন্ড শেষ হবার আগে ওকে পল পাঁচবার মাটিতে ফেলেছিল।

একমাস পরে হেন উইঙ্কলের সাথে পঁচানব্বই রাউন্ড লড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দর্শকরা দড়ি ছিঁড়ে ওদের প্রিয় বক্সারকে নক আউট থেকে বাঁচায়। লড়াই পুরো দু'ঘণ্টা চলেছিল।

দুমাস পরে এক হাজার ডলার বাজি রেখে বার্ট রাইলিকে হারিয়েছিল—একঘণ্টা চলেছিল লড়াই।

পরের বছর বারবার লড়েছিল সে। শেষ রাউন্ডটা হয়েছিল ফক্সের আমেরিকান থিয়েটার, ফিলাডেলফিয়ায়। ওখানে জন ডায়ারকে উনিশ মিনিটের মাথায় হারায়।

এরপর আর লড়বার সুযোগ পায়নি। তার ব্যবসা দ্রুত এগোচ্ছিল বলে সে আর সময় পায়নি। তবে জিমনেশিয়ামে গিয়ে অভ্যাসটা বজায় রেখেছিল।

দরজা খুলে চারজন লোক ভিতরে ঢুকল। ওদের দিকে একনজর চেয়েই রাইডার ঝামেলার পূর্বাভাস দেখতে পেল। ওদের দুজনের বয়স খুবই কম—অনেকদিন চুল কাটায়নি, পরনে ময়লা জামা-কাপড়। আর দুজনের একজন মেক্সিকান, অন্যজন শক্ত চেহারার লোক, পরনের সাধারণ পোশাক বেশ পরিচ্ছন্ন।

'এই!' তরুণ একজন চিৎকার করল। 'জলদি আমাদের মাল দাও!'

'আমার হাতের কাজটা শেষ করে দিচ্ছি,' ভদ্রভাবেই জবাব দিল সালফার টম।

ছেলেটা খেপে বারের কাছে এগিয়ে গেল। 'শোনো, দামড়া বুড়ো! আমি

-এবং তা এই মুহূর্তেই চাই!'
বলেছি আমার ড্রিঙ্ক চাই

রাইডারের ভিতরটা হঠাৎ রাগে জ্বলে উঠল। রাগটা কি বেয়াদব ছেলেটা
মরতে চলেছে বলেই? নাকি তার মারপিটের প্রতি
অনেকদিন বাঁচবে আর সে
আকর্ষণ থেকেই? এখন আর কোন কিছুতেই তার যায় আসে না।

সে কি মারপিট করেই মারা পড়তে চাইছে?

'ও আমার অর্ডার সাপ্লাই দিচ্ছে,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল রাইডার। 'তোমার পালা এলে তোমাকে সার্ভ করা হবে।'

বিড়ালের মত ফোঁস করে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটা। 'তোমার আস্পর্ধা–!'

কথাটা শেষ করার সুযোগ পেল না সে। পল রাইডার প্রচণ্ড জোরে হাত চালাল।

ছেলেটা এগিয়ে আসতে শুরু করেছিল। ঘুসিটা সোজা ওর চোয়ালে গিয়ে লাগল।

মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ল তরুণ যুবক। মনে হলো যেন একটা ভারি কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ওকে কেউ আঘাত করেছে।

বাকি তিনজনের দিকে চাইল পল রাইডার। 'ছেলেটা ঝামেলা বাধাবার জন্য মানুষ খুঁজছিল–খুঁজে পেয়েছে। তোমরাও যদি চাও এগিয়ে এসো।'

দ্বিতীয় তরুণ কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক পরিচ্ছন্ন জামা পরা লোকটা বাধা দিল। 'ভাল,' বলল সে। 'তোমার ঘুসিতে বেশ জোর। কিন্তু পিস্তলে তোমার কেমন হাত?'

ওর দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা গলায় রাইডার বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ আমার কোমরে পিস্তল ঝুলছে। আমার হাত কেমন জানতে হলে দাম দিয়ে জানতে হবে।'

মেঝের উপর লোকটার থেকে এখনও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশ্নকর্তা তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে। মেঝের দিকে চাইল সে। 'ও কি মরে গেছে?'

'মনে হয় না।' ঘাড় ফিরিয়ে সালফার টমের দিকে চেয়ে রাইডার বলল, 'ওদের ড্রিঙ্ক দিয়ে দাও। আমি পয়সা দেব।'

মেক্সিকান লোকটা এগিয়ে বুট দিয়ে ঠেলে মেঝেতে শোয়া সঙ্গীকে চিত করল। কয়েকবার চোখের পলক ফেলে উঠতে গিয়েও ককিয়ে উঠে আবার গা ছেড়ে দিল লোকটা।

'ওর পিস্তল নিয়ে নাও,' প্রস্তাব দিল সালফার টম। 'লেজে পাঁড়া খাওয়া সাপের মতই তিরিক্ষি থাকবে ওর মেজাজ।'

'পিস্তল ওর কাছেই থাক,' বলল রাইডার। 'মরতে চাইলে ওকে বাধা দিয়ে লাভ নেই।'

সালফার টম বোতল বের করে ওদের জন্য তিনটে ড্রিঙ্ক ঢালল। 'ওর জন্যেও একটা ঢালো,' মেঝের লোকটাকে দেখিয়ে বলল রাইডার।

ছেলেটা ধীরে উঠে বসল। বারবার চোখের পলক পড়ছে। হাত দিয়ে চোয়াল ছুঁয়ে চারপাশে তাকাল। হঠাৎ সব মনে পড়ল।

'তোমার কোমরে পিস্তল রয়েছে,' কঠিন স্বরে রাইডার বলল, 'আর বারের

ওপর রয়েছে মদ। যেটা খুশি বেছে নাও।'

কোনমতে নিজের পায়ে উঠে জায়গায় দাঁড়িয়ে টলছে ছেলেটা। তারপর বারের কাছে এগিয়ে তার ড্রিঙ্কটা তুলে নিল।

ড্রিঙ্ক শেষ করে চারজনই বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

অর্ডারের মাল ছালায় ভরে রাইডারের দিকে এগিয়ে দিল সালফার টম। 'তোমার সাথে কারও হ্যাঙ্কি-প্যাঙ্কি করার উপায় নেই দেখছি।'

চারপাশে চেয়ে দেখল রাইডার। 'আমার ধারটা বেশি, কারণ জানের মায়া আমার নেই।'

বস্তাটা তুলে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার কাছে এল রাইডার। ওই চারজনের কোন পাত্তা নেই। ছালাটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে জিনের উপর উঠে বসল রাইডার। বুড়ো মেয়ারটার জন্য ওজন একটু বেশিই হয়েছে। কিন্তু বয়স হলেও ঘোড়াটার দেহে প্রচুর শক্তি আছে। তা ছাড়া ওটাকে বেশির ভাগ পথই হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে রাইডার।

ওই চারজন হয়তো শহর ছেড়ে সে কোনদিকে যায় দেখার অপেক্ষায় আছে। পশ্চিমে রওনা হলো সে। বাম দিকে বিশাল সেইন্ট অগাস্টিন প্রান্তর। হঠাৎ মোড় ঘুরে প্যাটারসন ক্যানিয়নে ঢুকল। অল্পদূর গিয়েই একটা সরু ইন্ডিয়ান ট্রেইল ধরে পাহাড় পেরিয়ে ম্যাঙ্গাস ক্যানিয়নে পড়ল।

কয়েকবার থেমে কান পেতে শুনেছে, কিন্তু কোন বিপদ সঙ্কেত কানে আসেনি। ম্যাঙ্গাস ক্যানিয়নে নামার আগে উপর থেকে ছায়াঘেরা এলাকাটা ভাল করে পরীক্ষা করে তারপর নামল। ক্যানিয়নের একটা শাখার কাছে কিছু ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে, কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে ওটাও ভাল করে দেখে নিয়েছে। ট্রেইল ছেড়ে ডানদিকে একটা বড় পাথরের পিছনে একটা চমৎকার ক্যাম্প হতে পারে দেখে সে থামল। ওখানে আগুন জ্বালালে অল্প দূর থেকেও সেটা দেখা যাবে না।

নামার প্রায় সাথে সাথেই পেটের ভিতর ব্যথাটা চিলিক দিয়ে উঠল। দুভাঁজ হয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল রাইডার। মাথাটা ঝুলে রয়েছে—ঠোঁট কামড়ে ধরে গোঙানি ঠেকাবার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত উঠে ঘোড়ার পিঠ থেকে বোঝা আর জিন নামিয়ে ঘাস খাওয়ার জন্য ভাল জায়গা দেখে বেঁধে রাখল।

ছোট একটা আগুন জ্বেলে এক টিন বীনস গরম করে টিনের থেকেই খেলো। কিছুক্ষণ পর ব্যথা কিছুটা কমল। নিউ ইয়র্ক আর সেখানকার জীবনের কথা ভাবল সে। ওটা এখন আর এক দুনিয়া বলে মনে হয়।

পলের কী হলো এনিয়ে ওরা দুশ্চিন্তায় পড়বে। দুই সপ্তাহের কথা বলে বাসা থেকে বেরিয়েছিল—সময়টা পার হয়ে গেছে। ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারবে ওদের তখনকার অবস্থা চিন্তা করে মনে মনে হাসল সে।

শব্দের অর্থ বুঝতে এক সেকেন্ড দেরি হলো। ক্যানিয়নের ভিতর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রাইফেলটা তুলে নিয়ে আড়ালে চলে গেল রাইডার।

হঠাৎ ঘোড়াটার ট্রেইল ছেড়ে ক্যাম্পের দিকে এগোবার শব্দ শুনতে পেল পল। আগুনের ওপাশে এসে দাঁড়াল ঘোড়া।

আরোহী জিনের উপর মাথা নিচু করে উবু হয়ে বসে আছে। ওর হাত দুটো আলগা করে জিনের সাথে বাঁধা।

পাঁচ

[illegible] লোকটাকে আগুনের ধারে নামিয়ে ঘোড়াটাকে বেঁধে আবার লোকটার কাছে ফিরে এল রাইডার।

মোটাসোটা শক্তিশালী গড়নের লোক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পরনের কালো সুট এখন ধুলোয় ভরা। পায়ের ধুলো পড়া কাউবয় বুটটা সম্প্রতি পালিশ করা হয়েছে। শার্ট এবং কোটের ভিতরটা রক্ত শুকিয়ে চাপ বেঁধে রয়েছে। ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হওয়ার পরেও আবার কয়েকবার রক্ত বেরিয়েছে।

একটানে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল রাইডার। একটা বুলেট দেহের পাশ দিয়ে ঢুকে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে গুলিটা হয়তো তার ফুসফুস ফুটো করেছে। গরম পানি দিয়ে রক্ত ধুয়ে ফেলার পর দেখল আরও দুটো ক্ষত রয়েছে ওর দেহে।

দ্বিতীয় বুলেটটা হাতের পেশী ফুটো করে বুকের উপরের অংশে প্রবেশ করে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তৃতীয়টা আর একটু নীচে। তিনটে গুলিই বাম দিকে লেগেছে।

আহত লোকটা বিড়বিড় করে কী যেন বলল। একটা শব্দও বোঝা গেল না। পকেট হাতড়ে ক্রমওয়েল ব্যাঙ্কে সেঁড্রিকের নামে লেখা একটা চিঠি পেল। ক্রমওয়েল ব্যাঙ্ক—গ্রেগ চাপেলও ওখানেই কাজ করে।

প্রত্যেকটা বুলেটই যেখানে ঢুকেছে তার কিছুটা নীচে দিয়ে বেরিয়েছে। যে ওকে গুলি করেছে সে ওর উপরে কোথাও ছিল। অর্থাৎ ওর জন্যই ওত পেতে অপেক্ষা করছিল লোকটা। হতে পারে এটা ববেরই কাজ।

আহত লোকটার রাইফেল ফায়ার করা হয়নি—তবে পিস্তল থেকে চারটে গুলি খরচ হয়েছে।

চেষ্টা করেছে সেঁড্রিক। আক্রমণকারীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে। ক্ষতের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা আগে আহত হয়েছে। পরে নিজেই জিনের সাথে হাত দুটো বেঁধেছে—আশা করেছিল ঘোড়াটা তাকে ক্রমওয়েল ব্যাঙ্কে ফেরত নিয়ে যাবে।

সবগুলো ক্ষত ভাল করে ধুয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল রাইডার। তারপর সুপ গরম করে আহত লোকটাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে কিছুটা সক্ষম হলো।

রাতে দুবার হর্স স্প্রিংস টেইল ধরে লোক চলাচলের আওয়াজ পাওয়া গেল। ভোরে উঠে আবার সুপ বানিয়ে আহত লোকটাকে খাওয়াল—নিজেও কিছুটা খেলো।

ক্রমওয়েল ব্যাঙ্ক এখান থেকে কমপক্ষে ত্রিশ মাইল হবে। আহত একজন লোক সাথে নিয়ে এতটা পথ চলতে অনেক সময় লাগবে। ঝামেলাও অনেক—

ওখানে পথে পরিচিত কারও সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আহত মানুষটাকে ফেলে চলে যেতেও রাইডারের বাধছে। লোকটার চিকিৎসা দরকার–বাঁচা মরা পলের উপরই নির্ভর করছে।

কয়েক মাইল এগোনোর পরেই দেখল দুদিক থেকেই আরোহী আসছে। সামনে বহুদূরে তিনজন, আর পিছনে বেশ কাছে চারজন। হর্স স্প্রিংসে এই চারজনের সাথেই তার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

খাপে ভরা পিস্তলের উপর থেকে ফিতেটা খুলে ফেলল রাইডার। কোমরে গোঁজা পিস্তলটাও একটু আলগা করে রাখল। ঘোড়া ছুটিয়ে পালানোর আর সময় নেই–সেটা চায়ও না রাইডার। বোঝা যাচ্ছে পিছনের চারজন ওকে থামাবে। দ্রুত এগিয়ে আসছে ওরা।

নির্ভীকতাই এর সবচেয়ে বড় ওষুধ। ঘোড়া ঘুরিয়ে সোজা ওদের দিকে এগিয়ে গেল রাইডার।

যাকে ঘুসি মেরেছিল, সেই লম্বা চুলের লোকটা দাঁত বের করে হাসছে। 'আবার দেখা হয়ে গেল। এটাই চাইছিলাম আমি।'

রাইডার পরিষ্কার বুঝতে পারছে তাকে মারতেই এসেছে ওরা। পেড্রিককেও মারবে। রাগে জ্বলে উঠল সে। সোয়ারটাকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল পল। 'কী চাও তোমরা?'

আক্রমণাত্মক ভাব দেখে হকচকিয়ে গেছে, ঠিক এমনটা ওরা আশা করেনি। লম্বা চুলের লোকটা তার ঘোড়া একপাশে সরিয়ে নিল। পরিপাটি পোশাক পরা লোকটার হাত তার পিস্তলের কাছাকাছি রয়েছে। কেবল মেক্সিকান লোকটারই কোন বিকার নেই। সতর্ক চোখে সে রাইডারকে দেখছে।

'তুমি এমন কিছু বাহাদুর নও।' নিজেকে ফলাও করে দেখাবার চেষ্টা করছে লম্বা চুলের লোকটা। 'তোমাকে আর তোমার সঙ্গীকে এবার আমরা খুন করব।'

খুন করার আগে ঝগড়া বাধিয়ে নিজেদের তৈরি করে নিতে চাইছে। কিন্তু রাইডার ওদের সময় দিল না। ওরা কথার জবাবে কথাই আশা করেছিল–কিন্তু তার বদলে এল গরম সীসা। ওদের তৈরি হবার সুযোগ দিল না রাইডার। বাচাল লোকটার পেটে গুলি করল।

অপ্রত্যাশিত ভাবে পিস্তল বের করেছে পল। ওরা আশা করেছিল বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করবে সে।

গুলি খেয়ে এক সেকেন্ড স্থির বসে থেকে ঝুপ করে জিন থেকে মাটিতে পড়ল লোকটা।

পিস্তলের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ওদের দিকে চাইল রাইডার। 'একটা গেছে। এবার কে?'

স্থির চোখে চেয়ে আছে মেক্সিকান লোকটা। হাত দুটো কাঁধের কাছে তুলে ঘোড়াটাকে একপা পিছিয়ে নিল সে।

বাকি দুজন আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে রাইডারের দিকে। অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে ওরা। মাটিতে পড়া লোকটা ছোট বাচ্চার মত ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'তোমরা এদিকে কী কাজে এসেছ জানি—ভুল পেশা নিয়েছ। নিজের ভাল বুঝলে এই এলাকা ছেড়ে ভেগে যাও।' মাটির উপর লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর ব্যাপারে তোমাদের করার কিছু নেই, তবে চেষ্টা করতে পারো। পরে ওকে কবর দিয়ে রওনা হয়ে যেও।'

সামনে যাদের দেখেছিল তারা প্রায় এসে পড়েছে। সেড্রিকের ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে ওদের দিকে এগোল রাইডার। সামনে থেকে যারা এল তাদের দুজন পুরুষ আর অন্যজন মহিলা। একজনকে গ্রেগ চ্যাপেল বলে সে চিনতে পারল—ম্যাচের আলোয় ওর চেহারাটা এক ঝলক দেখেছিল। অন্য লোকটা মেক্সিকান।

ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ওদের পৌঁছানোর অপেক্ষায় রইল রাইডার। গ্রেগের চোখ প্রথমেই পলের ঘোড়ার ব্র্যান্ডটার উপর থমকাল। চোখ তুলে পলের দিকে যখন তাকাল তখন ওর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

টিনা ক্রমওয়েল তাড়াতাড়ি আহত লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। 'সেড্রিক! কী হয়েছে তোমার?'

'ও আমার ক্যাম্পে এসে হাজির হয়েছিল। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব করেছি, তবে ওর অবস্থা খুব খারাপ।'

এবার মুখ তুলে রাইডারের দিকে চেয়ে সে বুঝল লোকটাকে আগেও কোথায় যেন দেখেছে।

'তোমাকে চেনাচেনা লাগছে। আমি...'

'আমাদের এর আগে কখনও দেখা হয়নি,' একটু রূঢ় ভাবেই বলে উঠল রাইডার। 'জলদি এই লোকটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ডাক্তার দেখাতে হবে।'

মেক্সিকান তরুণ আর দেরি না করে সেড্রিকের ঘোড়ার লাগাম ধরে উত্তর দিকে রওনা হয়ে গেল। টিনা কিছু একটা বলতে গিয়েও না বলেই মেক্সিকান লোকটার পিছু নিল।

গ্রেগ চ্যাপেল ইচ্ছা করেই দেরি করছে। 'আমরা একটা গুলির আওয়াজ শুনলাম।'

'হ্যাঁ।'

আড়চোখে ঘোড়া চারটার দিকে তাকাল গ্রেগ। মাটিতে পড়া মানুষটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক। আবার ঘোড়ার ব্র্যান্ডটার দিকে চোখ ফেরাল সে। পুরোনো ব্র্যান্ড। ঘোড়াটারও বয়স অনেক।

'তোমার গলাটা চেনা মনে হচ্ছে। মনে হয় আমাদের একবার কথা হয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তখন তোমার সাথে কোন ঘোড়া ছিল না।'

'তাই নাকি?'

ওদিককার লোকগুলোকে দেখল গ্রেগ। 'মনে হচ্ছে ওরা জেক ট্যানারের লোক। ওরাই কি সেড্রিককে গুলি করেছে?'

'শক্তিশালী রাইফেল দিয়ে উপর থেকে কেউ গুলি করেছে ওকে। অ্যামবুশ।'

'ওই লোকগুলো কি তোমাকে আক্রমণ করেছিল?'

'করোন, তবে লইটাকেই মোড় নিচ্ছিল। কথা বলে সময় নষ্ট করিনি আমি।'

শুকনো গলায় গ্রেগ বলল, 'বলেছিলে তুমি সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাও—কিন্তু তা বোধহয় আর সম্ভব না। ওদের দিকে চেয়ে দেখো, তুমি জড়াতে না চাইলেও ওরা তোমাকে ছাড়বে না।'

মেয়ারটাকে ঘুরিয়ে নিল রাইডার। 'অ্যাডিঅস,' বলে রওনা হলো সে।

তামাক আর কাগজ বের করে একটা সিগারেট তৈরি করা শুরু করল গ্রেগ। সে জানে ব্যাপারটা অসম্ভব, কিন্তু এ ছাড়া হবেই বা কী?

এতদিন পর আবার ফিরে এসেছে রাইডার। এতগুলো গুলি খেয়েও লোকটা কীভাবে বাঁচল?

ছয়

ঘামে ভিজে গেছে ওর সারা শরীর। রাইডারের ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল—ভীষণ শীত করছে। উঠে বসে হামাগুড়ি দিয়ে বাঙ্ক থেকে ফায়ারপ্লেসের পাশে সরে গেল। ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে।

ফায়ারপ্লেসে কয়েকটা কাঠ চাপিয়ে একটা ম্যাচের কাঠি ধরাল। শিখাটা কয়েকবার কেঁপে নিভে গেল।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠে আর একটা কাঠি ধরাল পল। শিখার হলুদ জিভটা আগ্রহের সাথে পাইনের বাকল চাটল। আগুন ধরার আনন্দে পটপট শব্দে ফুটে উঠল কাঠ।

আগুন থেকে ঠাণ্ডা দেয়ালে ভৌতিক ছায়া পড়েছে। ঠাণ্ডাকে হটিয়ে আগুন চারপাশে তার প্রভাব বিস্তার করছে। কম্বল গায়ে জড়িয়ে আগুনের কাছে উবু হয়ে বসে আছে পল। হঠাৎ বমির দমক শুরু হলো।

দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে চাঁদের রূপালী আলোয় বাইরে প্রচণ্ডভাবে বমি করল। বমির সাথে রক্তও দেখা যাচ্ছে। দরজা ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে—ভিতরে ফিরে আসারও শক্তি পাচ্ছে না।

পরে কোনমতে হোঁচট খেতে খেতে আবার আগুনের ধারে ফিরে আরও কয়েকটা কাঠ চাপিয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ল।

সকালে বীফ সুপ তৈরি করল। অন্য খাবারের চেয়ে ওটাই যেন তাকে বেশ কিছুটা স্বস্তি দেয়। পেটের ব্যথাটা কমল—কিন্তু পুরো গেল না। সারাদিন সে একটা বই পড়ে বিশ্রাম নিয়ে কাটাল।

ঘোড়াগুলো ওর উপস্থিতি মেনে নিয়েছে। বড় তামাটে রঙের স্ট্যালিয়নটাও এখন আর ওকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। মাঝেমাঝে ওর কয়েক ফুটের মধ্যে এসেও ঘাস খেয়েছে। মেয়ারটা সবসময়েই চিনি খাওয়ার লোভে ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করে। আজ বড় ঘোড়াটাকেও এক দলা চিনি খাওয়াতে পেরেছে। তবে ওর হাত থেকে নেয়নি। একটা পাথরের উপর রেখে সরে আসলে ঘোড়াটা এগিয়ে এসে খেয়েছে।

ওই লোকটাকে গুলি করার জন্য ওর একটুও অনুশোচনা হচ্ছে না। ঝামেলা এড়িয়েই যেতে চেয়েছিল সে। ওরাই গায়ে পড়ে গোলমাল বাধাতে এসেছিল। তাকে আর সেড্রিককে খুন করতে চেয়েছিল ওরা।

রোদটা পিঠের উপর চমৎকার লাগছে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল, জেগে আবার পড়া ধরল। পড়তে তার খুব ভাল লাগে...

পরে কিছুটা জমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কয়েক সারি সব্জি বুনল। গাজর, বীন, পেঁয়াজ আর আলু। হয়তো ওই ফসল ভোগ করার সৌভাগ্য তার হবে না, কিন্তু এমনও হতে পারে দুর্বলতার জন্য গোপন আশ্রয় ছেড়ে খাবার আনা আর সম্ভব হলো না।

শিগগিরই তাকে একবার আলামিটোসে যেতে হবে।

টিনা ক্রমওয়েল তার ডেস্কে বসে আছে। সেড্রিকের এখনও জ্ঞান ফেরেনি। টিনা জানে না সে ক্লেইম ফাইল করতে পেরেছে কিনা।

গ্রেগ কাছেই বসা। টিনার প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'না, ম্যাম, আমি ওকে ওই দিনের পরে আর দেখিনি। লোকটা যেই হোক সে একা থাকতে চায়।'

'ওকে আমি কোথায় যেন দেখেছি।'

'হ্যাঁ, ওর চেহারাটাই ওইরকম। আমারও কেমন চেনাচেনা মনে হলো। তবে আমার মতে ওকে না ঘাটানোই ভাল।'

'ওকে দেখা যায় না কেন? কোথায় থাকে সে?'

'প্রশ্নটা আমাকেও ধাঁধায় ফেলেছে। আরনি আর আমি ওকে অনুসরণ করেছিলাম, কিন্তু ট্রেইল হারিয়ে ফেললাম। কেউ অনুসরণ করুক এটা সে চায়নি। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

'শিক্ষিত লোকের মত কথা বলে লোকটা।'

'সে যে লেখাপড়া জানা মানুষ এতে কোন সন্দেহ নেই। জেক ট্যানারের চারজন লোককে সে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। ওরা বলেছিল এত দ্রুত পিস্তল বের করতে আর কাউকে দেখেনি। আর পিস্তল বের করার পর কথা বলে সময় নষ্ট করেনি। আগের দিনই সে হর্স স্প্রিংস পোস্ট অফিস থেকে একটা বাক্স আর কিছু চিঠি সংগ্রহ করেছে।'

'ওর নামটা শোনোনি?'

নুড়ি বিছানো পথের উপর বুটের শব্দ তুলে অফিসের দরজায় এসে দাঁড়াল আরনি। 'আমি জানি,' বলল সে। 'সালফার টমের কাছে শুনলাম ওর নাম পল রাইডার।'

রাইডার!

চমকে উঠল গ্রেগ। তা হলে এই ব্যাপার? ফিল...ফিলকে দিয়ে এটা যাচাই করাতে হবে। কিন্তু এটা যে অসম্ভব ব্যাপার—রাইডারের দেহে কম করে হলেও দশবারোটা গুলি বিঁধেছিল।'

'ডেরিক বার্টলের দুজন লোক কাজ ছেড়ে দিয়েছে,' জানাল আরনি। 'ওদের নাকি মারপিটের জন্য আলাদা বেতন দেয়া হচ্ছে না।'

'জেক ট্যানারের সাথে লাগতে গেলে রাইলির কপালে দুঃখ আছে।'

'এরমধ্যেই শুরু করেছে ট্যানার। আজই সে নিজের পাঁচ হাজার গরু রাইলির রেঞ্জে ঢুকিয়েছে।'

টিনা শুনছে, ভাবছে পাঁচ হাজার গরু তার জমিতে ঢুকলে সে কী করবে। টিনার ধারণা ট্যানারই টাকা দিয়ে রাইলির জমিতে লোক বসিয়েছিল। হাজার হাজার লোক এখন পশ্চিমে বাস করতে আসছে। ওদের কাছে রাইলি কোন সহানুভূতি পাবে না।

র‍্যাঞ্চের সমস্যা আর কাজে মন থাকছে না। বারবারই ঘুরে ফিরে মেয়ারের পিঠে সেই সুদর্শন আর শক্ত কাঠামোর লোকটার কথা টিনার মনে পড়ছে। লোকটাকে ভীষণ একা মনে হচ্ছিল। আরনি আর গ্রেগ বাঙ্ক হাউসে ফিরে যাওয়ার পর সে বসে বসে সূর্য ডোবা দেখল। গ্রেগের ভিতর যেন একটা অন্যরকম প্রতিক্রিয়া ওকে বিব্রত করছে।

অনেকদিন পর আজ একজন পুরুষের কথা ভাবছে টিনা। নিজেকে বোঝাচ্ছে, এটা নিছক কৌতূহল। তবে লোকটা সুদর্শন। তার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু মনে হয় যেন লোকটার ভিতর কোন কোমলতা নেই—দেখতে ভীষণ কঠিন আর ঠাণ্ডা মনে হলো। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

অনেক মাইল দূরে পলও ওই সূর্য ডোবার দৃশ্যটা দেখছে তার গোপন আস্তানায়। তামাটে বড় ঘোড়াটা ওর খুব কাছেই ঘাস খাচ্ছে। স্ট্যালিয়নের পিঠে সে চড়বেই—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তার। দক্ষ আরোহী পল, কিন্তু এই মুহূর্তে বুনো ঘোড়ার পিঠে চেপে লাফালাফি তার পেটে সহ্য হবে না। তবে আর একটা উপায় আছে, আদর দিয়ে ঘোড়াটাকে বশ করতে হবে।

টিনা ক্রমওয়েলের কথা পলের মনে পড়ল। ওই মেয়েটাকেই সে ট্রেনে দেখেছিল। কিন্তু ওর একই দিকে পা ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসার ভঙ্গিটা যেন আরও সুন্দর ভাবে খাপ খেয়েছে পরিবেশের সাথে।

প্রথম শ্রেণীর একটা র‍্যাঞ্চ যুদ্ধের ভিতর মেয়েটা জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। এমন কাঁচা বয়সে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া যে-কোন মেয়ের জন্যই দুঃখজনক। তবে গ্রেগ চ্যাপেলের মত লোক তার সাথে আছে বলে কিছুটা রক্ষা। লোকটা ভাল ফাইটার। ওর মাথায়ও যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। কিন্তু কূট-কৌশলে সে কতটা পটু?

ফাইটিঙের বেলায় জেক ট্যানার যেমন ধুরন্ধর তেমনি নির্দয়। একমাত্র জিতবার জন্যই লড়ে। সাধারণ অবস্থা থেকে বড় হয়েছে লোকটা। বুদ্ধিও আছে, আবার অবৈধ ব্যবসাতেও আপত্তি নেই। এখন ভদ্র সেজে ঘুরে বেড়ালেও অতীতে বহু হাতাহাতি মারপিট করেছে। চল্লিশ বছর বয়সে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সে ভয়ানক।

নর্থ প্লেইনে গোলাগুলির পর তৃতীয় দিনে আবার বাইরে বেরোবার জন্য পলের মন অস্থির হয়ে উঠল। খবরের কাগজ দেখা দরকার। তার হঠাৎ করে অদৃশ্য হওয়ার কথাটা নিশ্চয়ই এতদিনে জানাজানি হয়ে গেছে।

অ্যালামিটোসে গিয়ে সে তার বাক্স আর চিঠি নিয়ে আসবে। আরও কিছু খাবারও এনে রাখা দরকার। যে-কোন দিন সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, তখন আর খাবার আনতে যাওয়ারও সামর্থ্য থাকবে না তার।

মেয়ারটার পিঠে জিন চাপিয়ে টানেলের ভিতর দিয়ে ওকে বের করে নিয়ে এল পল। রাইফেল আর পিস্তলে গুলি ভরা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিল। যে কোন মুহূর্তে গোলমালে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ববের কথা মনে পড়ল। লোকটা এই এলাকাতেই কোথাও আছে। হয়তো সেই সৌড্রিককে গুলি করে আহত করেছে। এই ধরনের আরও লোক আমদানী করেছে জেক—সন্দেহ নেই।

ভাগ্য ভাল জেক ট্যানারের সাথে তার সামনাসামনি কখনও পরিচয় হয়নি। সম্ভবত পথে দেখা হলে লোকটা তাকে চিনতে পারবে না।

সার বেঁধে গোটা বারো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে অ্যালামিটোসে। দুটো মাল টানার ওয়াগনও দেখা যাচ্ছে স্টোরের সামনে। স্টেজ স্টেশনের সামনে ঘোড়া রেখে ভিতরে ঢুকল রাইডার।

ভিতরে ঢুকেই টের পেল কালো সুট পরা ছয়ফুট লম্বা লোকটাই জেক ট্যানার। ওর ডান গালে একটা ক্ষত চিহ্ন। নিউ ইয়র্কের গুণ্ডার মতই দেখাচ্ছে ওকে।

পোস্ট অফিস কাউন্টারের দিকে এগোল পল। 'রাইডারের নামে কোন চিঠি আছে?' বুঝল নাম শুনে চমকে ওর দিকে ফিরে তাকাল জেক।

কয়েকটা চিঠি এসে অপেক্ষা করছে। ওর মনে পড়ল নর্থ প্লেইনের গোলাগুলির উত্তেজনায় আগের চিঠিগুলোও তার দেখা হয়ে ওঠেনি। কাউন্টারের লোকটা জানাল, 'দুটো বড় বাক্সও আছে।'

পিছনে দরজাটা বন্ধ হলো। জেকের সাথে লোকটা বেরিয়ে গেল বুঝল পল। কাউন্টারের কাছে এগিয়ে এল জেক। 'রাইডার? আমি জেক ট্যানার। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'বলে ফেলো, কী কথা?'

'এখানে নয়, বাইরে।'

জেক ট্যানারের দিকে ফিরে ঠাণ্ডা নীল চোখ জোড়ার দিকে চাইল রাইডার। 'নিশ্চয়ই!' বেরোবার সময়ে দরজার কাছে থেমে সে আবার বলল, 'তুমি আগে।'

একটু ইতস্তত করে দরজা দিয়ে বেরোল জেক। বাইরে পা দিয়ে চট করে রাস্তাটা দেখে নিল পল। ডানদিক থেকে তিনজন লোক এগিয়ে আসছে। বাঁয়ে দুজন। রাস্তার উল্টোপাশে একজন লোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমার একজন লোককে মেরে ফেলেছ তুমি।'

'ওটা ওর প্রাপ্য ছিল।'

হীরে বসানো একটা সিগার কেস বের করে নিজে একটা তুলে নিয়ে রাইডারের দিকে বাড়িয়ে ধরল জেক। রাইডারও একটা নিল। 'আমি চাই তুমি আমার হয়ে কাজ করো,' বলল জেক।

'দুঃখিত।'

'ভাল বেতন দেব আমি।' চুরুট মুখে দিয়ে কামড়ে ধরল জেক। 'পিস্তলের ব্যবহার জানে, সময়ও নষ্ট করে না, এমন লোকই আমার দরকার।'

'না।'

ধৈর্য ধরে আছে জেক। 'তুমি বুঝতে পারছ না রাইডার। এরা সবাই—' হাত

নেড়ে দেখাল সে-'সবাই শেষ হয়ে যাবে। এখানে কেবল একটাই বাকি থাকবে-সেটা আমার।'

'মানে?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল রাইডার। 'নাকি জমি চাও তুমি?'

জেকের চোখের মণি ছোট হলো। চোখ কুঁচকে রাইডারের দিকে চাইল সে। 'তোমার ওসব দেখার কোন দরকার নেই। তোমাকে টাকা দেয়া হবে এবং আমি যেমন বলি সেইমত তোমাকে চলতে হবে।'

'কিন্তু আমি তোমার হয়ে কাজ এখনও করছি না, ভবিষ্যতেও করব না।'

'ঠিক আছে।' যারা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে নজর দেয়ার জন্য রাইডার কিছুটা ঘুরল। কিন্তু দেরি হয়ে গেল-ততক্ষণে ঘুসি চালিয়েছে জেক। লোকটা যে নিজেকে এর মধ্যে জড়াবে এটা আশা করেনি রাইডার। কানের পাশে ঘুসি খেয়ে ঘোড়া বাঁধার বারটার উপর পড়ল সে।

সামলে ওঠার আগেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল রাইডারের উপর। একজন ওর কিডনির উপর ঘুসি মারল। আর একজন হাঁটুর উপর বুট চালাল। প্রচণ্ড বাধা পেয়ে হাঁটুর উপর পড়ে গেল রাইডার। নিজেকে রক্ষা করার জন্য হাত উঁচু করতেই একজন পিছন থেকে ওর হাত দুটো চেপে ধরল। সামনের দুজন ওর অরক্ষিত পেটের উপর সমানে ঘুসি চালাচ্ছে।

প্রচণ্ড মারের মুখেও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল রাইডার। কিন্তু পিছনের লোকটা যেভাবে ওকে জাপটে ধরে আছে তাতে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। বৃষ্টির মত ঘুসি পড়ছে ওর উপর। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। মুখে রক্তের স্বাদ পাচ্ছে। বারবার পড়ে যাচ্ছে-সমানে ঘুসি আর লাথি চালাচ্ছে ওরা। কিন্তু হাল ছাড়েনি রাইডার।

একটা হাত ছুটিয়ে নিয়ে সামনের লোকটার চোয়ালে মারল রাইডার। চিৎপাত হয়ে পড়ল লোকটা। একজনের হাঁটু লক্ষ্য করে বুট চালাল রাইডার। হাড় ভাঙার শব্দ হলো। বুড়ো আঙুল আড়ষ্ট করে একজনের নাকে ঢুকিয়ে দিল। মাংস ছেঁড়ার অনুভূত হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার খেয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে থাকল রাইডার।

আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে ওদের একজন। পথচারী একজন ব্যাংক কর্মচারী রাইডারকে সাহায্য করতে এগোলে তাকে সাবধান করে খেদিয়ে দিল লোকটা।

একঘণ্টারও বেশি হলো রাস্তায় পড়ে আছে রাইডার। ধীরে ধীরে জ্ঞান আর সেইসাথে ব্যথা ফিরে এল। মাথার ভিতরে ভারি দপদপানি চলছে। পাঁজরের কাছে খচখচ করছে একটা তীব্র ব্যথা। স্থির হয়ে পড়ে আছে রাইডার-সারা দেহে ব্যথা অনুভব করছে। ধুলোর গন্ধ নাকে আসছে। পিঠে রোদ লাগছে, কিন্তু মাটিটা ঠাণ্ডা-মুখে রক্তের স্বাদ।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে স্থির থাকতে বলছে। ফুটপাতের উপর বুটের শব্দ, স্পারের ঝুনঝুন আওয়াজ ওর কানে আসছে।

সে কি আদৌ নড়তে পারবে? ওর একটা হাত দেহের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে। আঙুলগুলো নাড়বার চেষ্টা করল রাইডার। আড়ষ্টভাবে নড়ছে। হাতের পিছন দিকটা থেঁতলে গেছে মনে হচ্ছে। মনে পড়ছে ওটা যেন কার বুটের তলায়

পড়েছিল। হাতটা বালুর উপর ছিল বলেই কোন হাড় ভাঙেনি। ওর অবস্থা খারাপ, কিন্তু কতটা খারাপ? লোকগুলো কি তার পিস্তল কেড়ে নিয়েছে? নড়াচড়া করলে কি তাকে মেরে ফেলা হবে?

মাথা পরিষ্কার করে একটা প্ল্যান বের করার চেষ্টা করছে পল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। পেটের ভিতরটা গরম ঠেকছে। ডান হাতের আঙুলগুলো আরও খানিকটা নাড়াল, তারপর চোখ দুটো সামান্য একটু ফাঁক করল।

ফুটপাত থেকে একটু দূরে পড়ে আছে সে। পাহারাদার লোকটাকে ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে লোকটা নড়াচড়া করলে ফুটপাতের তক্তা ককিয়ে উঠছে—কাপড়ের খসখসানির শব্দও কানে আসছে। এবার কোমরে গোঁজা পিস্তলটার কথা রাইডারের মনে পড়ল। কোটের তলায় দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে ওটা। হাতটাকে খুব ধীরে সরিয়ে কাছে নিয়ে পিস্তলের বাঁটটা চেপে ধরল।

মাটি ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা ওর আছে কিনা জানে না—তবে চেষ্টা করে দেখবে। ভিতরের রাগটা এবার ধীরে ধীরে ফুঁসে উঠছে। চট করে রাগে না পল, কিন্তু একবার রাগলে ওকে রোখা মুশকিল। তখন সে আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করার জন্য থামে না। আজ ওদের একচোট দেখে নেবে।

কয়েকটা মুখ আর কয়েকটা মুঠির কথা ওর মনে আছে। ওদের তার চাই। জেক ট্যানারের জন্য আরও ভাল উপায় তার জানা আছে। ওর মত লোকের জন্য পরাজয় মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

পেশীগুলোকে নিয়ন্ত্রণে এনে তৈরি হচ্ছে, এইসময়ে একটা বাকবোর্ড এসে থামার শব্দ ওর কানে গেল।

'ওই লোকটার কী হয়েছে?' টিনা ক্রমওয়েলের গলা শোনা গেল। 'কেউ ওকে সাহায্য করছে না কেন?'

অলস ভঙ্গিতে উত্তর দিল পাহারাদার। 'কারণ লোকটা জেক ট্যানারের সাথে লাগতে গেছিল। আমার বসের সাথে কেউ লাগতে গেলে এই অবস্থাই হয়।'

ফুটপাতের বোর্ডটা ককিয়ে উঠল। 'ওকে সাহায্য করার চেষ্টা কোরো না, ম্যাম। ওকে ছুঁলে তোমার সাথেও আমাকে শক্ত হতে হবে।'

'তোমরা কি এখন মেয়েদের বিরুদ্ধেও লড়তে শুরু করেছ নাকি?' টিনার গলাটা তীক্ষ্ণ শোনাল।

'আমাদের কাছে পক্ষপাতিত্ব নেই,' জবাব দিল লোকটা। 'ওর জ্ঞান ফিরলে আবার ওকে পিটানো হবে। যতক্ষণ ট্রেন না আসে ততক্ষণ এইভাবেই চলবে—ট্রেন এলে থেঁতলানো মাংস পিণ্ডটা ট্রেনে তুলে দেয়া হবে।'

'আমার গায়ে যদি হাত দাও তবে সূর্য ডোবার আগেই তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করব,' হুমকি দিল টিনা।

পাহারাদারের চোখ এখন টিনার উপর থাকবে জেনেই গড়িয়ে হাঁটুর উপর উঠে বসল রাইডার—হাতে পিস্তল।

তাড়াতাড়ি ঘুরেই পিস্তল বের করল গার্ড। গুলি করল পল।

খুন করার জন্যই গুলি করেছিল সে, কিন্তু ঝাপসা দেখছে—হাতও স্থির ছিল না। লোকটার কোমরে লাগল গুলি। ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ল সে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রাইডার। দুই পায়ে দাঁড়িয়ে টলছে। হিচ রেইল ধরে কোনমতে পতন ঠেকাল।

জেক ট্যানারের আর একজন লোক লাফিয়ে বেরিয়ে এল। গুলি করল রাইডার। বুলেটটা ওর পায়ের কাছে তক্তায় লেগে কাঠের কুচি ছিটাল। দরজা দিয়ে ডাইভ দিয়ে ভিতরে গিয়ে পড়ায় দ্বিতীয় গুলিটা চৌকাঠে লাগল।

পাহারারত লোকটা এতক্ষণে উঠে দাঁড়াচ্ছে। মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে পিস্তলের নল দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করল রাইডার। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গার্ড। রাইডারের পিস্তলটা ওর কোমরে গোঁজা রয়েছে। ওটা ফেরত নিয়ে গার্ডের পিস্তলটাও তুলে নিল।

টিনা ক্রমওয়েল ছুটে ওর পাশে এল। 'ওহ, ভীষণ জখম হয়েছ তুমি! জলদি বাকবোর্ডে উঠে পড়ো!'

'এখন সময় নেই,' বলল পল।

দুবার চোখের পলক ফেলে মাথার ঝিম-ঝিমানি ভাবটা দূর করার চেষ্টা করে বিশাল ভালুকের মত ঘাড় ফেরাল সে।

রাস্তায় কোন লোক নেই। কিন্তু যারা ওকে পিটিয়েছে তারা আশেপাশেই কোথাও আছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনে গুলি ভরে নিল রাইডার।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে টলতে টলতে রাস্তা ধরে এগোল। প্রত্যেক শ্বাসের সাথে পাঁজরে চোট লাগছে। মাথার ভিতরে মনে হচ্ছে কেউ যেন ড্রাম পিটাচ্ছে। সে তো মরবেই—এখন আর কিছুই আসে যায় না। কেবল ওই লোকগুলোকে তার চাই। ওদের মুখ তার চেনা আছে।

দুলে উঠে পড়ে যেতে যেতেও আবার সোজা হয়ে ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে সেলুনে ঢুকল রাইডার। জেক ট্যানারের কয়েকজন লোক ওখানে রয়েছে।

হঠাৎ করেই ওদের হাসি মিইয়ে গেল। চুমুক দেওয়ার জন্য তোলা গ্লাস শূন্যেই স্থির হয়ে থেমে গেল—গুলি করল রাইডার। দুহাতে গুলি চালাচ্ছে পল। বাজ পড়ার মত প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে।

একজন পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল, গুলি খেয়ে চিত হয়ে পড়ল। আতঙ্কগ্রস্ত ভাবে আর একজন জানালার উপর লাফিয়ে পড়ে কাচের জানালা ভেঙে সমেত ওপাশে গিয়ে পড়ল। একজনের হাতে ধরা বোতল ফাটল বুলেটের আঘাতে—আর একজন, ওর মুখটা রাইডারের মনে আছে—লাফিয়ে দরজা দিয়ে বেরোবার সময়ে শিরদাঁড়ায় গুলি খেলো।

হোঁচট খেয়ে বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রাইডার। আয়নায় এক ঝলকের জন্য একটা রক্তাক্ত থেঁতলানো মুখ চোখে পড়ল। একটা বোতল তুলে এক চুমুক খেয়ে দরজার দিকে এগোল।

রাস্তায় নেমে ডাইনে-বাঁয়ে চেয়ে দেখল রাস্তা ফাঁকা। ডান হাতের পিস্তলটা খালি হয়ে গেছে বুঝে ওটা কোমরে গুঁজে আর একটা হাতে নিল।

জানালার কাচ ভেঙে একটা রাইফেলের নল বেরিয়ে এল। পিস্তল তুলে জানালার ভিতর দিয়ে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল রাইডার। দরজার আড়াল থেকে একজন বেরিয়ে এসেই তাড়াতাড়ি গুলি করল। বুলেটটা পলের পাশে একটি

খুঁটিতে লাগল।

ট্রিগার টিপল রাইডার। মিস করে আবার গুলি করল। হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে লোকটা দরজার দিকে এগোল। আবার গুলি ছুঁড়ল পল। বিকট চিৎকার করে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

দরজা থেকে দরজায় ঘুরছে পল। নিজের রক্ত আর আঘাতে জর্জরিত মাথার ব্যথায় সে প্রায় অন্ধ। ওর সামনে যারা পড়ছে তারা ওকে দেখেই আতঙ্কে তাড়াহুড়ায় গুলি করছে, কিংবা মাথা নিচু করে ছুটে পালাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে আবার স্টেজ স্টেশনের কাছে এসে দাঁড়াল পল রাইডার। ওর ঘোড়াটা ওখানে রয়েছে। টিনা ক্রমওয়েলও রয়েছে। দুবার চেষ্টার পর পাদানিতে পা ঢুকিয়ে জিনের উপর নিজেকে টেনে তুলল পল। মেয়ারটাকে ঘুরিয়ে গার্ডের পিস্তলে গুলি ভরতে ভরতে রাস্তা ধরে এগোল। কিন্তু পিস্তলটা ওর হাত থেকে ধুলোর উপর পড়ল।

পিছলে সামনে বেড়ে ঘোড়ার কাঁধে পলের মাথা ঠেকল। চোখের সামনে সব ঘোলা হয়ে আসছে–পড়ে যাচ্ছে ও। টিনার বাকবোর্ডটা রাইডারের পাশে এসে গেল। বাকবোর্ডের উপরই পড়ল পল। তাড়াতাড়ি নেমে ঠেলে ওকে গাড়ির পিছনে তুলে দিল টিনা। তারপর মেয়ারটাকে গাড়ির পিছনে বেঁধে দিয়ে দ্রুত র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হলো।

চোখ খুলে রাইডার দেখল পরিষ্কার বিছানায় সাদা চাদরের উপর সে শুয়ে আছে। সীলিংটা সূর্যের আলোয় আলোকিত। ধীরে আড়ষ্ট ঘাড়টা ফেরাল।

কামরাটা বেশ বড়, চারকোনা–পরিপাটি করে গোছানো। খাটটা পুরোনো আমলের বিশাল একটা পালঙ্ক। মেঝেটা পরিষ্কার তকতকে। ঘরে কয়েটা ছোট কার্পেটও রয়েছে। নড়ার চেষ্টা করে পাঁজরে খচ করে লাগল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। দেহের উপর আঙুল চালিয়ে বুঝল বগলের তলা থেকে কোমর পর্যন্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা। সারা শরীর আড়ষ্ট।

একটা চেয়ারের সাথে তার খাপে ভরা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা ঝুলছে। অন্য পিস্তলটা তার ইস্ত্রি করা জীনসের উপর রাখা। কোটটা চেয়ারের পিছন দিকে ঝুলছে।

কয়েক মিনিট স্থির হয়ে পড়ে রইল রাইডার। পরিষ্কার চাদরে শোয়ার সুখটা পুরোপুরি উপভোগ করছে। একটু পরে চোখ বুজে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। পরের বার চোখ খুলে শুয়ে শুয়ে ভাবছে কোটের পকেটে রাখা চিঠিগুলো উঠে কষ্ট করে এনে পড়লে কষ্টটা সার্থক হবে কিনা।

এই সময়ে পায়ের শব্দ পেল পল। দরজা খুলে টিনা ঘরে ঢুকল। নীল আর সাদা সুতির জামায় ওকে চমৎকার মানিয়েছে।

'নিজের চেহারাটা তোমার একবার দেখা উচিত,' হাসি মুখে বলল সে। 'দেখার মতই হয়েছে।'

'আমার যেমন লাগছে, তাতে চেহারার কী অবস্থা হয়েছে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি।'

'তোমার কপাল খুব ভাল বলতে হবে। ডাক্তার বলেছে হাড়গোড় কিছু

ভাঙেনি, তবে দেহের ভিতরে কোন ক্ষত হয়ে থাকতে পারে।'

চট করে মুখ তুলে চাইল রাইডার। 'ডাক্তার কি আমাকে পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখেছে?'

'সময় ছিল না। আগামীতে ভাল করে দেখবে বলেছে।'

অসম্ভব, মনেমনে বলল পল। 'এখান থেকে আমার চলে যাওয়া দরকার,' বলল সে। 'জেক টানার যদি টের পায় আমি এখানে আছি তা হলে তোমার বিপদ হবে।'

নক শুনে দরজা খুলল টিনা। মেক্সিকান মেয়েটা ট্রেতে করে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

পলের হাতে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। মনে পড়ল ওই হাতটাই বুটের তলায় পড়েছিল। অন্য হাতটাও কিছুটা ছিলেছে। উঠে বসতে গিয়ে আয়নায় নিজের চেহারার দিকে ওর নজর পড়ল। কিছুই চেনা যাচ্ছে না।

একটা চোখ কালো হয়ে আছে, নাকটা ফুলে আকারে ডবল দেখাচ্ছে। ঠোঁট আর গাল কিছু কিছু জায়গায় ফুলে ঢোঁপলা হয়ে আছে। থুতনিটাও কেটেছে। মাথায় পট্টি বাঁধা, চোখ দুটোও প্রায় বুজে রয়েছে। তবে এর চেয়েও খারাপ অবস্থা আশা করেছিল সে।

'তোমার মেয়ারটাও আমরা নিয়ে এসেছি,' বলল টিনা। 'ঘোড়াটা এমন আগ্রহের সাথে দানা খাচ্ছে, মনে হয় যেন বহুদিন ওর কোন দানা জোটেনি। তুমি যা বলছ, ওই ব্যাপারে আলাপ করতেই রাইলির আজ এখানে আসার কথা আছে।' বিছানার চাদরটা সমান করল সে। 'আর আমার জন্যে দুশ্চিন্তা কোরো না—জেক টানারকে আমরা ঠেকাতে পারব।'

টিনা চলে যাবার পর আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল রাইডার। মাথাটা আবার দপদপ করছে—ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

ঝামেলা পাকাতে নিউ মেক্সিকোতে আসেনি পল। হর্স স্প্রিংসেও সে কোন ঝামেলা চায়নি—নর্থ প্লেইনেও না। কিন্তু এটা সে জানে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাউকে রুখে দাঁড়াতেই হয়। কেউ যদি একবার পালাতে শুরু করে তবে সারা জীবন তার পালানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মানুষকে যখন মরতেই হবে তখন সম্মানের সাথে মরাই ভাল। বারো বছর ইঁদুরের মত বাস না করে একদিন সিংহের মত বাঁচা অনেক ভাল।

কনুই-এর উপর ভর দিয়ে উঠে কোটের পকেট থেকে চিঠিগুলো বের করল পল। বল্টিমোরের অ্যাটর্নির একটা চিঠি এসেছে—সাথে কিছু কাগজপত্রও রয়েছে। তার প্ল্যান অনুযায়ী ওদিককার কাজ শেষ হয়েছে। অন্যটা পার্কিনসন ডিটেকটিভ এজেন্সির রিপোর্ট।

জেক টানারের সাথে পওলীনের বাবার কিছু ব্যবসায়ীকে যোগাযোগ রয়েছে। টানারের মাধ্যমেই জুয়াড়ী লোকটাকে ভাড়া করেছিল ওরা।

সমস্যাটা ভেবে দেখায় মন দিতে চেষ্টা করছে পল। অনেক আগে একটা চীনা প্রবাদ পড়েছিল: যে লোক তিন মিনিট একটানা মনোযোগ দিয়ে কিছু ভাবতে পারে, তার পৃথিবী শাসন করবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এখন সে ক্লান্ত। মাথাটা স্থির থাকছে না। বিশ্রাম চাই ওর।

একটা ব্যাপার ভেবে অবাক হচ্ছে, এই প্রথম সে অন্য কারও জন্য কিছু করার কথা ভাবছে। এটা ঠিক যে জেক ট্যানারই ওকে মার খাইয়েছে। কিন্তু সে যা করতে চাচ্ছে সেটা ওই মারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়-টিনা ক্রমওয়েলকে সাহায্য করার উদ্দেশেই করবে।

মাথার ব্যথায় চোখ বুজল পল। কিন্তু মেয়েটার ছবি থেকেই গেল। পওলীনের বদলে এই মেয়ের সাথে কেন তার আগে পরিচয় হয়নি? কিন্তু তাতে কী লাভ হত? সে তো মারাই যাচ্ছে, আর বেশি সময়ও নেই প্রতিদিন একটু একটু করে সে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তবু এখনও কিছুটা সময় আছে। লড়াই সব সময়েই তার প্রিয়। টিনাকে সাহায্য করবে আর জেক ট্যানারকেও সে একটা ভাল পিটুনি দেবে। মরার আগে অন্তত এটুকু সে করবে।

যে লোক সারা জীবন লড়াই করেছে তার লড়তে লড়তেই শেষ হওয়া সবচেয়ে ভাল। টিনার র‍্যাঞ্চটা জেকের কবল থেকে রক্ষা করবে পল। টিনা...

ভাবতে ভাবতেই এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সাত

পল যখন জাগল তখন অন্ধকার হয়েছে। কাটা চামচ আর প্লেটের আওয়াজ ওর কানে আসছে—অর্থাৎ রাতের খাওয়ার সময় হয়েছে। উঠে বসে মেঝেতে পা রাখল রাইডার।

টিনা ঘরে ঢুকে দেখল পিস্তলের বেল্টটা কোমরে আঁটছে সে।

'নেহাত বোকার মত কাজ করছ তুমি,' কঠিন গলায় বলল টিনা। 'তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।'

'শিগগিরই বিশ্রাম নেয়ার প্রচুর সুযোগ আসবে।' একটু থেমে টিনার দিকে চাইল পল। 'খিদে পেয়েছে আমার। যাই হোক, কাজ ফেলে বিছানায় শুয়ে থাকা আমার ধাতে সয় না।'

অন্য পিস্তলটা কোমরে গুঁজে কোট পরে টিনার পিছন পিছন হলঘরে এসে হাজির হলো পল। চমৎকার মসৃণ কাঁধ মেয়েটার। ফিরে যখন পলের দিকে চাইল—সরাসরিই চাইল সে।

ঘরটা বেশ বড়। শেলফে অনেক বই রয়েছে। বই দেখে ওদিকে এগিয়ে গেল পল। চার্লস ডিকেন্স, স্যার ওয়ালটার স্কট, ওয়াশিংটন ইর্ভিং, শেক্সপিয়ার—সব নাম করা লেখকের বইই রয়েছে।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল টিনা। 'বই পছন্দ করো তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হয়তো লক্ষ করেছ, আমি খুব নিঃসঙ্গ মানুষ, মিস ক্রমওয়েল। এই ধরনের লোক পড়তে পছন্দ করে। আমার কপাল ভাল আমার একজন শিক্ষক আমাকে পড়ায় উৎসাহিত করেছিল।'

'তোমাকে বোঝা সত্যিই দায়। তোমার কথাবার্তায় ধরা যায় তুমি শিক্ষিত

মানুষ, অথচ–'

'গতকাল যা করেছি তাতে বিভ্রান্ত বোধ করছ–তাই না? কিন্তু কোন মানুষ শিক্ষিত হলেই তাকে নিয়ে গোলমাল হতে হবে, এমন ধরনের কথা কি ঠিক? মানুষের জীবনে মাঝেমধ্যে প্রচণ্ড হওয়ারও দরকার আছে।

ক্রিস্টোফার মারলোর কাছ থেকে শিখতে অস্বীকার করা হয়েছিল যে সে আর বাড়ি ফেরার পথে পাহারাদার পুলিশ কনস্টেবলকে ধরে পেটাবে না। সক্রেটিস দক্ষ যোদ্ধা এবং কুস্তিগীর ছিল। হর কথার মাঝে বলা যেতো, আলসিবিয়েডসকে সে কীভাবে পটিয়ে ফেলে বশ করেছিল তা নিশ্চয়ই জানো? অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী বলে আলসিবিয়েডস-এর নাম ছিল।

বিশ্বাস করো, এমন হাজারো নজির আছে। নামী দামীর থেকে দেখাতে পারি। শিক্ষিত মানুষের পক্ষেও খেপে যাওয়া বিচিত্র নয়।'

'তুমি কি পশ্চিমের মানুষ, মিস্টার রাইডার?'

'এক হিসেবে তাই বটে। কিন্তু পশ্চিমের সব মানুষই আসলে বাইরে থেকে এসেছে। আর্কিমিডিসের সেই কৌশলে মন্দ কাজকে মনোভাবই জানেন, দ্বৈতভঙ্গি এবং আইরিশ ভঙ্গিতে লোকজনকে কথা বলতে শুনেছি আমি। তবে আমার মনে হয় ওয়েস্টার্ন হওয়া না হওয়া পুরোপুরি মানুষের মানসিক চিন্তাধারার ওপর নির্ভরশীল। যারাই বাস করার জন্যে পশ্চিমে আসার সিদ্ধান্ত নেয় তারা সবাই প্রায় একই মানসিকতার মানুষ। সবাই একজন সঙ্গী বেছে নিয়ে নিজেদের সাথে জীবন কাটাতে চায়, কিন্তু এখানে টিকে থাকাটাই একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।'

'মিস্টার রাইডার–?'

'আমাকে পল বলেই ডেকো। এই নামেই আমি বেশি অভ্যস্ত।'

'ঠিক আছে–পল। মেক্সিকানের সাথে তোমার যখন দেখা হয় তার কি কথা বলার মত অবস্থা ছিল? আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কখন সে আহত হয়েছে। যাওয়ার সময় না ফেরার পথে?'

'লোকটা দুশ্চিন্তায় ছিল। সম্ভবত কোন ব্যাপারে কী যেন বিড়বিড় করছিল। না, যতক্ষণ আমার সাথে ছিল, পুরোপুরি জ্ঞান তার তখনই ছিল না।'

লম্বা টেবিলটার দিকে এগোলো টিনা। তড়িঘড়ি এগিয়ে গিয়ে ওকে চেয়ার টেনে বসাল রাইডার। 'ধন্যবাদ। এ ধরনের মেক্সিকান এদিকে সচরাচর দেখা যায় না।'

একে একে র‍্যাঞ্চের কর্মচারীরা সবাই হাজির হলো। চোরা চোখে পলের দিকে চাইছে ওরা।

'বুঝতে পারছি একটা সমস্যায় পড়েছ তুমি। আমাকে খুলে বলবে? আমার সাহায্য হয়তো কাজে লাগতেও পারে।'

'জেক টালবেরের চল্লিশ হাজার একর জমি। ওর অনেক জমির দরকার। এটাই আমাদের প্রধান সমস্যা।'

আর কোন প্রশ্ন করার দরকার বোধ করল না রাইডার। এদিককার বড় র‍্যাঞ্চারদের বেশির ভাগই র‍্যাঞ্চের মালিকানা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে গায়ের জোরে জমি দখল করেছে, কিংবা এটা ওটা দিয়ে আপাচেদের জমি কিনে নিয়েছে। কিন্তু যেহেতু মালিকানায় কোন দলিলপত্র নেই, সরকার

ওইসব জমি নতুন যারা পশ্চিমে বাস করতে আসছে তাদের মাঝেই বেচে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। এসব ব্যাপার সবই রাইডারের জানা, আর এসব এড়িয়ে যেতে হলে কী করা দরকার তাও সে জানে।

'তোমার কর্মচারীদের দিয়ে ক্লেইম ফাইল করাচ্ছ?'

চট করে মুখ তুলে তাকাল টিনা। পল টের পাচ্ছে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরাও ওর কথায় একটু চমকে উঠেছে।

'সেটা কি আইন সম্মত নয়?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল মেয়েটা। তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, 'তবে তোমার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে: হ্যাঁ, তাই করেছি আমি। যদি কেউ চায় তবে সে তার জমি রাখতে পারে—না চাইলে আমি তা কিনে নেব। এ ছাড়া আমার বাবা এত কষ্ট স্বীকার করে র‍্যাঞ্চ করেছে তা আমাকে হারাতে হবে।'

'আরও বিকল্প পথ থাকতে পারে,' জবাব দিল রাইডার। 'তুমি কি রেল কোম্পানির জমিতেও গরু চরাচ্ছ?'

'না,—তবে রাইল করে। জেক সহ অন্যান্য র‍্যাঞ্চারদের মধ্যেও কেউ কেউ তা করছে। আমাদের জমি আরও দক্ষিণে।'

খাওয়া শেষ হলে চওড়া বারান্দায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত ওরা দুজনে গল্প করল। বাঙ্ক হাউস থেকে আর্বানর সুরেলা কণ্ঠের গান ভেসে আসছে।

টিনাকে তার নিজের সম্পর্কেই কথা বলার সুযোগ করে দিল পল। শুনল তার ছেলেবেলা কেমন কেটেছে, ইন্ডিয়ান আক্রমণের সময়ে তার কেমন লাগত—বড় হয়ে বাবার মৃত্যুর পর কীভাবে জার্মান এক কর্মচারীর কাছে জার্মানীতে ব্যবহৃত বাঁধ তৈরি করে পানি সঙ্কট দূর করার ব্যবস্থাগুলো জেনে নিয়ে ওই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে র‍্যাঞ্চের উন্নতি করেছে—ইত্যাদি।

বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর আগে বারান্দায় বসে গল্প করার কথা নিয়েই ভাবল পল। জীবনে কারও সাথে এতক্ষণ একটানা গল্প সে করেনি—রাইডারের সাথেও না।

পলের দেহটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছে। যেদিকেই ফিরুক স্বস্তি নেই—সবখানেই ব্যথা। পরবর্তী তিনটা দিন শুয়েবসেই কাটল। তবে টের পেল সব সময়েই গ্রেগ, আর্বান, বা ছেলেমানুষ চেহারার বিশাল শক্তিধর ডগলাস ওর আশেপাশে রয়েছে।

শুনেছে জেক ট্যানার নাকি গ্রেপ্তার করাবার জন্য ওয়ারেন্ট বের করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু স্থানীয় জজ তার আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। 'আমি নিজেই দেখেছি কী ঘটেছে,' কর্কশ গলায় ধমকে উঠেছেন তিনি, 'রাইডার কিছু অন্যায় করেনি, যা করেছে তা আত্মরক্ষার জন্যেই করেছে।'

'ওটা আত্মরক্ষা কী করে হলো? সে তো আক্রমণ করছিল!' রেগে উঠে যুক্তি দেখিয়েছিল জেক।

'অনেক সময়ে আক্রমণই বেস্ট ডিফেন্স,' গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েছেন জজ সাহেব। 'তোমরা তাকে বিনা প্ররোচণায় আক্রমণ করেছিলে—আবারও আক্রমণ করতে পারো, এটা ভাবার তার যথেষ্ট কারণ ছিল। হাতের কাছে ছিলে না বলে তোমরা কয়েকজন বেঁচে গেছ—তোমাদের ভাগ্য ভাল।'

রাগে গটমট করে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে [illegible]
আবার নিজের কাজে মন দিয়েছিলেন জাজ সমার্স।

বোকা নয় জেক, বেশ উতলা হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু কেন [illegible]
সেটাই পরিষ্কার বুঝতে পারছে না। একটা বিপদ সংকেত [illegible]
করছে। রাইডার তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কীসে আসামী। [illegible]

রাইডার কি আন্দাজে প্রশ্ন করেছিল? নাকি সে [illegible]

পরেরটার সম্ভাবনা কম, কিন্তু সবদিক বিচার না করে [illegible]
হবে। হর্স স্প্রিংস বা নর্থ প্রেইনে রাইডার যেভাবে [illegible]
জেকের লোকজন বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। একটা পুরোনো [illegible]
হয়েছে—আর একজন রাইডারের গল্প। সাংঘাতিক লোক ছিল সে।

এখানে একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না [illegible]
লোকজনের বিশ্বাস রাইডার বদ্ধ পাগল। নইলে নিজের জীবনের [illegible]
কেউ অ্যালামিটোসে ওই তুলকালাম কাণ্ড ঘটায়?

হোটেলের ডাইনিং রুমে বসে চিন্তিত মনে চুরুট চিবাচ্ছে জেক। [illegible]
সবকিছু তার প্ল্যান মতই এগিয়েছে। সেড্রিক মরোন বটে, কিন্তু [illegible]
কিছুদিনের জন্য অকেজো হয়ে পড়ে থাকতে হবে। সেটাই [illegible]
র‍্যাঞ্চ আর এখন কোন বড় বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। [illegible]
চিরতরে সরাবার ব্যবস্থা সে পাকা করে ফেলেছে।

রাইলির জমিতে বাসা করায় সে যেমন নির্দয় ভাবে তাদের [illegible]
তাতে অ্যালামিটোসের বাসিন্দারা অনেকেই ওর প্রতি রুষ্ট হয়েছে। [illegible]
সান্তা ফের কোর্টেও ঘটনাটা রাইলির বিরুদ্ধে যাবে। তা ছাড়া ওর [illegible]
উদ্ধত স্বভাবের জন্য শত্রুর সংখ্যাই বেড়েছে—বন্ধু জোটেনি।

"জোর যার মুলুক তার" কথাটা পশ্চিমে খুব বেশি রকম [illegible]
অভিজ্ঞতায় জেক দেখেছে গায়ের জোরেই কাজ হয়। যারা [illegible]
করেও কোন সুফল পায় না, কারণ সরকার এসব ব্যাপারে [illegible]
দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

ওয়াশিংটন থেকে জেক খবর পেয়েছে শিগগিরই জমির আইন [illegible]
আইন করা হবে। রদবদল হওয়ার আগেই সুযোগ বুঝে কিছু মুনাফা লুটতে [illegible]
ট্যানার। হাজার হাজার লোক জমি কেনার জন্য হন্যে হয়ে পশ্চিমে [illegible]
আসল মালিক না হয়েও সে ওই জমি নবাগত লোকজনের কাছে বিক্রি [illegible]
মতলব এঁটেছে। যারা ওর কাছ থেকে জমি কিনবে, তাদের কারও কাছে [illegible]
টাকা খরচ করে মামলা-মোকাদ্দমা করার মত টাকা না থাকাই স্বাভাবিক। [illegible]
যদি কেউ কোর্টে যায়—ততদিনে পুবে ফিরে যাবে জেক ট্যানার। ওই সময়ে [illegible]
সরকারী আইন চালু ছিল তাতে নিউ মেক্সিকোতে যে জোচ্চুরি করা হয়েছে [illegible]
জন্য অন্য স্টেটে কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। কেবল নিউ মেক্সিকো[illegible]
আর ফিরে না গেলেই হলো।

চমৎকার প্ল্যান এঁটেছে—কোন ফাঁক নেই। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল জে[illegible]
তিন মাসের মধ্যেই ত্রিশ লক্ষ একর জমি ওর হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

টেবিলের উপর রাখা খবরের কাগজটা তুলে নিল জেক। কাগজে পল হান্টারের নাম দেখে ওর মেজাজটা একটু খাট্টা হয়ে গেল। ওই লোকের শ্বশুরের কাছে পাওয়া এক খবরে একবার তার অনেক টাকা গচ্চা গেছে। পল হান্টার ক্যানসাস প্যাসিফিকের প্রচুর স্টক কিনছে বলে খবর পেয়ে সেও ওই স্টক কিনেছিল। ক্যানসাসে প্যাসিফিক ইউনিয়ন প্যাসিফিকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আর একটা রেল রাস্তা খুলবে বলে খবর পেয়ে পল হান্টারের সাথে যোগাযোগ করে ইউনিয়ন প্যাসিফিকের লোক গোপন চুক্তি করে বেশ মোটা লাভ দিয়ে ওর স্টক সব কিনে নেয়। জেক যখন জানল তখন ক্যানসাস প্যাসিফিক শেয়ারের দাম কমে অর্ধেক হয়েছে। দশ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি ওর মেনে নিতে হয়েছিল।

কিন্তু ওই জুয়াড়ীটাকে কীভাবে মারল হান্টার? লোকটাকে সামনাসামনি কখনও দেখেনি জেক, কিন্তু ওইভাবে মার খাওয়ার পর ওকে খুন করাবার জন্য জুয়াড়ী লোকটাকে লেলিয়ে দিতে ওর একটুও বাধেনি। হান্টার মরলে ওর দুদিক থেকে লাভ হতো। শোধও নেওয়া হতো, আবার পওলীনকেও কাছে পাওয়া যেত।

ইচ্ছে করেই ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিল না জেক। কিন্তু পরে অনেকের কাছেই রিপোর্ট পেয়েছে তার ভাড়া করা লোকটা পিস্তল বের করে হান্টারকে গুলি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু হান্টার যেন যাদুমন্ত্রের মত কোথা থেকে একটা পিস্তল বের করে আগেই ওকে গুলি করে দিল।

রাইডার ঘরে ঢুকে জেকের উল্টো দিকে বসল। ওর মুখটা এখনও কিছুটা বিকৃত রয়েছে—দাগগুলোও মিলায়নি। জনা বিশেক লোক রয়েছে খাবার ঘরে। চাপা উত্তেজিত স্বরে ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে জেক। রাইডারের মুখের ওই অবস্থার জন্য কে দায়ী এটা ওদের কারও অজানা নেই।

লাল হয়ে উঠেছে জেকের মুখ—সেটা বুঝতে পেরেই ওর আরও রাগ হচ্ছে। রাইডার গাধাটা হোটেলের ডাইনিং রুমে কী করতে এসেছে? বরই এর উপযুক্ত জবাব—সিদ্ধান্ত নিল জেক।

ওর দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসল রাইডার। 'হ্যালো, জেক,' বলল সে। 'আগামীতে পিছন ফিরলে আঘাত না করে সামনাসামনি লড়ে দেখো তোমার কী দুরবস্থা হয়।'

'ছোট লোকের মত মারপিট করি না আমি।'

'আমার মনে হয় তোমার সে সাহস নেই। নিজের লড়াই টাকা দিয়ে অন্যদের দিয়ে করাও। আমার মতে তোমার পশ্চিম ছেড়ে আবার নিউ ইয়র্কে ফিরে যাওয়া উচিত। এখন না গেলে হয়তো আর কোনদিন ফিরতেই পারবে না।'

জেকের খিদে মরে গেছে। ঘরটাও যেন কেমন ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপারটা আগে খেয়াল করেনি।

আট

পুরো খাবার খেতে পারল না রাইডার। জেকের সাথে একটু কথা বলেই সে এখ

বিরক্ত আর অস্থির বোধ করছে। বুঝতে পারছে অনেকদিন পুবে কাটিয়ে এলেও আসলে মনেপ্রাণে পশ্চিমের মানুষই রয়ে গেছে।

বাইরে আকাশে তারা উঠেছে। রাতের বাতাসটাও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সতর্ক চোখে একবার রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে দেখে নিল রাইডার।

খাওয়ার পরে বেশ ভাল বোধ করছে। ব্যথাটা আর আগের মত দপদপ ওকে কষ্ট দিচ্ছে না। ডাক্তার বলেছিল শেষ দিকে নাকি এই রকমই হবে।

মরণাপন্ন মানুষের মত দুর্বল বোধ করছে না পল। তবু মনেমনে মৃত্যুকে সে স্বীকার করে নিয়েছে। তার দেহের শিরা উপশিরা দিয়ে আগের মতই রক্ত চলাচল করছে। ঠাণ্ডা বাতাসটাও আগের মতই ভাল ঠেকছে। যখন ব্যথাটা আরম্ভ হয়, বমি করার চেষ্টা করে যখন মুখ দিয়ে রক্ত উঠে, তখনই কেবল বিশ্বাস হয় সে সত্যিই মারা যাচ্ছে।

রাস্তা পার হয়ে নিজের মেয়ারটার উপর চড়ে বসল রাইডার। রাস্তা ধরে এগোতে গিয়ে দেখল অন্ধকারের ভিতর ছায়ার মত একটা লোক পিছনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। ট্রেনে দেখা লোকটাকে চিনতে পারল পল। লোকজনের কথাবার্তা থেকে বুঝেছে ওই লোকটাই বব।

হঠাৎ ঝোঁকের বশে ঘোড়া ঘুরিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল সে।

'বব!'

লোকটা সতর্ক হলো। চোখের উপর টেনে নামানো হ্যাটের তলা দিয়ে চাইল বব। হোটেলের খোলা জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে পলের গায়ে।

'বব, ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা তুমি কোরো না। তোমাকে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। দ্বিতীয়বার আর বলব না।'

টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করে বব। কিন্তু নিজের জীবনের উপর কোন ঝুঁকি নেওয়ার আগ্রহ তার নেই। 'ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের কথা শুনেছি বলে আমার মনে পড়ছে না,' জবাব দিল বব। 'তোমার পরিচয়টা কী?'

'আমি রাইডার।'

ওই নামটা ববের কাছে পরিচিত হওয়ারই কথা। ওই নামের সাথে জড়িত ঘটনাগুলোও বেশির ভাগই ওর জানা।

'তোমাকে একটু কম বয়সী দেখাচ্ছে। রাইডারের বয়স এখন–তা প্রায় ষাটের কাছাকাছি হওয়ার কথা।'

'হতে পারে।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল পল। 'আশা করি আমার কথা ঠিক বুঝেছ তুমি। এটা কোন চ্যালেঞ্জ নয়–কেবল একটু সতর্ক করে দেয়া। আমার মনে হয় দু'জনের কেউই একান্ত বাধ্য না হলে নিজেদের মধ্যে লড়তে চাইব না।'

মেয়ারটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রাইডার।

সিঁড়ির উপর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওর যাওয়া দেখল বব। কত বয়স ছিল রাইডারের? থ্রি-এক্স আউট ফিটের কয়েকজন লোক দা ক্রসিঙে ওকে মেরে ফেলেছিল বলে শোনা যায়। সেও অনেকদিন আগের কথা। তবে ওর মৃতদেহটা পাওয়া যায়নি। লাইট নিভে যাওয়ার পরে রাইডার আর সেই ছেলেটা–দু'জনেই অদৃশ্য হয়েছিল।

এই লোকটা হয়তো সেই একই রাইডার নয়। তবু সব সময়ে সবচেয়ে খারাপটা আশা করলে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়।

বব যখন সেড্রিককে গুলি করেছিল ঘোড়াটা বেয়াড়া ভাবে লাফালাফি শুরু না করলে লোকটা কিছুতেই বাঁচত না। এই প্রথম ববের হাত থেকে কেউ বেঁচে গেছে। কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না বব, কিন্তু হয়তো এতে কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চ থেকে দূরে থাকাই তার উচিত।

উপরে উঠে হোটেলের একটা কামরায় ঢুকে কান খাড়া করে কিছুক্ষণ দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকল বব। জেক ট্যানার ঘরে ঢুকে দেখল অন্ধকারে বিছানার উপর বসে আছে সে।

'আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ তুমি?' প্রশ্ন করল বব।

একটা চুরুট বের করে নিজে নিয়ে ববকেও একটা অফার করল। 'আমাদের জলদি কাজ সারতে হবে। ডেরিক রাইলিকে এখনই সরানো দরকার।'

'ঠিক আছে।'

'এ ছাড়া ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের একজনকেও মারতে চাই। কাকে মারবে, সেটা তোমার ইচ্ছা। মেয়েটাকে আমি একটু ভয় পাইয়ে দিতে চাই।'

'না।'

দিয়াশলাই-এর শিখার উপর দিয়ে ববের দিকে চাইল জেক।

'একটা লোক আমাকে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে সাবধান করেছে।'

'রাইডার? তাতে কী? ওকে ভয় পাচ্ছ কেন?'

'ওখানে কিছু ভাববার বিষয় রয়েছে। অনেকদিন আগে আমার ব্যবসায়ে রাইডার নামে একজন ছিল। অসাধারণ লোক–পরিপাটি করে কাজ সারত।'

'সে কি বেঁচে আছে?'

সংক্ষেপে দা ক্রসিঙের ঘটনা বর্ণনা করল বব। 'এ সেই লোকও হতে পারে। তাই যদি হয়, আর সে যদি লড়তে নামে–অনেক ঝামেলা হবে।'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?' জেকের স্বরে ব্যঙ্গ।

'আমি একজন ব্যবসায়ী, মিস্টার ট্যানার। আমার ব্যবসায়ে যদি কাউকে সর্বক্ষণ পিছন দিক সামলাতে হয় তবে কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রাইডারই হোক বা যেই হোক, লোকটা যে সহজ মানুষ না, তা তুমি নিজেও ভাল করেই জানো।'

'ঠিক আছে, আমি ওর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করব।'

উঠে দাঁড়াল বব। 'ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের দিকে হাত না বাড়ালেই তুমি ভাল করবে। লোকটা যদি তোমার পিছনে লাগে, কখন কোত্থেকে গুলি খাবে সেটা তুমি নিজেই বুঝবে না।'

রেগে উঠে কী যেন বলতে যাচ্ছিল জেক, বব বাধা দিল।

'তুমি গত কয়েক মিনিট যাবৎ আলোর মধ্যে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছ। আমি তোমাকে মারতে চাইলে এতক্ষণে তুমি মারা পড়তে। সবই পেশাগত চোখে দেখতে আমি অভ্যস্ত। রাইফেলের দেশে তুমি অচল।'

'তুমি রাইলির ব্যাপারে ভাবো,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জেক। 'বাকিটা আ

নিজেই সামলাতে পারব।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমার কাজের জন্যে টাকাটা অগ্রিম চাই।'

'আমাকে অবিশ্বাস করো?'

'এই পেশাটাই অবিশ্বাসের—কাউকেই ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। যারা জানালার সামনে দাঁড়ায় তাদের ওপর আমার বিশ্বাস আরও কম। তুমি মরে গেলে আমার পাওনা কে মেটাবে?'

টাকা দেওয়া হলে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল নব। পায়ের আওয়াজের জন্য কান পেতেও কোন শব্দ পেল না জেক। কোট খুলে টাইটা ঢিলে করে বালিশে হেলান দিয়ে ভাবতে বসল। রাইডার ওকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। ববের অদ্ভুত আচরণে আরও অস্থির বোধ করছে।

মেয়ারটাকে ভিতরের মাঠে ছেড়ে দিল পল। বড় তামাটে স্ট্যালিয়নটা কাছেই ঘাস খাচ্ছে। ওর দিকে এক দলা চিনি বাড়িয়ে ধরল, কিন্তু হাত থেকে নিল না। এক গজ দূরে পাথরের উপর রাখায় নিল।

দ্বিতীয় টুকরাটা হাত থেকেই খেলো। প্রথমে কয়েকবার ঘাড় লম্বা করে বাতাস শুঁকে শেষ পর্যন্ত নিল। সন্ধ্যার দিকে ওর কাঁধে হাত রেখে একটু আদর করার সুযোগ পেল পল। চিনি দিয়ে ঘোড়ার মন কিছুটা জয় করে ফেলেছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুম হলো। টিনার কথা আর সেই সন্ধ্যায় দীর্ঘ সময় ধরে গল্প করার কথা ভাবতে ভাবতেই ওর ঘুম ভাঙল।

শেভ করে জামা বদলে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে বসল। জেক ট্যানারকে ঠেকাতে হলে নিউ ইয়র্ক থেকে চাপ সৃষ্টি করা দরকার। নিউ ইয়র্কে তার যা স্টক আছে তাতে সব মহলেই সে সম্মান পায়—তার কথার যথেষ্ট দামও দেওয়া হয়।

মেয়ারের পিঠে জিন চাপিয়ে রাইডার স্ট্যালিয়নটাকে একটু আদর করল। মেয়ারের পিঠ থেকে তামাটে ঘোড়াটার পিঠে অর্ধেক ভর রাখল—একটু সরে গেল স্ট্যালিয়ন, কিন্তু চিনি খাওয়ার লোভে আবার কাছে এল। বুঝতে পারছে এখন ইচ্ছা করলেই যখন খুশি ওটার পিঠে চড়তে পারবে।

মেয়ারের লাগাম ধরে লাভার ভিতর থেকে ওকে বাইরে বের করে আনছে রাইডার। মুখের কাছাকাছি এসে লোকজনের সাড়া পেল। সাতজন আরোহী—জেকের লোক ওরা।

যেদিকে যাচ্ছে, ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চ ছাড়া ওদিকে আর কিছু নেই। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে বাইরে বেরিয়ে চিহ্ন মুছে ঘোড়ায় চড়ল।

আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ। স্বচ্ছ পরিষ্কার বাতাস। চমৎকার মিষ্টি রো ছড়াচ্ছে সূর্য।

ওই দিনই সকালে অ্যালামিটোসে একটা জমির অফিস খুলেছে জেক। জ বিক্রির বিজ্ঞাপন ঝুলছে বাইরে। র‍্যাঞ্চের জমি, চাষের জমি বা বাড়ি তৈরির জ সবরকম জমিই বিক্রি হবে বলে লেখা রয়েছে।

নিউ ইয়র্কে পওলীন টের পেয়েছে তার স্বামী রহস্যজনক ভাবে

লাভা স্তরের কাছে রাইডার জেক ট্যানারের সাতজন আরোহীর পিছু নিয়েছে। বেশ ঘন হয়েই এগোচ্ছে ওরা। বেশি ধুলো উড়বে বলে ঘোড়ার গতি অনেক কম রেখেছে। নর্থ প্লেইনে গাছের আড়ালে ওরা অদৃশ্য হতেই কোনাকুনি ওদের থেকে দূরে সরতে শুরু করল পল। কিন্তু গাছের আড়ালে পৌঁছে এবার যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছে সেটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সোজা উত্তর দিকে ঘোড়া ছুটাল।

ওই লোকগুলো যে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের দিকেই যাচ্ছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। সোজা সামনে জুনি পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়াটা দেখতে পাচ্ছে পল। র‍্যাঞ্চের উত্তর-পশ্চিমে ওটা, জানে সে।

রাইফেলটা জিনের উপর রেখে সাবধানে এগোচ্ছে রাইডার। গ্র্যান্ড ডিউক অ্যালেক্সিসের অস্ত্র যারা বানায় পলের রাইফেল তাদের থেকেই অর্ডার দিয়ে তৈরি। অত্যন্ত নিখুঁত আর শক্তিশালী করে বানানো হয়েছে ওটা।

জেকের লোকগুলো লাভা ঘেঁষেই এগোচ্ছে। দূর দিয়ে প্রতিটা আড়ালের সুযোগ নিয়ে গোপনে এগোচ্ছে রাইডার। জুনি পাহাড়ের উত্তর ঢালে পৌঁছে র‍্যাঞ্চটা ওর চোখে পড়ল। অনেক দূরে একটা জায়গায় ধুলো উড়ছে—অর্থাৎ দুদিক থেকে আক্রমণ করার প্ল্যান নিয়েছে ওরা।

ঢাল বেয়ে নীচে নামার সময়ে ঘোড়ার গতি বাড়াল রাইডার। দূরত্ব অনেক কমিয়ে ফেলেছে—আরও কমছে। লাভা স্তরের পাশের দলটাও এবার ঘোড়ার গতি বাড়াল। সম্ভবত ওরা কে কী করবে তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' ঘোড়াটাকে বলল রাইডার। 'এবার দেখাও তুমি কেমন ছুটতে পারো।'

গাছের আড়াল থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে ঢাল বেয়ে ঘোড়া ছুটাল সে। ত্রিভুজের শীর্ষ কোণে রয়েছে রাইডার—বাকি দুই কোণ থেকে ওর দিকে ছুটে আসছে আক্রমণকারী দুটো দল।

ছুটতে শুরু করল মেয়ার। এখন পর্যন্ত লোকগুলো ওকে দেখতে পায়নি। ওর তাড়া বুঝেই যেন ঘোড়াটা আরও জোরে ছুটছে। সমতল জমিতে এসে পড়েছে ওরা। সামনে র‍্যাঞ্চের ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। পিছন থেকে একটা চিৎকার আর গুলির শব্দ হলো। কিন্তু চিন্তা নেই, এখনও রাইফেল পাল্লার বাইরে আছে পল। তীরবেগে ছুটে চলেছে মেয়ার।

র‍্যাঞ্চের ভিতর থেকে একজন দৌড়ে বেরিয়ে উঠান থেকে ওদের দেখতে পেল। মেয়ারটার সাথে কথা বলে পিছন ফিরে রাইডার দেখল একজন রাইফেল তুলে নিশানা নিচ্ছে। সামনেই বাঁয়ে জমিটা হঠাৎ ঢালু হয়ে একটু নেমে গেছে কোনাকুনি ভাবে ঢালে নামল রাইডার। গুলিটা ওর পাশ দিয়ে চলে গেল।

গর্ত থেকে উঠে পুরোদমে ঘোড়া ছুটাল পল। বয়স হলেও ভাল জাতের মেয়ার—ছুটতে ভালবাসে।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে লম্বা লাইন করে এবার র‍্যাঞ্চের দিকে এগোচ্ছে ওরা। গুলির শব্দ হচ্ছে। র‍্যাঞ্চের ভিতর থেকে একজন জবাব দিল

হাত ঘুরিয়ে রাইডার ইঙ্গিতে বোঝাল চার দিক থেকেই আক্রমণ আসছে তারপর আস্তাবলে ঘোড়া রেখে দৌড়ে বেরিয়ে এল

আরনি একটা পানির টবের পিছনে রাইফেল হাতে তৈরি রয়েছে। বাঙ্ক হাউস থেকে একটা বাড়তি কার্তুজ বেল্ট হাতে বেরিয়ে এল গ্রেগ।

আরনি গুলি করল। একটা সাদা ঘোড়া ছুটতে ছুটতে ডিগবাজি খেল। ঘোড়ার আরোহী ছিটকে মাটিতে পড়ল। লোকটা উঠতে যাচ্ছিল, আরনি আবার গুলি করল।

ঘোড়ার পিঠে লোকগুলো র‍্যাঞ্চের উঠানে এসে পড়ল। একজন আরনির দিকে রাইফেল তুলল। রাইডারের গুলিতে লোকটা জিনের উপর থেকে ছিটকে নীচে পড়ল। রাইফেল ছেড়ে পিস্তল বের করল পল। ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদের লক্ষ্য করে পরপর গুলি ছুড়ে ডান হাতের পিস্তলটা খালি করে, মুহূর্তে দক্ষ জাগলারের মত হাত বদল করে নিল পিস্তল। কাজটা এত দ্রুত সারল যে গুলি করার শব্দে কোন ছেদ পড়ল না।

দুটো জিন খালি হলো—একজন পালাতে গিয়েও গুলি খেয়ে ঘুরে পড়ল। পাদানির সাথে আটকে ঝুলছে ওর পা।

হঠাৎ করেই যুদ্ধ শেষ হলো। একটা খড়ের গাদায় আগুন লেগে পটপট শব্দে পুড়ছে। আরনির কাঁধের কিছুটা চামড়া আর মাংস গুলির আঘাতে উড়ে গেছে। কিন্তু ওদের আর কেউ জখম হয়নি। পিস্তলে গুলি ভরে রাইফেলটা তুলে নিল রাইডার।

আস্তাবলে ঢুকে মেয়ারের পিঠ থেকে জিন নামিয়ে এক মুঠো খড় দিয়ে ভাল করে ঘোড়াটার গা ডলে দিল পল। তারপর একটা পুরনো কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল ওর পিঠ। খাবার বাক্সে দানা আর খড় দিয়ে বেরিয়ে আসার সময়ে হঠাৎ ব্যথাটা শুরু হলো। পেটের ভিতরটা ভীষণ কামড়াচ্ছে। যন্ত্রণায় বাঁকা হয়ে খুঁটি ধরল, তারপর পিছলে হাঁটুর উপর বসে পড়ল।

আরনি দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। 'আরে! তুমি কি জখম হয়েছ নাকি?' ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল সে।

মাথা নাড়ল রাইডার। কী করা উচিত বুঝতে পারছে না আরনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে পিছিয়ে বাঙ্ক হাউসের দিকে চলে গেল সে। ধীরে ধীরে ব্যথাটা কমে এল। নিজেকে টেনে তুলল রাইডার। থুতু ফেলল—খড়ের উপর রক্ত দেখা যাচ্ছে।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল পল। খুব দুর্বল লাগছে—কেমন যেন একটা বমি-বমি ভাবও রয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলোয় চোখ ছোট করে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

একটা বাড়তি রাইফেল হাতে করে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে এল আরনি। কোমরে একটা বাড়তি পিস্তলও গুজে নিয়েছে। রাইডারকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'ঠিকই আছি,' সংক্ষেপে জবাব দিল পল।

'র‍্যাঞ্চ হাউসে আরও বন্দুক-রাইফেল আছে,' জানাল সে

পশ্চিম দিক থেকে কয়েকটা গুলির শব্দ এল দুজন আরোহী ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে আসছে

'গুলি কোরো না!' চিৎকার করে উঠল আরনি। 'ওটা ডগলাস!'

সময় মতই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে দ্বিতীয় ঘোড়ার আরোহী মাটিতে পড়ার আগেই ওকে ধরে ফেলল ডগলাস। আহত লোকটা দুটো গুলি খেয়েছে, একটা পায়ে, অন্যটা বুকে।

র‍্যাঞ্চের উঠানটা ঘুরে পরিস্থিতিটা বুঝে দেখল রাইডার। দিনের আলো যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আক্রমণ চালিয়ে কেউ সুবিধা করতে পারবে না। কিন্তু রাতের বেলা এত কম লোক নিয়ে সবদিক পাহারা দিয়ে রাখা অসম্ভব। অন্ধকারে আক্রমণকারীরা এগিয়ে এসে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সরে যাবে। তারপর একজন একজন করে বেরোলে গুলি করে মারবে।

বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। জেক যদি টেলিগ্রাফ অফিস গার্ড করার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে তবে ফাইট শেষ হওয়ার আগে স্থানীয় সরকার কোন খবরই পাবে না। পরে সে বলবে র‍্যাঞ্চার আর জবরদখলকারীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে।

টেলিগ্রাফ স্টেশন...

পায়চারি থামাল রাইডার। জেক ট্যানারকে হারাতে হলে নিউ ইয়র্কে যোগাযোগ করতে হবে—আর টেলিগ্রাফ অফিস নিউ ইয়র্ককে একেবারে পাশের গ্রামে এনে ফেলেছে।

ঘরে ঢুকে সে টিনাকে বলল, 'অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাকাল গ্রেগ। 'ও ঠিকই বলেছে—আমরা ভিতরে থাকি বা না থাকি ওরা ঘরে আগুন দেবে।'

র‍্যাঞ্চ পুড়িয়ে দেবে? ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের আশেপাশে চাইল টিনা। এই বাড়ি থাকবে না—এটা ছাড়া জীবন সে ভাবতেই পারছে না। ছোট থেকে এখানেই বড় হয়েছে। বাবার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর আনাচে কানাচে। তবু সে বুঝছে, রাইডার আর গ্রেগ যা বলছে তা সত্যি।

'বেশ কিছু খাবার, আর প্যাক হর্সের পিঠে যতটা সম্ভব দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে আমরা সরে পড়ব। আমরা পালাব এটা হয়তো ওরা আশা করবে না।'

'কিন্তু আমরা যাব কোথায়?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল গ্রেগ।

'একটা জায়গাই আছে,' বলল টিনা। 'আমরা হোল-ইন-দা-ওয়ালে যাব।' ব্যাখ্যা করার জন্য রাইডারের দিকে ফিরল। 'লাভার দেয়ালে মোড়া একটা জায়গা—প্রায় বারো হাজার একর। ওটা যে আছে তা জেক ট্যানারের লোকজনের জানার কথা নয়।'

টিনার দিকে চেয়ে আছে পল। সে বুঝতে পারছে মেয়েটার কেমন লাগছে এই বাড়িই ছিল তার জীবন, স্মৃতি—সব।

'সেড্রিককেও আমাদের সাথে নিতে হবে,' টিনা বলল। 'লী থমাসকেও।'

আহত আরোহী লী রাইডারের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল। 'আমাকে একটা ঘোড়ার ওপর তুলে দিলেই হবে। একবার ভাঙা পা নিয়ে তুষার ঝড়ের ভিতর বিশ মাইল পথ চলেছি—কোন অসুবিধা হবে না আমার।'

ওরা একা হলে রাইডারের দিকে ফিরে টিনা বলল, 'পল, তুমি পাশে আছ বলে খুশি হয়েছি।'

'হ্যাঁ, তোমার পাশেই আমি থাকতে চাই।'

চট করে মুখ তুলে টিনাকে তাকাতে দেখে সে আবার বলল, 'বিশেষ করে এই বিপদের সময়ে।'

বাইরে বেরিয়ে এল রাইডার। সূর্যটাকে কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের উপর একটা আগুনের বলের মত দেখাচ্ছে।

'সাবধান, পল,' স্বগতোক্তি করল সে। 'নিজেকে খেলো কোরো না।'

নয়

পওলীন আড়ষ্টভাবে ব্যাঙ্ক কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে। 'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না,' প্রতিবাদ করল সে। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ভিতরে ভিতরে রাগে জ্বলছে। 'আমি...'

'দুঃখিত, মিসেস হান্টার।' মার্জিত ব্যবহার করছে ক্যাশিয়ার–কিন্তু গলায় বিন্দুমাত্র আবেগ নেই। 'কয়েক সপ্তাহ আগেই আপনার স্বামী অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে দিয়েছেন।'

একটু ইতস্তত করল লোকটা। অন্যের দুঃখে তার খুশি লাগছে বলে মনেমনে লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু ওই মেয়েটার ব্যবহার বড় উদ্ধত–তাকে অনেক জ্বালিয়েছে। 'ভার্জিনিয়া যাবার আগেই মিস্টার হান্টার সব টাকা তুলে নিয়েছেন।'

ঝটকা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বেরিয়ে এল পওলীন। রাগে কাঁপছে সে–ভয়ও হচ্ছে। আজ সকালেই বাপের প্ররোচনায় গোপনে বানানো চাবি দিয়ে বাড়ির সিন্দুকটা খুলেছিল। কিছুই নেই–একেবারে শূন্য।

একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে উকিলের অফিসে গিয়ে হাজির হলো পওলীন। সাথে সাথেই পথ দেখিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো।

'আপনার জন্যে একটা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' সাবধানে মুখের ভাব নির্বিকার রেখেছে উকিল। 'এক বছর প্রতি মাসে আপনি একশো ডলার করে হাত খরচ পাবেন।'

'কী?' সম্মানজনক চেহারা রাখার চেষ্টা করছে পওলীন। 'কোথায় সে? এসবের মানে কী?'

ডেস্কের উপর থেকে কাগজগুলো গুছিয়ে নিল লোকটা। 'এ ব্যাপারে মিস্টার হান্টার কাউকে কিছু বলেননি। তবে তাঁর কাজের ধারা দেখেই বোঝা যায় অনেক দিন অনুপস্থিত থাকার উদ্দেশে সব রকম ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। হয়তো তাঁকে হত্যা করার একটা প্লট হচ্ছে সন্দেহ করেই গা ঢাকা দিয়েছেন। সারাতোগায় একটা লোক তাঁকে মারার চেষ্টা করেছিল।'

'আজগুবি কথা! ওটা তো জুয়া খেলা নিয়ে ঝগড়া।'

'আগেই বলেছি, সব কথা আমাকে জানানো হয়নি। তবে শুনেছি পিঙ্কারটন

ডিটেকটিভ এজেন্সি ওই ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছে।'

এটা পওলীনের জানা ছিল না। গলা শুকিয়ে আসছে ওর। তাড়াতাড়ি মনে করার চেষ্টা করল—না, কাগজে কলমে কিছুই ছিল না।

'সে কী করে আশা করে মাসে একশো ডলারে আমার চলবে?' প্রতিবাদ করল পওলীন।

'অনেক পরিবারকে এর চেয়ে কমেও চলতে হয়,' জবাব দিল লোকটা। তার মনে আছে বিয়ের পরপরই বেশ কিছুদিন তাকেও এর চেয়ে অনেক কমে সংসার চালাতে হয়েছে। 'একটা চমৎকার বাড়ি রয়েছে—তা ছাড়া আপনার বাবাও রয়েছেন।'

আড়চোখে লোকটার দিকে একবার দেখল পওলীন। ও কি তার সাথে তামাসা করছে?

'সে কোথায় গেছে তার কোন আভাস পাননি আপনি?'

'না—ও ব্যাপারে কিছুই আমার জানা নেই।'

নিষ্ফল রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরল পওলীন। ভীষণ ভয় পেয়েছে সে।

ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে পওলীন। ওর বাবা একটা চেয়ারে বসে চুরুট ফুঁকছে।

'পিঙ্কারটন এজেন্সির সাহায্য নিয়েছিল হান্টার—না? আমরাও তাই করব। ওর থেকে টাকা বের করতে হলে ওকে আগে খুঁজে পাওয়া দরকার। এপারম্যান নামে একজন জার্মান আছে, জেক ট্যানারের হয়ে অনেক কাজ করেছে—ওকেই কাজে লাগাব।'

দশ

ধীরে ধীরে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চে সন্ধ্যা নেমে এল। দূরের উঁচু পাহাড়গুলোর ভিতর থেকে একটা কয়োটির ডাক শোনা গেল। একটা দুটো করে বাদুড় আকাশে উড়তে শুরু করছে। একটা রাতের বাজপাখি ডাইভ দিল। খাওয়াতে যাওয়ার ভান দেখিয়ে আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন চাপাল আরনি।

থমাস নিশ্চয়তা দিয়েছে সে ঘোড়া চড়তে পারবে। সেড্রিকের কামরায় গেল রাইডার। লোকটার জ্ঞান ফিরেছে বটে, কিন্তু নড়াচড়া করানো খুব বোকামি হবে। অথচ ওকে ফেলেও যাওয়া চলে না।

'আমাকে চিনবে না তুমি,' বলল পল। 'গুলি খেয়ে জখম হওয়ার পর আমি নর্থ প্লেইনে তোমাকে পেয়েছিলাম।'

'ধন্যবাদ।' কথাটা অস্ফুটভাবে শোনা গেল।

'বাধ্য হয়েই তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে। অন্ধকার হলেই ওরা আবার আক্রমণ করে র‍্যাঞ্চে আগুন ধরাবে। আমরা এখান থেকে হোল-ইন দ্য ওয়ালে সরে যাচ্ছি।'

'আমাকে একটা রাইফেল সহ এখানেই রেখে যাও।' একটু থেমে গম্ভীর

রাইডার

একটা শ্বাস নিল সেড্রিক। তারপর আবার ফিসফিস করে বলল, 'ওর পাশে থেকো···টিনা আমার নিজের মেয়ের মত।'

চোখ বুজে কয়েক মিনিট পড়ে রইল সেড্রিক। বিশাল দেহধারী ডগলাস আশ্চর্য রকম কোমলতার সাথে ওকে ঘোড়ায় চড়ার উপযুক্ত জামা-কাপড় পরিয়ে ফেলল।

সুন্দর পরিকল্পনা করে যা যা নেবার গুছিয়ে নিল টিনা। কয়েকবার রান্নাঘরে ঢুকে সবই নেওয়া হচ্ছে দেখে রাইডার আর মুখ খুলল না। খাবার, ওষুধ, ব্যান্ডেজ, কম্বল, পানির বোতল, ম্যাচ—সবই নেওয়া হয়েছে। ঘোড়ার পিঠে সব কিছু চাপানো হয়ে যাওয়ার পর শেষ বারের মত একবার টিনা র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে ফিরে চাইল। 'এটাকেই আমি চিরদিন আমার একমাত্র বাড়ি বলে জেনেছি।'

'বাড়ি আবারও তৈরি করে নিতে পারবে।'

'নিশ্চয়ই।' তাড়াতাড়ি পলের দিকে ফিরে তাকাল টিনা। 'হাত-পা গুটিয়ে পরাজয় মেনে নেয়ায় কোন লাভ নেই। সময় হলে মানুষকে এগিয়ে যেতেই হয়।'

কথাটা নিয়ে ভাবছে পল। সে কি পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে? কিন্তু তার মৃত্যু তো অনিবার্য। ওই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। কিন্তু ডাক্তার জবাব দিয়ে দেওয়ার পরও তো মানুষ বেঁচেছে? সেটা কি মনের জোর—নাকি বিশ্বাস?

পশ্চিমে মারাত্মক ভাবে জখম হওয়া মানুষের অনেক গল্পই শোনা যায়। বাঁচার কোন আশা না থাকা সত্ত্বেও তারা শেষ পর্যন্ত বেঁচে উঠেছে।

প্রবল বাঁচার ইচ্ছা যদি কারও থাকে তবে হয়তো যে কোন অসুখ বা রোগকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব।

সবাই মিলে অন্ধকারে এগিয়ে চলল। আহত লোকজন সাথে রয়েছে বলে খুব ধীরে এগোতে হচ্ছে। রাইডার আর গ্রেগ র‍্যাঞ্চেই থেকে গেছে—ওরা কয়েক রাউন্ড গুলি করে টিনার লোকজনকে কিছুটা এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে চায়।

বাম দিক থেকে একটা গুলির আওয়াজ হলো। ভারি রাইফেলটা শব্দের দিকে ফেরাল রাইডার। লোকটা নিশ্চয় এতক্ষণে ওখান থেকে সরে গেছে। শব্দের কিছুটা ডাইনে আর বাঁয়ে পরপর দুটো গুলি করল রাইডার। চমকে লোকটা চিৎকার করে উঠল।

দুজনে আরও দু'রাউন্ড করে গুলি করে ওরা বেরিয়ে পড়ল। গ্রেগ পথ দেখিয়ে আগে আগে চলছে। নিঃশব্দে ঘোড়া দুটো হেঁটে চলেছে।

অস্বাভাবিক রকম চুপ হয়ে গেছে গ্রেগ। পাহাড়ের ভিতর থেকে কয়োটির ডাকও থেমে গেছে। বাদুড় বা রাতের বাজপাখিও এখন কালো আঁধারে ঢাকা পড়ে গেছে।

'তুমি কি কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছ?' হঠাৎ প্রশ্ন করল গ্রেগ।

এ কথার মানে কী? জবাব দেওয়ার আগে রাইডার এক মুহূর্ত ভাবল। 'না···জীবনে আর আমার কারও কাছে চাওয়ার মত কিছু নেই।'

উপরে উঠছে ওরা। সমান জমিতে পৌঁছে গাছের ফাঁক দিয়ে চলার সময়ে রাইডার আবার বলল, 'ওই মেয়েটাকে আমি সাহায্য করতে চাই। বিশ্বাস করো, যতদূর সম্ভব আমি চেষ্টা করব।'

আগে বেড়ে সামনের দলটাকে ওরা ধরে ফেলল। অনেক পিছনে একটা প্রশ্নবোধক গুলির শব্দ হলো। র‍্যাঞ্চের ভিতর থেকে কোন সাড়া-শব্দ কেন আসছে না জানার জন্যই গুলি করা হয়েছে। টিনার পাশে এসে হাজির হলো রাইডার। আবার চলা শুরু হলো।

'এটা তোমার ফাইট নয়, তবু সাহায্য করছ বলে ধন্যবাদ।'

'এটা কার ফাইট সে বিচার আমি করছি না। অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অধিকার সবারই আছে-চিরকাল থাকবে।'

'তুমি কে, পল?'

মনেমনে প্রশ্নটা একটু নাড়াচাড়া করে দেখল রাইডার। সত্যিই তো, কে সে? কেউ না। তার নিজের কোন নাম নেই-বাপ-মায়ের পরিচয়ও তার জানা নেই।

'আমি কেউ না,' বলল সে। 'কিছুই না।'

শিগগিরই সে আরও নগণ্য হবে-ধুলোয় মিশে যাবে ওর দেহ। কেউ জানবেও না। তার কঙ্কালটা কেবল পড়ে থাকবে লাভার ভিতরে সেই গোপন আস্তানায়।

'তোমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই?'

'না, আত্মীয় বলতে ছেলেবেলা থেকেই কেউ ছিল না আমার।' বউ থাকলেও সে তার মৃত্যু চায়। 'আমার কেউ নেই।'

'কোন বন্ধু-বান্ধব?'

আসল রাইডার তার বন্ধু ছিল। কিন্তু তাই কী? রাইডারকে ওই প্রশ্নটা কর হলে কী উত্তর দিত জানে না পল।

'হয়তো ছিল। আমার বিশ্বাস কেবল একজনই ছিল।'

'ছিল মানে?'

'তাকে হত্যা করা হয়েছে। অবশ্য সেটা অনেক দিন আগের কথা।'

আশ্চর্য হচ্ছে টিনা। নিজেকে একটা অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে আড়াল কর রেখেছে পল। ওর প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করছে, কিছুতেই ধরা-ছোঁয় যাচ্ছে না। লোকটা এগিয়েও আসছে না-যেন ভালবাসার কোন প্রয়োজনই ও নেই। নিজেকে অদ্ভুত রকম গুটিয়ে নিয়েছে। মানুষের কাছাকাছি আসতেও কে লোকটা ভয় পায়।

রাইডার। নামটার মাঝেও কেমন একটা একা-একা ভাব রয়েছে।

পিছন ফিরে চেয়ে আকাশে লাল আভাটা দেখতে পেল পল। দৃষ্টি অনুস করে লালচে আভাটা দেখতে পেয়ে আরও ভাল করে দেখার জন্য উঠে দাঁড় টিনা। 'বাবা নিজের হাতে র‍্যাঞ্চটা তৈরি করেছিল। ভাবছি আশা আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন-এসবও কি আগুনে পোড়ে?'

আগুনের দিকে চেয়ে আছে পল। 'না, ওসব কখনও নষ্ট হয় না। মানুষে স্বপ্নকে আগুনও নষ্ট করতে পারে না।'

একটা গুলির শব্দ হলো। প্রায় সাথেসাথেই অনেকগুলো রাইফেল গর্জে উঠ জবাব দিল। রাইডারের কনুই ছুঁলো টিনা। 'পল, নিশ্চয়ই আমার কোন লো এখানে ফিরে গেছে।'

'বিশ্বাস করো, আমার মন বলছে ওর ক্ষতি হবে না। আমরা ওকে সাহায্য করতে ফিরে গেলে আমরাও গুলির মুখে পড়ব।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'লোকটা সম্ভবত র‍্যাঞ্চে পৌঁছে ওদের আগুন জ্বালাতে দেখে গুলি করেছে। সে বুঝবে তোমরা কেউ র‍্যাঞ্চে নেই—র‍্যাঞ্চের দিকেই গুলি ছুঁড়েছে ও।'

'পালাতে পারবে?'

'মনে হয় পারবে। পুরোটা প্ল্যান ঠিক করেই গুলি চালিয়েছে লোকটা। এতক্ষণে অন্তত আধমাইল দূরে সরে গেছে।'

ওরা এগিয়ে দেখল গ্রেগ ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। 'লাভা পার হওয়ার সময়ে পথ না চিনলেই বিপদ,' বলল গ্রেগ। 'উপর থেকে শক্ত দেখালেও কোন কোন জায়গা ডিমের খোসার মতই পাতলা। কিছু জায়গায় ছাদ ধসে পড়েছে—ওই গর্ত থেকে কারও পক্ষে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।'

গ্রেগ পথ দেখিয়ে ওদের লাভার উপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। সবাই সার বেঁধে একসারিতে চলছে। কিছুদূর এগিয়ে লাভা ছেড়ে নিচু জায়গায় নামল। এখানকার বাতাসটা ভেজা। ঘাসের উপর দিয়ে যাচ্ছে ওরা।

'কোন ট্রেইল নেই—পথ না চিনলে এখানে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব।'

আগুনের আলো আর্বানির মুখের উপর পড়ে কাঁপছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল রাইডার। বারো হাজার একর জমির অনেকখানি ভিতরে ঢুকে ওরা ক্যাম্প করেছে। লাভার দেওয়াল চারপাশে ওদের ঘিরে রেখেছে। উচ্চতা কোথাও বিশ ফুটের কম নয়।

'তোমার বাকি লোকজন এই জায়গা চেনে?'

'প্রায় সবাই চেনে। ওরা সবাই বেশ পুরোনো লোক। তা ছাড়া'—ইঙ্গিতে চারপাশ দেখাল টিনা—'ইণ্ডিয়ান আক্রমণের সময়ে এখানেই গরু-ঘোড়া লুকিয়ে রাখা হত।'

গাছের ছোটছোট ডাল ভেঙে সেঁড্রিকের জন্য বিছানা তৈরি করেছে ডগলাস। থমাস একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট ফোঁকার আয়োজন করছে।

'আমার মতে আপাতত তোমাদের এখানেই ঘাঁটি করে বসে থাকা ভাল। আমি যাচ্ছি।'

টিনা ঘুরে তাকাল। 'তুমি চলে যাচ্ছ?'

'একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।'

গ্রেগ রাইডারের কফি বানানো দেখছিল। 'আরও কফি দাও—আমরা সবাই কড়া কফি পছন্দ করি।'

আরও কফি মিশিয়ে আড়চোখে গ্রেগের দিকে চাইল পল। 'তুমি খুব দুশ্চিন্তায় আছ বলে মনে হচ্ছে?'

গ্রেগের চোখ দুটো একটু ছোট হলো। 'দুশ্চিন্তার কারণ আছে?'

উঠে দাঁড়াল রাইডার। 'আমার পক্ষ থেকে নেই, গ্রেগ।'

হেঁটে মেয়ারটার দিকে কিছুটা এগোল রাইডার। ঘোড়াটাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বেচারীর গত কয়েক দিনে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে। আর তার সেই বয়সও নেই। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পল। স্ট্যালিয়নটাতেই সে চড়বে।

টেলিগ্রাম পাঠানোর মানেই এত সাবধানে যা সে প্ল্যান করেছিল তা কিছুটা পণ্ড হবে। সবাই জানবে সে কোথায় আছে। কিন্তু ওরা লাভা স্তরের ভিতর ওর গোপন আস্তানাটা খুঁজে পাবে না। জমি নিয়ে বিরোধ চুকে গেলেই সে আবার ওখানে ফিরে গিয়ে তার প্ল্যান মতই মরতে পারবে।

আশ্চর্য ব্যাপার, রাইডারের একবারও মনে হচ্ছে না সে মারা যাচ্ছে। অবশ্য তাকে ডাক্তার সাবধান করেছে যে সময় যতই ঘনিয়ে আসবে, ওর শরীর ততই ভাল ঠেকবে—ব্যথাও কম হবে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় মুশকিল হচ্ছে, আগে সে পরোয়া না করলেও এখন সে বাঁচতে চায়। সুখী হওয়ার চেষ্টায় বিয়ে করে ব্যর্থ হওয়ার পর মৃত্যু-সম্ভাবনা খুশি মনেই গ্রহণ করেছিল পল। কিন্তু এখন ওর মন আর তা চাইছে না।

কারণটা অনুমান করা সহজ। টিনা ক্রমওয়েল ওর চিন্তাধারা পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু বেঁচে থাকলেও ওকে বিয়ে করতে পারবে না পল।

আগুনের কাছে এসে আঙুল গরম করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল টিনা। 'এখন আমার কী করা উচিত, পল?'

কফির গুঁড়োগুলো পাত্রের নীচে পাঠাবার জন্য কয়েক ফোঁটা ঠাণ্ডা পানি ঢালল রাইডার। 'সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বলল সে।

'তুমি একা ওদের বিরুদ্ধে কী করতে পারবে?'

'ওরা সংখ্যায় খুব বেশি নয়। এই ধরনের ফাইটে কী করা হলো, সেটার চেয়ে কোথায় কীভাবে করা হলো, সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুকে একদিক থেকে দুর্ভেদ্য মনে হলে অন্যদিক থেকে আক্রমণ করতে হয়।'

খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। নিজের রাইফেল তুলে নিল গ্রেগ। রাইডার পিছিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

দুজন আরোহীকে দেখা যাচ্ছে। 'আমাদের লোক,' ঘোষণা করল গ্রেগ। ওদের একজনকে স্টক বলে চিনতে পারল রাইডার। অন্যজনকে রকলি বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। শক্তিশালী গড়নের মানুষ স্কট—হাসে কম। রকলির মুখটা চোখা—একটা অবজ্ঞার হাসি ওর মুখে লেগেই আছে। কাটা কাটা কথা বলে সে। দুজনেই পোড় খাওয়া লোক।

'মর্নিং, ম্যাম, পিকনিকের জন্যে চমৎকার আবহাওয়া,' রকলি বলল।

'সেড্রিক কেমন আছে?' প্রশ্ন করল স্কট।

'যেমন ভেবেছিলাম ততটা খারাপ নয়।' কফির পটটা দেখাল টিনা। 'ও...
টাটকা তৈরি গরম কফি রয়েছে। এত কড়া, লোহা ছেড়ে দিলেও ভাসবে।'

ঘোড়ার কাছে ফিরে গিয়ে জিন নামাল স্কট। তারপর রাইডারের দি...
আড়চোখে চাইল। মেয়ারে জিন চড়িয়ে পেটিটা শক্ত করে লাগাচ্ছে পল। 'ও...
তো শেষ অবস্থা—তুমি বরং সেড্রিকের ঘোড়াটা নিয়ে যাও।'

'আমার আরেকটা ঘোড়া আছে।'

রকলি গ্রেগের দিকে চাইল, কিন্তু কিছু বলল না। সে ভাবছে, অ...
ঘোড়াটাকে কোথায় রেখেছে রাইডার? আর রাইডার লোকটাই বা কে?

এক কাপ কফির জন্য আবার আগুনের ধারে ফিরে এল পল। রাইফেল...
রাই...

রয়েছে ওর হাতে। 'দেখার মত রাইফেল! ওটা নিশ্চয়ই কাউবয়ের বেতনে কেনোনি?'

ওর দিকে চেয়ে হাসল পল। 'স্টেজ ডাকাতি করে ধরা না পড়লে কেনা সম্ভব; তাই না? তবে ওভাবে এটা আমার হাতে আসেনি।'

'না।' ভাল করে পলকে জরিপ করে দেখছে রকলি। 'আমার তা মনে হয় না।'

কাপটা নামিয়ে রেখে ঘোড়ায় চড়ে মেয়ারটাকে হাঁটিয়ে রওনা হলো রাইডার। টিনার দিকে তাকাল না।

'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, পল,' টিনা বলে উঠল।

কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল রাইডার। তার মন মতই চাক ফিরে আসার নিশ্চয়তা সে কীভাবে দেবে?

রকলি আবার তার কাপটা ভরে নিল। 'পিস্তল ব্র্যান্ড-কখনও নাম শুনিনি।'

গ্রেগ কোন কথা বলল না। রাইডারের ধীরে দূরে মিলিয়ে যাওয়া দেখছে। মোকাবিলা করার সময় ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু ও নিয়ে ভাবনা নেই-ভাবছে এই লোকটাকে তার ভাল লাগে, তবু ওকেই আগামীতে তার হত্যা করতে হতে পারে।

'লোকটার চাল-চলনেই বোঝা যায় ওর ভিতরে মাল আছে,' মন্তব্য করল রকলি।

স্কট কিছু বলল না। সে কৌতূহলী চোখে গ্রেগকে খেয়াল করছে।

'আমার জানতে ইচ্ছে করছে ঘোড়াগুলো সে কোথায় রাখে,' আবার বলল রকলি।

এবার থমাস কথায় যোগ দিল। 'একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার কথা বলছিল রাইডার-কিন্তু কোথায় সেকথা বলেনি।'

কেউ কথা বলছে না। সেড্রিকের ভারি শ্বাস টানার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দুর্বল শরীরে এতদূর ঘোড়া চালিয়ে আসার পরেও যদি লোকটা টিকে যায় সেটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার হবে।

সরে আগুনের কাছ থেকে একটু এগিয়ে রাইডারের যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে আছে টিনা। লাভা পার হচ্ছে পল।

'লোকটা কে?' জানতে চাইল রকলি।

'ওর নাম পল রাইডার,' জবাব দিল আরনি। 'ডেরিক রাইলির সাথে কয়েকদিন আগে ওর কথা কাটাকাটি হয়েছে। রাইলির একজন কর্মচারীই বলেছে ও নাকি রাইলিকে জাহান্নামে যেতে বলেছে।

'সেড্রিককে আহত অবস্থায় র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে আনার সময় নর্থ প্লেইনে জেক ট্যানারের একজন ভাড়াটে পিস্তলবাজকেও সে মেরেছে। অ্যালামিটোসে ওকে একা পেয়ে জেক ট্যানার কথা বলার নাম করে বাইরে এনে নিজের লোকজনের হাতে মার খাইয়েছিল। কিন্তু একটু সামলে উঠে শেষ পর্যন্ত গুলি করে শহরময় দাবড়ে ওদের ভূত ছাড়িয়ে দিয়েছে। আমার মতে লোকটা কে বা কোথা থেকে এল এসবের চেয়ে সে যে আমাদের দলে রয়েছে, এটাই বড় কথা।'

'কিন্তু ওই টেলিগ্রাম,' নিজের চিন্তাকে কথায় রূপ দিল রকলি। 'ওটা কোথায়

রাইডার

পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করবে?'

কেউ আর কোন কথা বলল না। সূর্য উঠেছে—আগুনটা নিভে আসছে।

এগারো

অনিশ্চিত ভাবে বড় স্ট্যালিয়নটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল পল রাইডার। ঘোড়াটা পোষ মেনেছে বটে, কিন্তু পিঠে জিন চাপালে কী করবে?
টানেলের ভিতর দিয়ে নেওয়ার সময় কী করবে তারও কোন ঠিক নেই।

চিনির জন্য এসে মাথার সাজ পরানোর সময়ে প্রথমবার মাথা সরিয়ে নেওয়া ছাড়া আর বিশেষ আপত্তি জানাল না। অপরিচিত লোহার টুকরাটা মুখে নিয়ে, একটু চিবিয়ে জিভ দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর আর একদলা চিনি পেয়ে ওটার কথা ভুলে গেল। পিঠে জিন চাপানো হলে সে সামান্য একটু সরল।

পেটিটা শক্ত করে বেঁধে লাগাম হাতে জিনের উপর উঠে বসল পল। ভার পিঠে নিয়ে দুপা এগিয়ে থেমে এদিক ওদিক চাইল। লোকটা ওর পিঠের উপর বসে কী করছে ঠিক বুঝতে পারছে না।

তবে ওকে মেয়ারটার পিঠে চড়তে সে প্রায়ই দেখেছে। পাঁজরে বুটের ছোঁয়ায় কয়েক পা এগিয়ে আবার থামল। আবারও বুটের ছোঁয়ায় কয়েক পা এগোল। ধীর গতিতে মাঠের ভিতর ঘোড়া চালাচ্ছে রাইডার। অন্য ঘোড়াগুলো উত্তেজিত ভাবে পিছুপিছু চলছে। কয়েকবার পিঠ থেকে নেমে আবার উঠে বসল।

টানেলে ঢোকার মুখে একটু পিছিয়ে গেল ঘোড়াটা। কিন্তু পলের আদর পেয়ে শেষে ওর সাথে রওনা হলো।

লাভা স্তরের বাইরে এসে ম্যাককারটিসের উদ্দেশে এগোল রাইডার। অ্যালামিটোসের পুবে ওটা একটা ছোট স্টেশন।

সেলুনের সামনে ঘোড়া রাখার জায়গায় মাত্র দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সোজা স্টেশনে এসে ঘোড়া থামাল পল। ওখানে ঘোড়া বেঁধে সতর্ক চোখে আশেপাশে চেয়ে দেখল। বাইরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। স্টেশনে ঢুকল সে। ছোট একটা কামরায় আগুনের ধারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে একটা লোক। ওর পিছনে একটা আধা পার্টিশনের ওপাশে টেলিগ্রাফ মেশিন।

কাউন্টারের উপর কাগজ রাখা রয়েছে। বলটিমোর অ্যাটর্নির জন্য একটা মেসেজ লিখে ফেলল রাইডার। সেই সাথে আরও তিনটা মেসেজ লিখল। রেল কোম্পানির প্রেসিডেন্টের জন্য একটা—ওই কোম্পানিতে পলই বেশির ভাগ শেয়ারের মালিক। বারা অফিস আর রেল কোম্পানির আর একজন উঁচু অফিসারের নামে বাকি দুটো। ওই অফিসারকে সে নিজেই চাকরি দিয়েছে।

টেলিগ্রাফার মেসেজগুলো পড়ে মুখ তুলে রাইডারের দিকে চাইল। তারপর আবার টেলিগ্রামের নীচে হান্টার নামটার দিকে চোখ ফেরাল। 'এসব কী? ঠাট্টা হচ্ছে?'

'ঠাট্টা নয়, ওই মেসেজগুলোই যাবে। জলদি করো।'

তবু ইতস্তত করছে টেলিগ্রাফার। আবার টেলিগ্রামগুলো পড়ে পলের কাউবয় পোশাকের দিকে চাইল। জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল, 'আমি কীভাবে জানাব যে তোমার মাথায় দোষ নেই? মাঠের থেকে একজন চাষা উঠে এসে এসব টেলিগ্রাম পাঠাতে চায়! এগুলো ভুয়া হলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি...'

'আর না পাঠালে চাকরি নয়, জান নিয়েই টানাটানি পড়বে।'

টেলিগ্রাফার তার যন্ত্রের সামনে বসল। 'ওগুলো পাঠাবার সময়ে মনে রেখো মোর্স কোড আমার ভাল করেই জানা আছে।'

চোয়ালটা একটু চুলকে নিয়ে অনিচ্ছার সাথে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল লোকটা। প্রথমটার পর ওর গতি বাড়ল। সব কটা পাঠানো শেষ হলে টেলিগ্রাফার মুখ তুলে চাইল। 'ওপাশ থেকে ওরা বলছে—'

'শুনেছি ও কী বলছে। এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের প্রমাণ।'

কাগজপত্রগুলো দেখার পর তাড়াতাড়ি ওর হাত ফিরে গেল 'টরেটক্কা' চাবির উপর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা চুরুট ফুঁকছে পল। মেসেজ পাঠানো শেষ। ওদিকে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হবে। জেক ট্যানারের রেল কোম্পানির জমি সংক্রান্ত কোন চুক্তি সই করার অধিকার বাজেয়াপ্ত করার সব ব্যবস্থাই সে করেছে। তার যতগুলো ভোট দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাতে তার সিদ্ধান্ত কেউ পালটাতে পারবে না। ট্যানার যখন টের পাবে কী ঘটেছে, খুন চেপে যাবে ওর মাথায়।

ঘোড়ায় চড়ে অ্যালামিটোসের দিকে এগোল রাইডার।

পল রওনা হওয়ার সাথেসাথেই রাস্তা পার হয়ে সেলুনে ঢুকল টেলিগ্রাফার।

বারে যে দুজন লোক রয়েছে ওরা জেক ট্যানারের লোক। স্যাক্সন আর স্ট্রেট। ওদের পছন্দ করে না টেলিগ্রাফার হাসকিনস। ওরা হাসকিনসকে নিয়ে আগে অনেক ঠাট্টা-মস্কারা করেছে। পিস্তলে ভাল হাত নেই বলে বাধ্য হয়ে সেসব ওকে সহ্য করতে হয়েছে।

বারে ঢুকে একটা রাই হুইস্কির অর্ডার দিল হাসকিনস। তারপর জেক ট্যানারের লোক দুজনকে দেখিয়ে বারটেন্ডারকে বলল, 'ওদের আর বেশিদিন নেই। এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন কাজের খোঁজে বেরোতে হবে।'

হাসকিনসকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা। 'তার মানে?'

'এইমাত্র একটা টেলিগ্রাম গেল, তাতে রেল কোম্পানির কোন জমির ব্যাপারে জেক ট্যানারের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। আর একটা গেছে অ্যাটর্নির কাছে—ওয়াশিংটনে একটা এনকোয়ারির ব্যবস্থা সে করবে।'

'যাও, যতসব আজগুবি কথা।'

'এক মিনিট, স্যাক্সন,' স্ট্রেট বাধা দিল। 'ওই তারগুলো কে পাঠিয়েছে?'

'লোকটার নাম হান্টার,' খুশি মনে বলে চলল হাসকিনস। ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছে সে। 'পল হান্টার!' খবরের কাগজটা আলগোছে বারের উপর ছুঁড়ে ফেলল সে। বড় বড় অক্ষরে হেড-লাইন দেখা যাচ্ছে: ব্যবসায়ীর রহস্যজনক অন্তর্ধান।

ভুরু কুঁচকে বাকিটা অনাজন পড়ল। 'ব্যাপারটা বসের জানা দরকার।'

'এই, আমার কাগজ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

'মরগে যাও,' কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল স্যাক্সন।

ওরা চলে গেলে বারটেন্ডার বলল, 'কথাটা যদি সত্যি হয় তা হলে সত্যিই ঝামেলা বাধবে। ট্রেনে করে হাজার হাজার লোক আসছে জমি কেনার আশায়—ওরা এটা পছন্দ করবে না।'

'আমার মতে যা হচ্ছে সেটা ভালই হবে,' গম্ভীর স্বরে বলল হাসকিনস। 'আমার মনে হয় না সৎ হলে কেউ এসব আজেবাজে মানুষ পুষবে। এরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে সবার জন্যেই ভাল হবে।'

'কিন্তু ওদের তাড়াবে কে? কঠিন মানুষকে তাড়াতে হলে আরও কঠিন মানুষ দরকার।'

জেক ট্যানারের লোকেরা কেউই রাইডারকে দেখেনি। যখন পলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল, ওরা যে তাড়াহুড়া করে কীসের খবর নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছে পল।

সোজা জাজ সমার্সের অফিসে গিয়ে হাজির হলো রাইডার। এই জাজই ওর বিরুদ্ধে নালিশ নাকচ করে ট্যানারকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ঘোড়া থেকে নেমে ভিতরে ঢুকল রাইডার। চোখ তুলেই ওকে চিনল জাজ সমার্স। মুখের নীল আর হলুদ দাগগুলো এখনও সম্পূর্ণ মিলায়নি।

'জেক ট্যানারের জমি বিক্রির ব্যাপারে একটা ইনজাংশন জারি করতে চাই।'

তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞ চোখে পলের দিকে চাইলেন জাজ সমার্স। 'কীসের ভিত্তিতে?' কোমল স্বরে জানতে চাইলেন জাজ।

'সে রেল কোম্পানির কোন প্রতিনিধি নয়, তা ছাড়া এখানে কোন জমির ন্যায্য মালিকানা তার নেই।'

'তুমি কি এ সম্পর্কে নিশ্চিত?'

জাজের অনুরোধে চেয়ার টেনে বসে জেক ট্যানার এখানে আসার পর থেকে কী কী ঘটেছে একে একে খুলে বলল পল। অবশ্য সে জানে এর বেশির ভাগই জাজ সমার্স আগে থেকেই জানেন। গোড়া থেকে সব ব্যাপারই ওর জানা আছে বলে জজ সাহেবকে বোঝাতে ওর বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

'এটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে, মিস্টার রাইডার,' শেষ পর্যন্ত বললেন জাজ, 'এখানে কোন শেরিফ নেই, টাউন মার্শালও নেই। আমি যদি একটা ইনজাংশন জারি করি, হয়তো সেটা বেশ কিছুদিন উপেক্ষিত হতে পারে।

'তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝেছ যে কোর্টের আদেশকে পশ্চিমের কেউ খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। এখানকার পরিস্থিতি সবসময়েই অনিশ্চিত। আমি এই এলাকার মানুষ বলেই এখানে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছি।'

'সেটা আমি বুঝি, স্যার। ইনজাংশন জারি হলে ট্যানারের কাজে কোন আইনগত ভিত্তি থাকবে না। আমার ধারণা নিষেধাজ্ঞা জারি হলে জেক ট্যানারের মত লোকও জমি বিক্রির চুক্তিতে সই করতে ভয় পাবে।'

'এতে তোমার কী স্বার্থ জানতে পারি?'

'জেক ট্যানার টিনা ক্রমওয়েল আর ডেরিক রাইলি, দুজনকেই গায়ের জোরে সরিয়ে জমি দখল করতে চাইছে। ওই দুজনের কারও কাছেই জমির মালিকানা প্রমাণ করার দলিল নেই। তবে ওরা অনেকদিন যাবৎ ওই জমি ভোগ দখল করে আসছে, জমির অনেক উন্নতিও ওরা করেছে। বিশেষ করে মিস ক্রমওয়েলের ব্যাপারে আমি বলতে পারি, সে সরকারের কাছ থেকে ওই জমি কিনে নেয়ার ব্যবস্থাও নিয়েছে।'

'তা হলে মিস ক্রমওয়েলের র‍্যাঞ্চটাই তুমি বাঁচাতে চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

উঠে সিধে হয়ে বসলেন সমার্স। 'ঠিক আছে, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি সাহায্য করব। তোমাকে দেখে ভবঘুরে লোক বলে মনে হয় না।'

'ভবঘুরে লোক আমি নই, জাজ সমার্স। এখানকার জায়গা জমিতেও আমার কোন স্বার্থ জড়িয়ে নেই...কেবল রেল কোম্পানির জমিতে কিছুটা শেয়ার আছে। তবে এটুকু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে জেক ট্যানারের হাতে একটা টেলিগ্রাম পৌঁছবে—আপনিও তার কপি পাবেন—তাতে ওর জমি বিক্রি করার সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয়া হলো বলে লেখা থাকবে।'

পল চলে যাওয়ার পরে জাজ সমার্স কাগজটা আবার খুলে ধরলেন। কাগজের উপরে বাম কোনায় তাঁর চোখ গেল। এবার তিনিও সান্তা ফে-তে একটা টেলিগ্রাম পাঠানোর জন্য কাগজ কলম নিয়ে বসলেন।

বাইরে বেরিয়ে কয়েক মিনিট তামাটে স্ট্যালিয়নটাকে আদর করল পল। হোল ইন দা ওয়ালে ফেরার সময় হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো সে।

আধঘণ্টা আগেই গ্র্যান্ড হোটেলে স্যাক্সন আর স্ট্রেট জেক ট্যানারের সাথে দেখা করেছে।

অবিশ্বাসের সাথে খবরটা গ্রহণ করল জেক। 'হান্টার, এখানে? এটা কোন চালাকি...নাকি ঠাট্টা?'

স্ট্রেট খবরের কাগজটা বাড়িয়ে দিল। 'নিজেই পড়ে দেখো।'

কাগজের উপর চোখ বোলাল জেক। নিউ ইয়র্কে নেই হান্টার। মৃদু স্বরে একটা গাল দিয়ে জানালার ধারে সরে গেল ট্যানার। ওখানে দাঁড়িয়ে পুরো এক মিনিট সিগার চিবাল।

নিউ মেক্সিকোতে কেন আসবে হান্টার? জমি? রেল রাস্তা? দ্রুত চিন্তা চলেছে ওর মাথায়। ওই টেলিগ্রামগুলোর কপি তার চাই। নিউ ইয়র্ক থেকে এতদূরে এসে তার ব্যাপারে কেন নাক গলাচ্ছে লোকটা? পায়চারি করছে জেক। ভাড়াটে পিস্তলবাজ দুজন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

যদি...যদি লোকটা এখানে মারা যায়? ওর এখানে উপস্থিতির কথা ক'জন জানে? টেলিগ্রাফার আর তার বেতনভোগী দুজন লোক।

পওলীন ওকে মারতে চেয়েছিল। লোকটা মরলে সব সম্পত্তির মালিক হবে পওলীন। হান্টার মারা গেলে ঘটনা জানাজানি হওয়ার আগেই শেয়ার মার্কেটে বেশ কিছু টাকা কামিয়ে নিতে পারবে জেক।

'ম্যাককারটিসে ফিরে যাও,' স্ট্রেট আর স্যাক্সনকে নির্দেশ দিল জেক।

'যেভাবেই হোক হান্টারের বর্ণনা ওই টেলিগ্রাফারের কাছ থেকে আদায় করে ওকে খুঁজে বের করো। ওর খবর যে প্রথম আনতে পারবে তার জন্যে একশো ডলার বোনাস।'

ডেস্কের উপর থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে দুই মাথাই কাটল স্ট্রেট। 'তুমি কি হান্টারকে জীবিত চাও–না মৃত?'

স্যাক্সনকে একটা সিগার অফার করল জেক। 'আমি কেবল জানতে চাই লোকটা কোথায় আছে,' বলল সে। 'কিছুদিনের জন্যে ওকে আমি দূরে সরিয়ে রাখতে চাই।'

'নিশ্চয়,' সায় দিল স্ট্রেট। 'ওকে বেশ কিছুদিন কোথাও আটকে রাখতে পারলে কত? হাজার ডলার?'

'পাঁচশো।'

স্ট্রেট বুঝতে পারছে নেহাত দায়ে না পড়লে শুধু একজনকে কয়েকদিন আটকে রাখার জন্য কেউ পাঁচশো ডলার খরচ করতে রাজি হবে না। 'লোকটার দাপট অনেক–কিন্তু হাজার ডলার দিলে কাজটা আমি নিতে রাজি আছি। এরপর স্যাক্সন আর আমি লম্বা পাড়ি দিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে, হাজার ডলারই সই।'

সময় মতই ইনজাংশন অর্ডার জেকের হাতে পৌঁছল। আশ্চর্যের বিষয় জেক কোন প্রতিবাদ না করে শান্ত ভাবেই ওটা গ্রহণ করল। হোল ইন দা ওয়ালে বসে রাইডার খবরটা পেল।

'এবার তুমি ঘরে ফিরতে পারবে,' টিনাকে বলল পল।

'ঘর?' মেয়েটার স্বরে গভীর একটা বিষণ্ণতা। 'সেই আগের মত আর কখনোই হবে না।'

অবাক চোখে পলকে দেখছে টিনা। 'তোমার স্ট্যালিয়নটা সত্যিই তেজী ঘোড়া। কিন্তু কোন মার্কা নেই। একটা ঘোড়ার পাঁচ-ছয় বছর বয়স হলো, অথচ ব্র্যান্ড করা হলো না–এটা কী করে হয়?'

'এমন এলাকাও আছে যেখানে কোন কিছুই ব্র্যান্ড করা হয় না,' জবাব দিল রাইডার।

আরনি আর ডগলাসকে নিয়ে গ্রেগ ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের গরুগুলোর খবর নিতে বেরিয়েছে। গোলাগুলি ছাড়া সম্ভব হলে জেকের গরু খেদিয়ে র‍্যাঞ্চের বাইরে বের করে দিয়ে আসবে।

সেড্রিকের উঠে বসার ক্ষমতা হয়েছে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বসার মত সেরে উঠতে এখনও অনেক সময় দরকার। বসে বসেই র‍্যাঞ্চের কাজ দেখছে সে।

রাইডার ওদের সাথে রয়েছে বটে, কিন্তু এখন যেন সবাই ওকে একটু ভিন্ন চোখে দেখছে। মাঝে এক সময়ে মনে হয়েছিল ওরা তাদেরই একজন বলে ওকে স্বীকার করে নিয়েছে।

একটা ব্যাপার খেয়াল করে সে আশ্চর্য হলো। গত এক সপ্তাহে তার মুখ দিয়ে আর রক্ত ওঠেনি। আগের থেকে অনেক ভাল বোধ করছে ও। এবার গোপন আস্তানায় ফিরে যাবার সময় হয়েছে তার।

কিন্তু দুশ্চিন্তা ওর মাথা থেকে দূর হচ্ছে না। জেক ট্যানার পিছিয়ে যাবার মানুষ নয়। দেশ ছেড়ে এখনও যায়নি, তবে কিছু গরু সে বিক্রি করে দিয়েছে। বাকিটা রাইলির জমিতে রেখেছে।

গ্রেগ চ্যাপেল ক্যাম্পে ফিরে এল। 'রাইলি মারা গেছে,' ঘোষণা করল সে। 'নিজের র‍্যাঞ্চের উঠানেই ওকে পাওয়া গেছে। হার্ট ফুটো হয়ে গেছে গুলিতে।'

'ববের কাজ,' বলল রকলি।

'হয়তো,' বলল গ্রেগ। ওর চোখ রাইডারের উপর। 'আবার তা নাও হতে পারে।' গ্রেগের বাঁকা চাহনিটা লক্ষ করেছে টিনা; মানেও বুঝতে পারছে। রাইডার বলেছিল সব নিষ্পত্তি করবে–রাইলি মারা পড়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকতে পারে না–নিজেকে বোঝাল টিনা। পলের শক্তিশালী রাইফেলটার উপর হঠাৎ ওর চোখ পড়ল। ওটা আজকাল সব সময়েই কাছে রাখে রাইডার।

পল চোখ তুলে দেখল সবাই ওর দিকেই চেয়ে আছে। একে একে ওদের মুখ দেখে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার?'

'ইনজাংশন অর্ডার পেয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার লোক নয় ট্যানার,' বলল সে। 'একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে সে।'

'তার মানে?'

'রাইলি মারা গেছে।'

'তাতে কী হলো?'

'ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের বসও যদি মারা পড়ে, তাতে ওর অনেকটা সুবিধা হয়ে যায়–তাই না?'

জবাব দেওয়ার আগে পুরো এক মিনিট চুপ করে রইল পল। কারও মনে এমন ধারণা জন্মাতে পারে এটা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ওরা ভাবছে সে-ই রাইলিকে মেরেছে, এখন টিনাকে মারার সুযোগ খুঁজছে।

রাইফেলটা হাতে নিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল রাইডার। 'তাতে আমার কী লাভ হবে?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল সে। 'এতে আমার স্বার্থ কোথায়?'

'তোমার যে নাম, ওই নাম একটা কিছুর প্রতীক।'

রাইডার!

'ওটা প্রচলিত একটা নাম,' জবাব দিল সে।

'আমার জানার কথা,' বলল গ্রেগ।

বিভ্রান্ত বোধ করছে পল। 'শোনো, ইনজাংশন কীভাবে জারি হলো? আমিই জাজ সমার্সের কাছে গিয়ে ওটা করিয়েছি।'

'তাই কী?' গ্রেগ এবার পুরোপুরি রাইডারের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। 'রাইডার, তুমি একটা মিথ্যুক!'

পিস্তল বের করার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রেগ। কিন্তু রাইডার নড়ল না। 'ওই চেষ্টা কোরো না, গ্রেগ। তোমাকে হত্যা করতে চাই না আমি।'

'অ্যামবুশ থেকে মানুষ মারা তোমার পেশা, তাই সামনাসামনি মোকাবিলায় রাজি না? নিজের সুবিধা মত লড়বে? তা হবে না! তৈরি হও!'

'না!' তীক্ষ্ণ স্বরে ধমকে উঠল টিনা। 'থামো, গ্রেগ। এখানে কোন পিস্তলবাজি হবে না।'

রাইডারের দিকে ফিরল টিনা। 'এখান থেকে তোমার চলে যাওয়াই ভাল।'

কয়েক সেকেন্ড নিষ্পলক চোখে টিনার দিকে চেয়ে থেকে, 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,' বলে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল পল।

কেউ কথা বলছে না। স্ট্যালিয়নের পিঠে জিন চাপানো হলে গ্রেগ বলল, 'তুমি ভুল করছ, ম্যাম। আমি বলছি ও-ই রাইলিকে মেরেছে। তোমাকেও মারবে।'

'একটু চিন্তা করে দেখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভেবে দেখো—লোকটা কখন এখানে পৌঁছেছে? জেক আসার পরপরই। এখান থেকে বেরিয়ে সে কোথায় যায়? ঘোড়াগুলো সে কোথায় পেল? ওর সাথে রাইলির একবার কথা কাটাকাটি হয়নি? উত্তেজিত করে রাইলিকে মারপিটের মধ্যে নিতে চেয়েছিল। এসব কথা তোমরা সবাই জানো।'

রাইডারের পিঠের দিকে চোখ তুলে তাকাল টিনা। এটা অসম্ভব। কিন্তু এর বিপক্ষে কোন যুক্তি সে দিতে পারল না।

'তুমি কীভাবে জানো সেড্রিককেও ও-ই গুলি করেনি? আমরা কীভাবে জানব ও-ই র‍্যাঞ্চ আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়নি? আমরা কী করি, কোথায় যাই দেখার জন্যেই হয়তো সে আমাদের সাথে রয়েছে।'

'দড়ি বের করছি আমি,' বলল স্কট।

'থামো,' বাধা দিল রকলি। 'তুমিই একচোখা ভাবে সব কিছু দেখছ, গ্রেগ। মনে হচ্ছে যেন ওর বিরুদ্ধে একটা রাগ পুষে রেখেছ তুমি।'

ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওদের দিকে ফিরল পল। 'তোমাদের কাছ থেকে এর বেশি আশা করা আমার ঠিক হয়নি,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'আমারই ভুল—বোকা সাজলাম আমি।

'গ্রেগ, তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল—কিন্তু মনে হচ্ছে রকলির কথাই ঠিক। ব্যাপারটা কী?'

'রাইডার!—ওই নামটাই এর মূল! ওই নাম সবাই জানে! অনেক বছর ধরে জেনেছে! ভেবেছিলাম তোমাকে দা ক্রসিঙেই আমরা—!'

'তুমি ছিলে ওখানে?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল রাইডার।

'অবশ্যই ছিলাম! থ্রি এক্স-এর ফোরম্যান ছিলাম আমি। আমাদের বসকে তুমি হত্যা করেছিলে! ওই রাতে সেলুনে লেডেন তোমাকে চিনেছিল।

ঘোড়ার পিঠে সবার মুখোমুখি বসে আছে রাইডার। 'আর হাত ধরে রাখা অবস্থায় কয় রাউন্ড গুলি করা হয়েছিল ওর বুকে?'

গ্রেগের মুখ লজ্জায় লাল হলো। 'আমি—'

'তোমাদের দুজন সাহসী লোক ওর হাত দুটো চেপে ধরেছিল,' বলল রাইডার। 'অন্যেরা গুলি করেছিল ওর দেহে। একজনের বিরুদ্ধে তোমরা নয়জনেও সাহস পাওনি—হাত ধরে রাখতে হয়েছিল!'

গ্রেগের দিকে চেয়ে আছে রকলি। 'এসব কথা এই প্রথম শুনছি!'

'ওটা আমি চাইনি,' রেগে উঠে প্রতিবাদ করল গ্রেগ। 'কাজটা ওভাবে সারতে

আমি চাইনি। যাই হোক, লোকটা ভাল ছিল না—অ্যামবুশ কিলার ছিল।'

'তোমরা তাকে কয়টা গুলি করেছিলে গ্রেগ?' প্রশ্ন করল রাইডার।

'আমি কী করে জানব? নয়-দশবার...বেশিও হতে পারে।'

হাত উঠিয়ে কলারের কাছে ধরে এক ঝটকায় শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল পল। 'ঠিক আছে, নিজের চোখেই দেখে নাও—কয়টা জখমের দাগ দেখতে পাচ্ছ?'

খোলা বুকটা একেবারে সাদা দেখাচ্ছে—কিন্তু ওখানে কোন ক্ষত চিহ্ন নেই।

'আমার মনে হয় তোমার মুখটাই বেশি চলে, গ্রেগ,' বলল সে। আগুনের ধারে টিনার দিকে চোখ ফেরাল পল। 'বিশ্বাস করো, ম্যাম, আমি সাহায্যই করতে চেয়েছিলাম।'

স্ট্যালিয়নের মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল রাইডার।

বোকামি অনেক হয়েছে, এবার গোপন আশ্রয়ে ফিরে ওখানেই থাকবে।

মরণ যদি আসেই—তার বেশি বাকি নেই।

বারো

অ্যালামিটোসের এই চেহারা দেখার জন্য পওলীন প্রস্তুত ছিল না। শহরের মানুষও এই শহরে পওলীনের মত মেয়ের দেখা পাবে আশা করেনি।

এমনিতেই সুন্দরী মেয়ে অ্যালামিটোসে বিরল। আর লেটেস্ট প্যারিস ফ্যাশনে সজ্জিতা মেয়ের কথা ওখানে কল্পনাই করা যায় না। পওলীন যে সত্যিই সুন্দরী, এটা ওর ঘোর শত্রুও অস্বীকার করতে পারবে না। নতুন ফ্যাশনের জামা-কাপড় ওর মত সুন্দর কাঠামোর মেয়েকেই মানায়।

লালচে-সোনালী রঙের চুল। প্রায় বেগুনী ওর চোখ। মখমলের মত মসৃণ চামড়া গায়ের রঙটা আরও ফুটিয়ে তুলেছে। ফ্যাশন বদলে গিয়ে ফাঁপানো স্কার্ট ছেড়ে গায়ের সাথে সাঁটানো জামায় ফিরে এসেছে। এতে ওর ফিগারটা আরও আকর্ষণীয় দেখায়।

স্টেশন থেকে রাস্তা পার হয়ে গ্র্যান্ড হোটেলে যাওয়ার পথে একটু থেমে চারপাশে তাকিয়ে শহরের রূপটা একবার দেখে নিল পওলীন। ওর পিছন পিছন ব্যাগ বইছে গাঢ় রঙের সুট পরা বিব্রত চেহারার এক তরুণ। লোকটা নিজেই যেচে উপকার করতে এগিয়ে গিয়েছিল।

মেয়েরা নিজের অজান্তেই থেমে দাঁড়িয়ে পওলীনকে দেখছে। ওইসব জামা-কাপড় ওরা কেবল 'গোডিস লেডিজ বুক' বা 'হার্পারস বাজার'-এ দেখেছে। রক্তমাংসের তৈরি কোন মেয়ের গায়ে এই প্রথম।

গ্র্যান্ড হোটেলের লবিতে ঢুকতেই রিসেপশন ক্লার্ক তাড়াতাড়ি বিশাল রেজিস্টারটা পওলীনের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আমি মিসেস হান্টার,' বলল সে। 'আমার জন্যে একটা কামরা আগেই রিজার্ভ করা হয়েছে।'

একঘণ্টা পরে ডাইনিং রুমে জেক ট্যানারের উল্টো দিকে একই টেবিলে বসেছে পওলীন। 'কোথায় ও?' প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'খোঁজা হচ্ছে, এখনও পাওয়া যায়নি।'

'লজ্জার কথা! এই শহরে কয়জন লোক থাকে? হান্টারকে একবার দেখলে কারও ভোলার কথা না।' একটু থেমে ভাবল কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা। শেষে মত পালটে না বলারই সিদ্ধান্ত নিল।

হান্টার যে ক্যানসারে মারা যাচ্ছে, কথাটা আর কেউ জানে না। এই অবস্থায় পওলীন আর কাউকে জানাতেও চায় না। খবরটা হয়তো তার কাজে লাগতে পারে।

'ওকে খুঁজে বের করার ভার আমার ওপরই ছেড়ে দাও,' বলল পওলীন। 'আমি না পেলেও সেই আমাকে বের করবে।'

চায়ে চুমুক দিল পওলীন। তারপর নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'জেক, আমরা যে ওকে খুন করাতে চেষ্টা করেছিলাম সেটা সে জানে।'

অবাক হলো ট্যানার। 'ও জানল কীভাবে?'

'ওই জুয়াড়ী লোকটা নিশ্চয় মরার আগে কিছু বলে গেছে। এ ছাড়াও পল সবচেয়ে নাম করা ডিটেকটিভ এজেন্সিকে খোঁজ নেয়ার ভার দিয়েছিল। জানি না সে কতটা জেনেছে।'

'তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না। সে আর পুবে ফিরতে না পারলেই হলো। অনেক বন্দুকবাজ লোক জড় হয়েছে শহরে—এর মধ্যেই ছয়-সাতটা লোকও মারা পড়েছে।'

পওলীন কোন জবাব দিল না। জেক ট্যানারকে সে আর ততটা বিশ্বাস করে না। যা করার সে নিজেই করবে।

হান্টার পশ্চিমের এই অজপাড়াগাঁয়ে কেন এল এটা পওলীনের মাথায় ঢুকছে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করতে করতে ভাবছে সে। ওই সময়েই তার মাথা সবচেয়ে ভাল খেলে।

আরেকটা মেয়ে!

একটা ধাক্কা খেলো সে। সুন্দরী মেয়েদের পল পছন্দ করে বটে, তবে কখনও আর কারও প্রতি টান দেখা যায়নি। মারা যাচ্ছে জেনেই হয়তো সে পশ্চিমে এসেছে। কিন্তু...না, ওই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারছে না পওলীন। আরও কিছু আছে।

আয়নার সামনে থেকে সরে খোলা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল পওলীন। জানালা দিয়ে তামাটে স্ট্যালিয়নের উপর একজন আরোহী এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

পিছন থেকে জেক ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

'ওই যে রাইডার আসছে,' বলল জেক। 'বিড়ালের চেয়েও শক্ত জান ওর। ব্যাটা আমাকে অনেক ভুগিয়েছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু ওই লোকটাই পল হান্টার!'

জেকের ধারণা ছিল কোনকিছুতেই সে অবাক হয় না। কিন্তু পওলীনের মুখে কথাটা শোনার পরেও ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। 'ওটা পল? রাইডার-ও একজন গানফাইটার।'

স্ট্যালিয়নে চড়া লোকটা প্রায় জানালার কাছাকাছি এসে গেছে। পওলীনকে রাইডার দেখতে পেয়েছে লোকটা। 'হ্যালো, পল,' বলল মেয়েটা।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে আরও সামনে এগিয়ে এল সে। 'হ্যালো, পওলীন। বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছ তুমি।'

'এ ছাড়া কি তোমার আর কিছু বলার নেই?'

হাসল সে। 'কেন? আমাদের তো কখনোই বেশি কথা বলার থাকত না।' আড়চোখে জেকের দিকে চেয়ে কৌতুকের ভাব ফুটিল ওর চোখে। 'তোমাদের দুজনকে পাশাপাশি চমৎকার মানিয়েছে।'

রাস্তা দিয়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল রাইডার।

'তা হলে এই লোকটাই পল হান্টার...কিন্তু এর কোন মানেই হয় না।'

'ওকে ওই পোশাক চমৎকার মানিয়েছে,' মন্তব্য করল পওলীন। 'পুরুষ সিংহের মতই দেখাচ্ছিল।'

সত্যিই ভাল দেখাচ্ছিল। মরণাপন্ন ভাবাই যায় না।

'কোথায় যাচ্ছে ও?'

'জানি না–হয়তো টিনা ক্রমওয়েলের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। দক্ষিণে ওর একটা র‍্যাঞ্চ আছে। মেয়েটা দেখতে বেশ ভাল।' পওলীনের মনে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়ায় একটা অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে জেক। 'ভাল বংশের মেয়ে–ভার্জিনিয়ার সত্যিকার অভিজাত পরিবার। অনেকদিন আগে ওর বাবা পশ্চিমে এসেছিল।'

হাইহিলের খটখট শব্দ তুলে চলে গেল পওলীন। ওর দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল জেক। কিন্তু এখন তার প্ল্যানিঙে অনেক রদবদল করতে হবে। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে বালিশে হেলান দিয়ে ভাবতে বসল জেক। রাইডার আর হান্টার যদি একই মানুষ হয়...

রাত বারোটার দিকে বিছানা থেকে নেমে টাই এঁটে নিল। সেলুন এখনও খোলা আছে। একটা ড্রিঙ্ক তার চাই।

হান্টার টেলিগ্রাম পাঠিয়ে থাকলে ওই টেলিগ্রামে কাজ হবে। ল্যান্ড অফিস আর রেল কোম্পানি থেকে টানার যে অনুমতি এসেছিল তা নাকচ হয়ে যাবে। এখন ইনজাংশনটা কার্যকর হবে। জলদি কাজ সেরে সরে পড়ার আর সুযোগ থাকল না। এতগুলো গরু শুধুমাত্র রাইলির র‍্যাঞ্চে রাখা যাবে না। ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চে অমন শক্ত বাধা পাওয়ার পর তার ভাড়াটে বন্দুকবাজের দলও আবার আক্রমণ করতে সহজে রাজি হবে না।

হান্টার বা রাইডারই আসলে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের মারপিটে ওদের সাহায্য করেছে। সে-ই জাজ সমার্সকে দিয়ে ইনজাংশন জারি করিয়েছে। ওকে সরাতে না পারলে আর শান্তি নেই।

এই মুহূর্তে অবশ্য স্যাক্সন আর স্ট্রেট হান্টারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওরা যদি হান্টারকে মারতে পারে তবে আর বেশি টাকা খরচ করে ববকে ওর পিছনে লাগানোর দরকার পড়বে না।

শহরের প্রান্তে এসে থামল রাইডার। গোপন আস্তানা ছেড়ে বেরোনোই তার বোকামি হয়েছে। কিন্তু চারদিন একা কাটানোর পর তার মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

অ্যালামিটোসে আসার পথে ম্যাককারটিস হয়ে এসেছে রাইডার। টেলিগ্রাফ

অপারেটর নিজের থেঁতলানো মুখ দেখিয়ে স্যাক্সন আর স্ট্রেটের কথা ওকে
জানিয়েছে। যা হোক, শহরটা এখন শান্ত। রাইলির র‍্যাঞ্চেই এখন ঘাঁটি করেছে
ট্যানারের লোকজন। রাইলির কাজের লোক সবাই বিদায় নিয়েছে।

ঘুরে ফিরে বারবার টিনার কথা পলের মনে পড়ছে—কিন্তু সে জানে এটা
বোকামি। প্রমাণ ছাড়াই ওরা তাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

ডিভাইড সেলুনের সামনে ঘোড়া রেখে ভিতরে ঢুকল রাইডার। সেলুনটা
ছোট, কিন্তু পরিষ্কার। মেঝেতে কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো রয়েছে। মাত্র দুটো টেবিল।

ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের রকলি বারে রয়েছে। ওর সাথে তেলচিটে বাকস্কিনের
জামা পরা এক বুড়ো।

বার থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে টেবিলের দিকে এগোল রকলি। বুড়ো
লোকটা ওর পিছু নিল। 'একসাথেই বসি?' রাইডারকে আমন্ত্রণ জানাল রকলি।

রাইডার ওদের দিকে এগিয়ে গেল। বুড়োকে দেখিয়ে রকলি বলল, 'পিট
স্কিফিন বলছে ববই সোড্ডককে গুলি করেছে। এই এলাকার সবচেয়ে ভাল ট্র্যাকার
ও। অ্যাপাচিদের থেকেও ওস্তাদ।'

'চিহ্ন দেখে ববকে ট্রেইল করা খুব কঠিন। ওর চলার পথে চিহ্ন খুব কম
থাকে,' বলল পিট। তারপর চোখ কুঁচকে চেয়ে আবার বলল, 'শুনলাম তুমি নাকি
রাইডার নও।'

'সে নাকি রাইডারকে চিনত,' বলল রকলি। 'আর বয়সেও তুমি অনেক
ছোট। আজকে ফিলের ছুটি—লোকটা বারটেন্ডার।'

রাইডার বলল, 'অ্যাবিলিনে ছিল সে।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ড্রিঙ্কে চুমুক দিচ্ছে ওরা। তারপর রকলি
বলল, 'আজকাল বস খুব আপসেট থাকে। আগের মত হাসিখুশি ভাবটা আর নেই।'

'কোন ঝামেলা হবে না তার। যাবার আগে আমি জেক ট্যানারকে এই শহর
ছেড়ে পালাতে বাধ্য করব।'

উঠে দাঁড়াল রাইডার। রকলি মুখ তুলে ওর দিকে চাইল। 'সেই রাইডার ন
হলেও তুমি নিশ্চয়ই ওখানে উপস্থিত মানুষের একজন। হাত ধরে রাখার কথা
তুমি জানো—অথচ আমি এর আগে কখনও তা শুনিনি।'

'লোকটা নিজের মত ভালই ছিল।' রাইডারের বিষয়ে এর আগে কোনদিন
কারও কাছে মুখ খোলেনি পল। এখন তার স্মৃতির থেকে লোকটাকে বিচার করছে
'আমার ধারণা প্রথম দিকে মানুষের জীবনের প্রতি তার কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না
ভাবত যেন যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে সে—আর র‍্যাঞ্চ মালিক সব সময়েই ঠিক। অনের
র‍্যাঞ্চে যারা জোর করে বাস করে, তাদের দু'চোখে দেখতে পারত না। কিন্তু এটা
তারই ভুল। বন্দুকের জোরে কেউ কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

'একবার'—একটু ইতস্তত করল সে—'একবার একটা ছোট অনাথ বাচ্চাকে
সাহায্য করেছিল—জানি না কেন।'

'লোকটা কোথাকার? কে সে?'

'বলেনি। কথা খুব কম বলত—কেবল আমাকে কিছু শেখানোর দরকার মনে
করলে বলত।'

রাইডা

হ্যাটটা চোখের উপর টেনে নামিয়ে দরজার কাছে এক মুহূর্ত থেমে বেরিয়ে গেল রাইডার।

পিট স্কিফিনের দিকে চাইল রকলি। 'বুঝতে পারলে ও কে? আমার মনে আর কোন সন্দেহ নেই।'

হুইস্কির খালি গ্লাসটার দিকে চেয়ে স্কিফিন বলল, 'দা ক্রসিঙের সেই ছেলেটাই এই রাইডার। তুমি গ্রেগকে খালি গায়ে কখনও দেখেছ? বেল্টের কাছে?'

'বুলেটের একটা ক্ষত চিহ্ন আছে।'

'দা ক্রসিঙে আহত হওয়ার চিহ্ন ওটা।'

বাইরে বেরিয়ে অন্ধকার চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিল ওরা।

'গ্রেগের কথাই ভাবছি,' বলল রকলি। 'ইদানীং সে কেমন যেন হয়ে গেছে।'

'ওর স্মৃতিশক্তি ভাল। হয়তো ধারণা করছে রাইডার এবার তাকে শেষ করবে···গুলিটা আর একটু উপরে বাম দিকে লাগবে।'

তেরো

ডজ, অ্যাবিলিন, টাসকোসা আর লেডভিল ইত্যাদি অনেক শহরেই বারটেন্ডারের কাজ করেছে ফিল। অ্যালামিটোসের আপাত শান্ত ভাব ওকে ধোঁকা দিতে পারেনি।

চুলে পাক ধরেছে–অনেককাল বুনো পশ্চিমে দিন কাটিয়ে এখন কিছুটা থিতিয়ে এসেছে। ওর রক্তের সাথে মিশে আছে সীমান্ত এলাকা। যেদিন ওয়াইল্ড বিল হিকক স্ট্রওহ্যানকে হত্যা করেছিল, সেদিন সে-ই বারের চার্জে ছিল। হিকক যখন শেষবারের মত ডেডউডে পৌঁছল তখন সে-ও ওখানে কাজ খুঁজছে। যে আর্মি ডাক্তার হিককে পরীক্ষা করেছিল, সে ছাড়া একমাত্র ফিলই জানত হিকক তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হতে বসেছে। জুয়ার টেবিলে সে কেবল তাসের ফোঁটাগুলো কোনরকমে চিনতে পারত।

মন্টানায় একটা ফারো গেম চালাচ্ছিল ফিল, যখন মরগ্যান আরপ বিলি ব্রুকসকে মারে। দুজনকেই ফিল চিনত। সে যখন ভার্জিনিয়া সিটিতে, কলোরাডো নদীর দেশ থেকে এল এলডোরাডো জনি। ভার্জিনিয়া সিটির চীফ হতে চেয়েছিল সে। ল্যাঙফোর্ড পীল ওকে গুলি করে মারে। ফিল উপস্থিত ছিল সমাধির সময়।

অনেক দেখেছে ফিল। তরুণ কেউ তার বারে হাজির হলে সে কতদিন টিকবে, তা সঠিক বলে দিতে পারত। হয়তো কয়েক মাস এদিক ওদিক হত। বিশেষ করে হবু 'টাফ' তরুণেরা সাধারণত গালে ব্লেড ছোঁয়ানোর আগেই মারা পড়ে।

আসল রাইডারকে চিনত ফিল। তার জন্য খবরাখবরের কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করেছে। পক্ষ নেয় না ফিল, কিন্তু কোন কাজের জন্য কাউকে খবর দেওয়ার দরকার হলে ওকে বললে কাজ হয়। আজ হোক কাল হোক খবরটা পৌঁছায়।

সালফার টম বারে দাঁড়িয়ে ফিলের সাথে পুরানো দিনের আলাপ করছে। 'বব

আর রাইডারের মধ্যে একটা মোকাবিলা দেখতে পেলে ধন্য হতাম।'

'টপে যারা আছে, সাধারণত নিজেদের মধ্যে ওরা লড়াই করে না। ওরা জানে একজন গুলি খেলেও বিপদ পুরোপুরি কাটে না। আগে গুলি বেঁধাতে পারলেও মরার চান্স থাকে।'

'ওরা মুখোমুখি হবেই,' জোর দিয়ে বলল সালফার টম। 'তবে গ্রেগ চ্যাপেল মাঝখান থেকে বাগড়া না বাধালেই হয়।'

'গ্রেগ বাগড়া বাধাবে কেন?'

'ওকে পেটের কাছে গুলির জখমটার কথা জিজ্ঞেস করো। শুনছি এই রাইডারই দা ক্রসিঙের সেই ছেলে।'

একটা ধুলোর ঘূর্ণি রাস্তার উপর খেলে বেড়াচ্ছে। একটা রোন ঘোড়া তিন পায়ের উপর হিচ রেইলের সাথে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। শহরের একটা শান্ত দিন।

পাঁচজন লোক বারের সামনে একত্র দাঁড়িয়ে আছে। সবাই ট্যানারের লোক। স্ট্রেট আর স্যাক্সনও আছে ওদের সাথে। জেকের লোক অন্তত বিশ জন রয়েছে শহরে। এই কারণেই শহরের আপাত শান্ত চেহারায় ফিলের মোটেও বিশ্বাস নেই।

হান্টারের টেলিগ্রাম পাঠানোর কথাটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। ওতে যে জেকের সব প্ল্যান ভেস্তে গেছে এটাও কারও অজানা নেই।

ওখান থেকে কয়েকটা বাড়ি পরেই গ্র্যান্ড। পল রাইডার ভিতরে ঢুকল। হঠাৎ করেই ডাইনিং রুমের চিরাচরিত গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। পওলীন আর জেক একই টেবিলে বসে আছে। দুজনের হাসিই মুখে জমে গেছে।

টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে পওলীনকে স্বীকৃতি জানাল রাইডার। পওলীন বিশ্বাসই করতে পারছে না, ওর সামনে দিয়েই যে হেঁটে যাচ্ছে সে ওরই স্বামী।

জেক ট্যানার পওলীনকে একটা স্থূল হাসির গল্প শোনাচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে খুব বিরক্ত বোধ করছে সে—জেকের পাশে না থেকে এই মুহূর্তে তার পলের পাশেই থাকা উচিত ছিল। পুরুষদের মধ্যে একমাত্র পলই তাকে সব সময় অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেছে।

পলকে অত্যন্ত সংযত আর শান্ত দেখাচ্ছে। 'আমি বিশ্বাস করি না,' হঠাৎ বলে উঠল পওলীন। 'পল হান্টার—পিস্তলবাজ!'

জেক ট্যানারকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। 'যেদিন আধমরা অবস্থায় আমার লোকজনকে সারা শহরময় দৌড়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল সেদিন দেখলে ঠিকই বিশ্বাস করতে। ওইদিন দুজন মরেছে, আর ছয়জন ওর গুলিতে আহত হয়েছিল।'

অবাক হয়ে জেকের দিকে চাইল পওলীন। 'তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমিই ওর সবচেয়ে বড় ভক্ত!'

'ওর সাহস দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যায়,' হিসহিসিয়ে বলে উঠল জেক। 'লোকটা মরলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু ব্যাটা সত্যিই লড়িয়ে মানুষ—অস্বীকার করার উপায় নেই।'

রাইডার

বাকি কফিটুকু শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখল জেক। 'পিস্তল হাতে সে অনেক কিছুই পারে, কিন্তু একবার সুযোগ পেলে খালি হাতে পিটিয়েই আমি ওর মুখ থেঁতলে দেব।'

'সে চেষ্টাও কোরো না, জেক—পারবে না তুমি,' নিজের মন্তব্যে নিজেই অবাক হলো পওলীন।

'আমি পারব না? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?' ডান হাতে মুঠো পাকাল সে। 'এই হাতে ওকে পিটিয়ে লাশ বানাতে পারি। খালি হাতে মারপিটে আজ পর্যন্ত আমার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি।'

হাতের মুঠি খুলল জেক। 'এই হাতে আমি কাঁসার গ্লাস পর্যন্ত তুবড়ে ফেলতে পারি।' রাইডারের দিকে দেখাল সে। 'ওকে আমি শুকনো লাকড়ির মত মটকে ভেঙে ফেলব।'

'ওকে এড়িয়ে চলাই ভাল—ওই লোক একটা সাক্ষাৎ বিচ্ছু।'

'মারা গেলে আবার কিসের ভয়?'

কামরার ওপাশে রাইডারের দিকে চাইল পওলীন। লোকটা মারা যাচ্ছে বলে মোটেও মনে হয় না। কিন্তু সত্যিই যদি মরে? এখানে, এই শহরেই যদি সে মারা পড়ে? একজন ভাল অ্যাটর্নি...তারপর অঢেল টাকা...প্যারিস, ভিয়েনা, লন্ডন।

'ওর সাথে আমার কথা বলা দরকার। আসলে এইজন্যেই আমি এসেছি।'

জেক ট্যানারের কথাগুলো ওর কানে আসছে, কিন্তু শুনছে না পওলীন। নিজের কথাই ভাবছে। হয়তো কোর্টে অনেকদিন সময় নেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ই জিতবে। উইলে যা-ই থাক না কেন সে পল হান্টারের আইন-সম্মত স্ত্রী। এই জোরেই কোর্টে তার দাবি টিকতে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত তার জিত হবেই।

টাকা পেতে হলে পলের মৃত্যু ঘটতেই হবে। পলের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে বটে, কিন্তু তাই বলে সিদ্ধান্ত থেকে টললে পওলীনের চলবে না। ওর কাছে সব পুরুষই সমান—সে যা চায় তা পেলেই হলো। তার চাই টাকা, পুরুষের তোয়াজ, আর পুরুষকে নিজের ইচ্ছায় চালাবার মত ক্ষমতা।

'তুমি ভুল করছ,' বলল জেক। 'কথা বলে কোন লাভ হবে না।'

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল পওলীন। 'লাভ হোক বা না হোক, কথা আমাকে বলতেই হবে।'

পলের দিকে এগোল পওলীন। কামরার সবার চোখ ওর উপর। কাছে চলে আসার পর উঠে ভদ্রতা করে চেয়ার টেনে ধরল রাইডার। 'বসো, পওলীন। তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, কথাটা মন থেকে বলতে পারছি না।'

বসার পর সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'পল, তোমার নিউ ইয়র্কেই থাকা উচিত ছিল। ওখানে ভাল সেবা যত্ন হত।'

'তোমাকে তা হলে জানিয়ে দিয়েছে? লোকটার পেট পাতলা এটা আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল। ওর কাছে যাওয়াই আমার ঠিক হয়নি।'

'নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে ভাল ডাক্তার সে!'

'লোকটার পোজ-পাত্তা আছে। কিন্তু তার মানে এই না যে সে-ই সবচেয়ে ভাল ডাক্তার।'

'নিউ ইয়র্কে ফিরবে তুমি?'

'মোটেও না।'

'পল...আমার কী হবে? অনেক দিয়ে আমার অভ্যাস তুমি খারাপ করে দিয়েছ। মাসে একশো ডলারে এখন আমার কীভাবে চলবে?'

ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে চাইল পল। 'দায়ে পড়লে ঠিকই পারবে। তবে তুমি তা করবে না জানি। আমার ধারণা তুমি আর একজনকে খুঁজে নিয়ে বিয়ে করবে। সে-ই তোমার খরচা জোটাবে।'

'আমি আবার বিয়ে করতে চাইব এ ধারণা তোমার হলো কী করে?'

'আসলে তুমি বিয়ে করতে কখনোই চাওনি। এটা তোমার একটা চাল। না চাইলেও আবারও করবে, কারণ তুমি যা চাও সেসব পাওয়ার ওটাই সবচেয়ে সহজ উপায়।'

'আর কোন মেয়ে আছে?'

'এই অবস্থায়? যখন আমার মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি–হয়তো কয়েক দিন? ডাক্তার যে সময় দিয়েছিল তা আগেই পার হয়ে গেছে। না, আর কোন মেয়ে নেই।'

টিনা ক্রমওয়েলের কথা তার মনে পড়ল। মেয়েটা যেভাবে ওর দিকে তাকায়...কাছে যাবার জন্য ওর মনটা ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এটা সে তার নিজের কাছেও গোপন রেখেছে। ভালবাসা পেয়ে ঘর বেঁধে আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করা আর তার ভাগ্যে জুটল না। সারা জীবন মানুষের সান্নিধ্য এড়িয়ে একাই তাকে কাটাতে হলো।

টিনার মত কাউকে পেলে...কিন্তু এখন আর সেকথা ভেবে কী লাভ? তাকে ওখান থেকে চলে যেতে বলা হয়েছে।

পওলীন অস্থির বোধ করছে। এই প্রথম সে কাছে বসে থাকা সত্ত্বেও কোন পুরুষের পুরো মনোযোগ ধরে রাখতে পারছে না। বুঝছে এই লোকটা তার হাতের মুঠো থেকে চিরতরে বেরিয়ে গেছে। ওকে আর ফিরানো যাবে না।

'অল্পক্ষণের মধ্যেই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি–আর ফিরব না।'

হতাশা আর রাগ সামলে নিজেকে সংযত রাখল পওলীন। এখন মাথা গরম করলে সব পণ্ড হবে। 'কোথায় যাবে তুমি?'

'আমার মনে হয় কোথায় যাচ্ছি তা তোমার অজানা নেই। ওখানে সবাইকে একাই যেতে হয়।'

'কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কী হবে? এভাবে আমাকে ফেলে তুমি যেতে পারো না! আমার–আমার বাড়ি ফেরার মত টাকাও নেই!'

ওর দিকে চেয়ে পলের মনে কোন করুণা জাগল না। পরস্পরের কাছে ওরা সম্পূর্ণ অপরিচিতই রয়ে গেছে। মেয়েটা একবার তাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল–সুযোগ পেলে আবারও তাই করবে।

'আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে এসেছি, কারণ সারা জীবন যেমন একা কাটিয়েছি–মরার সময়ও একাই মরতে চাই।'

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল পল। নিজেকে আর সামলাতে পারল না

পওলীন। 'ওই ক্রমওয়েল মেয়েটাই যত নষ্টের মূল! ওর জন্যেই তুমি ট্যানারের বিরুদ্ধে লেগেছ। ও একটা নীচ গেঁয়ো র‍্যাঞ্চের মেয়ে!'

ওর দিকে চেয়ে হাসল পল। 'মেয়েটা নীচও নয়, গেঁয়োও নয়। সে যা, তা তুমি কোনদিনই হতে পারবে না—সে অনন্যা। তোমার রূপ আছে, কিন্তু তার অনেক গুণ, আর একটা সুন্দর হৃদয় আছে। আমার যদি সময় থাকত, আর—কিন্তু বোকার মত ওসব কথা বলে আর কী লাভ?'

টুপিটা তুলে নিল পল। কী যেন বলতে চেয়েছিল পওলীন, কিন্তু ওর মুখে আর কোন কথাই জোগাচ্ছে না। যে লোক মারা যাচ্ছে তাকে কী বলে শাসাবে?

ডাইনিং রুমে এখন কেবল ওরা দুজনই রয়েছে।

'আমি খুব খুশি যে তুমি মরছ।' চোখ তুলে পলের দিকে তাকাল সে। কারও চোখে এত ঘৃণা এর আগে পল দেখেনি। 'সত্যিই খুশি। মরার সময়ে তুমি আমার কথা মনে কোরো—কারণ আমি বেঁচেই থাকব!'

ওর সুন্দর মুখটা রাগে বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু পলের এখন মনে হচ্ছে সে মুক্তি পেয়েছে। 'তুমি নিজেই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু, পওলীন; গেঁয়ো মেয়েরাই শেষ পর্যন্ত সব পাবে, কিন্তু তুমি ঠগবাজি করতে গিয়ে নিজের জালেই ধরা পড়বে। বয়স হলে দেখবে তোমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই—সব খালি। বিশ্বাস করো, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়ল রাইডার।

রাস্তায় বেরিয়ে একটু দাঁড়াল পল। জনশূন্য রাস্তা ধরে একজন আরোহী ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে। প্রথমে ঘোড়ার পা দেখা গেল। তারপর আলোকিত জায়গায় আসতেই আরোহীর চেহারা দেখা গেল।

বব।

রাস্তার ধারে দাঁড়ানো লোকটাকে সে দেখছে কিনা সেটা তার চাল-চলনে বোঝা গেল না। বাম হাতে লাগাম ধরে সামনের দিকে চেয়েই রাইডারকে পার হলো সে।

ববের কোন বড়াই নেই। ভাল বন্দুকবাজ বলেই সে এই পেশাটা বেছে নিয়েছে। কখনোই ঝামেলায় জড়াতে চায় না, কারণ তাতে ঝামেলা আরও বাড়ে। আর তাতে টাকা নেই।

সিলভার সিটিতে একবার একটা লোক ববকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। বব ওর দিকে ফিরে বলেছিল, 'তুমি যা খুশি ভাবতে পারো। ওতে আমার কিছু আসে যায় না।'

রেগে উঠে এদিক ওদিক চেয়ে পিস্তলবাজ লোকটা চিৎকার করে উঠল, 'তুমি কিছুই না—তোমাকে যে কোন সময়ে আমি পিস্তল যুদ্ধে হারাতে পারি!'

বিরক্ত হয়ে আয়নার ভিতর দিয়ে ওর দিকে চেয়ে বব বলেছিল, 'বেশ স্বীকার করলাম তুমি আমার চেয়ে ভাল পারো।'

কেউ একজন হেসে উঠেছিল। কিন্তু পিস্তলবাজ লোকটা শব্দের দিকে ফিরে কেবল গম্ভীর কয়েকটা চেহারাই দেখতে পেল।

বাম হাতে বিয়ারের গ্লাস তুলে চুমুক দিল বব। কয়েক মিনিট পর লোকটা

বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অন্ধকারে বিছানার উপর বসে আছে জেক ট্যানার। বব ঘরে ঢুকল। মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে কয়েকটা নোট বাড়িয়ে দিল। হাতে নিয়ে নোটগুলো এক নজর দেখে নিয়ে পকেটে ভরল বব।

'রাইডার,' বলল জেক। 'ডবল টাকা দেব আমি।'

'না।'

'কেন?'

'লোকটা খুব চালাক। তা ছাড়া কোন নির্দিষ্ট নিয়মে সে চলে না।'

'নিয়ম?'

'জীবনের ধারা,' ট্যানারের অজ্ঞতায় বিরক্ত হয়ে জবাব দিল বব। 'সে কোথাও একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বাস করে না। যে কোন বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ জায়গায় থাকবে এটা ওর বেলায় নিশ্চিত বলা যায় না। যারা একটা নির্দিষ্ট ছকে চলে তাদের ঘায়েল করা সহজ।'

'তিন হাজার।'

'না। টাকায় কাজ হবে না। আমি শুধু শুধু কেন ঝুঁকি নেব? কয়েক বছর পরেই অবসর নেব আমি। একটা র‍্যাঞ্চ করার মত টাকা প্রায় জোগাড় করে ফেলেছি—এখান থেকে অনেক দূরে নিজস্ব র‍্যাঞ্চ করব আমি।'

সিগারটা ঠুঁসে নেভাল জেক। রেগেছে সে—ভয়ও পাচ্ছে। স্যাক্সন আর স্ট্রেট এখনও কিছুই করতে পারেনি। জেক জানে ওরা কিছু পারবেও না। কিন্তু রাইডারকে আর বাঁচতে দেওয়া চলে না।

অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে ওটা। রাইডার মারা গেলে সে সহজেই রেল কোম্পানির সাথে চুক্তিটা আবার নতুন করে চালু করিয়ে নিতে পারবে।

রাইডারকে মরতেই হবে…দরকার হলে জেক ওকে নিজের হাতেই মারবে।

চোদ্দ

অ্যালামিটোসের কারও মনেই সন্দেহ নেই যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। জেকের পাঁচজন ভাড়াটে গুণ্ডার উপর সতর্ক চোখ রেখে বারের পিছনে দাঁড়িয়ে গ্লাস পালিশ করছে ফিল। বারের সামনে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে আলাপ করছে রকলি আর পিট স্কিফিন। পাহাড়ে পাহাড়ে এত ভালুক আর সিংহ শিকার করে বেড়িয়েছে পিট যে ওদের কিছু কিছু স্বভাবও সে পেয়েছে। ভীর বিপদ এড়িয়ে যাওয়া রকলির স্বভাব নয়। ঝামেলা বাধার প্রায় সব রকম মাল-মশলাই ওখানে রয়েছে। একটাই বাকি ছিল, এই সময়ে গ্রেগ এসে হাজির হওয়ায় সেটাও পূর্ণ হলো। এতক্ষণ জেকের লোকের পিট আর রকলিকে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের লোক বলে চিনতে পারেনি।

ডক্টর ম্যাকগিনিসের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখছে ডগলাস। বিশাল এবং শক্তিশালী লোক। ওর কোমল স্বভাব আর প্রচণ্ড শক্তির জন্য সে পরিচিত। টিনা আর তার সঙ্গীদের সাথেই শহরে এসেছে।

টিনা গ্র্যান্ড হোটেলে সাপার খেতে ঢুকেছে। ডগলাস ভাবছে, তার কি বসের সাথেই থাকা উচিত, নাকি সঙ্গীদের সাথে যোগ দেবে?

আরনি আর স্কট স্টোর থেকে একটা বাকবোর্ডে মাল বোঝাই করছে। শহরের রাস্তায় লোকজন খুব কমই দেখা যাচ্ছে। ডগলাস বুঝতে পারছে পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

ডাইনিং রুমে ঢুকে টিনা দেখল ভিতরে মাত্র একজনই রয়েছে। মেয়েটা অত্যন্ত সুন্দরী-লালচে-সোনালী ওর চুল। আধুনিক প্যারিস ফ্যাশনের জামা পরেছে। কৌতূহলী হয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখল মেয়েটা তার দিকেই চেয়ে আছে। চোখে এমন একটা ভাব যেন টিনাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

ওয়েইট্রেস অর্ডার নিতে এসে টিনাকে নাম ধরেই ডাকল। হোটেল খোলার প্রথম দিন থেকেই সে গ্র্যান্ডে আসা শুরু করেছে। অর্ডার নিয়ে ওয়েইট্রেস ভিতরে চলে যাওয়ার সাথেসাথেই উঠে টিনার টেবিলের দিকে এগোল পওলীন।

'মিস ক্রমওয়েল? আমি পওলীন হান্টার।'

'হাউ ডু ইউ ডু? একা খেতে ভীষণ খারাপ লাগে আমার। বসো?'

বসে তীক্ষ্ণ চোখে টিনাকে যাচাই করে দেখছে সে।

ভাব গতিক বুঝতে না পেরে কথা চালু রাখার চেষ্টা করল টিনা। 'তুমি অ্যালামিটোসে নতুন এসেছ?'

'ঠাট্টা করছ নাকি?'

'না।' ঠাট্টার স্বরে জবাব দিল টিনা। 'তুমি কী চাও?'

'বলেছি তো আমি পওলীন হান্টার।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমি পল হান্টারের স্ত্রী।'

'সন্দেহ নেই ব্যাপারটা তোমার কাছে খুব সাধের। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী চাও।'

রেগে উঠেছে পওলীন—আবার সেই সাথে তার সন্দেহ হচ্ছে সে যা ভেবেছিল তা হয়তো ঠিক নয়। মেয়েটা সত্যিই কিছু বুঝছে না।

'আমার বিশ্বাস তুমি আমার স্বামীকে চেনো। আসলে তোমরা দুজনে একসাথে অনেক সময় কাটিয়েছ।'

'তুমি ভুল করছ। র‍্যাঞ্চ নিয়েই সময় কাটাই আমি—সামাজিক মেলামেশা আর হয়ে উঠে না। তা ছাড়া আমি হান্টার বলে কাউকে চিনি না।'

'কিন্তু তুমি পল রাইডারকে চেনো।'

একটু যেন আড়ষ্ট হলো টিনা। 'নিশ্চয়ই। অ্যালামিটোসের সবাই তাকে চেনে।'

'তুমি জানতে না হান্টারই পল রাইডার?'

'না। তবে জানলেও তাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হত না। দুটো নামই আমার কাছে অপরিচিত।'

হঠাৎ তার মনে পড়ল হান্টারের এই এলাকায় উপস্থিতি নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা সে লোকের মুখে শুনেছে। রাইডারের টেলিগ্রাম পাঠানো—জেকের জমি বিক্রি বন্ধ। 'তার মানে,' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল টিনা, 'তুমি বলছ পল রাইডারই

সেই বিরাট ব্যবসায়ী হান্টার?'

'এবং আমার স্বামী।'

পওলীনের দিকে চোখ তুলে তাকাল টিনা। পল...বিবাহিত। এই মেয়েটা ওর স্ত্রী। এখন বুঝতে পারছে পওলীনের বিশ্বাস তার আর পল রাইডারের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।

সত্যিই কী?

মুহূর্তের জন্য অতীতের ঘটনাগুলো ভাবল...কিছু অবশ্যই ছিল। সেটা কি সমঝোতা? ভালবাসার কোন আলাপই ওদের মধ্যে হয়নি। শেষ পর্যন্ত সে-ই সেড্রিককে গুলি করেছে বলে টিনার লোকজন সন্দেহ করায় সে চলে গেছে।

'আশ্চর্য ব্যাপার,' শান্ত গলায় বলল টিনা। 'আমার ধারণাই ছিল না যে পল রাইডার আসলে আরও অনেক কিছু। তবে সে হান্টারই হোক বা তোমার স্বামীই হোক এতে আমার কিছু আসে যায় না।'

যেভাবেই হোক, পলকে বিবাহিত পুরুষ বলে তার মনে হয়নি। এটা ঠিক যে পল আগে বাড়েনি—কিন্তু ওর যে আগ্রহ ছিল এ বিষয়ে টিনা নিশ্চিত। হ্যাঁ...সে নিজেও আকর্ষণ বোধ করেছে। জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষকে তার সত্যিই ভাল লেগেছে।

কিন্তু ওর মত লোক এখানে নিউ মেক্সিকোতে কী জন্য এসেছে? ঘোড়ায় চড়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো—পিস্তল যুদ্ধ—এসবই তো তার কাছে অর্থহীন?

'আমি বুঝি না পল হান্টারের মত লোক আলামিটোসে কী করছে? আর তুমি যদি ওর স্ত্রীই হও, তবে সে একা এল কেন?'

আক্রমণের মুখে থাকা পওলীনের পছন্দ নয়। কৈফিয়ৎ দেওয়াতেও সে অভ্যস্ত নয়। অথচ এই র‍্যাঞ্চের মেয়েটা আজ তাকে কোণঠাসা করে ফেলছে।

'সে এখানে কী করতে এসেছে জানতে চাও?' হঠাৎ রেগে বলে উঠল পওলীন। 'মরতে এসেছে!'

কয়েক সেকেন্ড পওলীনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল টিনা। কিন্তু ওই কথার কোন অর্থ করতে পারল না। 'মরতে? অর্থাৎ, ইচ্ছা করে কারও হাতে মারা পড়তে এসেছে?'

'মরতে।' একটা বিকৃত আনন্দ উপভোগ করছে পওলীন। মেয়েটা যদি পলকে চায় তবে জানুক এতে ওর কোন লাভ হবে না। 'মরতে বসেছে সে। ক্যানসার!'

পওলীনের দিকে চেয়ে আছে টিনা। মুহূর্তের জন্য মাথাটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে। 'ক্যানসার? পলের?'

'পল, তাই না? আপন করে নেয়া ডাক। একটু আগে ওকে চিনতেই পারছিলে না।' মিষ্টি হেসে টিনার দিকে চাইল পওলীন। 'আমার মনে হয় ওকে তুমি ভালবাস। কিন্তু কোন লাভ নেই। যদি বাঁচে সে আমার—যদি মরে, তখন তুমি ওকে নিতে পারো।'

পল...তা হলে মারা যাচ্ছে পল। এইজন্যই মৃত্যুকে ভয় পায়নি সে। টিনার মনে পড়ল মার খাওয়া লোকটা কীভাবে টলতে টলতে পিস্তল হাতে রাস্তা ধরে

এগিয়ে যাচ্ছিল। ব্যথায় প্রায় অন্ধ হয়ে সেলুনের ভিতর ভাঙচুর, গুলি, চিৎকার আর ফাইটিং। কাউকে এমন মরিয়া হয়ে লড়তে সে দেখেনি।

সামনে বসা মেয়েটার দিকে আর টিনার খেয়াল নেই। এখন সে আর কিছুই কেয়ার করে না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই সে পলকে হোল ইন দা ওয়ালের ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ঘণ্টা? নাকি দিন?

সে অসুস্থ...মারা যাচ্ছে...একা।

পওলীনের দিকে চাইল টিনা। 'তাই যদি সত্যি হয় তবে তার পাশেই তোমার থাকা উচিত। ওর সাহায্য দরকার—সেবা যত্ন দরকার।'

'মরুক সে।' উঠে দাঁড়াল পওলীন। এখানে আসাটাই ওর বৃথা গেছে। কোন লাভই হয়নি। নিজের উপরই ওর রাগ হচ্ছে—পলের উপর আরও বেশি। 'পাথরের মত কঠিন একটা মানুষ। এখানে মরতে এসেছে যেন কেউ ওর মৃত্যুর খবর না পায়। তা হলে আমিও ওর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হব—এটাই সে চায়।'

'ওর কাছে যাও,' সুপারিশ করল টিনা। 'তুমি ওর স্ত্রী। ওর কাছে গিয়ে ওকে সাহায্য করো। একা মরাটা মোটেই সহজ কাজ নয়।'

'তোমাকেই বেশি আগ্রহী মনে হচ্ছে—তুমি যাও,' বলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় নামল পওলীন। রাগে ওর ভিতরটা ধিকিধিকি জ্বলছে।

আবার সেই আগেকার কঠিন জীবনে ফিরে যেতে হবে ওকে। পল মরে যাবে, কিছুই পাবে না সে। আবার সেই ভাড়া নিতে এলে বাড়িওয়ালাকে ফাঁকি দেওয়া—দেহের লোভ দেখিয়ে মাতাল লোকের কাছ থেকে এক বেলার খাবার জোটানো। পল তাকে ঠাটের সাথে থাকার স্বাদ পাইয়ে দিয়ে এখন সরে পড়ছে।

শহর ছেড়ে যাওয়ার আগেই পল যদি প্রকাশ্যে মারা যায় তা হলে পওলীনের অনেক লাভ আছে।

রাস্তার ধারে একটা বাড়ি থেকে পিয়ানো বাজানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ পলকে দেখতে পেল পওলীন। অন্ধকারে রাস্তা পার হচ্ছে। এই সময়ে ওকে গুলি করে মারলে পওলীনকে কেউ সন্দেহ করবে না। শহরে পলের অনেক শত্রু আছে।

ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলের ঠাণ্ডা হাতলটা ছুঁলো পওলীন। রাস্তার উল্টো পাশ দিয়ে হেঁটে ওর দিকেই আসছে পল। পিস্তলটা বের করে দূরত্বটা আঁচ করার চেষ্টা করছে পওলীন। হঠাৎ হোটেলের দরজা খুলে বেরিয়ে এল টিনা ক্রমওয়েল।

তাড়াতাড়ি পিস্তলটা ব্যাগে ভরে চোখ তুলে দেখল টিনা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

'অন্ধকারে মিস করলে তখন কী হত?' প্রশ্ন করল টিনা।

'তুমি কী বলছ আমি জানি না।'

'পলের মত মানুষকে কেউ গুলি করলে সেও জবাব দেবে। রিফ্লেক্স। তুমি মারা যেতে পারতে।'

গুলি করত না পওলীন। মুহূর্তের উন্মাদনায় ঝোঁকের বশে পিস্তল বের করেছিল।

চট করে ঘুরে হাইহিলের আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেল পওলীন। টাকা সামান্যই আছে। এবার নিউ ইয়র্কে ফিরবে সে। ওখানে একশো ডলারের একটা

চেক তার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু সেই সাথে বিশ গুণ বিলও রয়েছে। গয়না বেচে আপাতত তার কিছুটা শোধ দেওয়া যাবে।

আর একটা পথ আছে। শহরে আসার পর থেকেই একটা লোকের কথা সে অনেকবার শুনেছে। বব।

ফিরে চেয়ে খুঁজে দেখল. পলকে আর এখন দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ মাত্র ত্রিশ গজ দূরেই অন্ধকারের ভিতর থেকে বব বেরিয়ে এল। মুহূর্তের জন্য ওর লম্বা মুখ আর ক্ষত চিহ্নটা দেখতে পেল পওলীন। বারের দিকে এগোল সে। এই সময়ে রাস্তার অন্য মাথা থেকে দ্রুত গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ হলো।

একটা খুঁটির সাথে মিশে এক হয়ে গেল বব। একটা বিশাল ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

আর এক দফা গুলি হলো–তারপরেই সব চুপচাপ। ডিভাইড সেলুনের সুইং দরজা ঠেলে একটা লোক বেরিয়ে এসে ঘোড়া বাঁধার রেইলের উপর পড়ল, ব্যথায় ছটফট করছে। মাটিতে পড়ে আবার ওঠার চেষ্টা করছে আর একটা লোক বেরিয়ে সাবধানে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপে দিল।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পওলীনকে এক নজর দেখে নিয়ে ঘোড়ার দিকে রওনা হলো বব। পাদানিতে পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়তে যাবে, এই সময়ে মেয়েটার ডাক ওর কানে গেল। 'বব! দাঁড়াও···তোমার সাথে কথা আছে।'

পনেরো

ডিভাইড সেলুনের দিকে এগোবার সময়ে ডগলাস গোলাগুলির শব্দ শুনল। গুলির শব্দের একটাই অর্থ হয়–ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের লোক বিপদে পড়েছে।

গোলাগুলি শুরু হবার অল্প আগেই জেক ট্যানার সেলুনে ঢুকে স্ট্রেট আর স্যাক্সনকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ওদের জায়গায় আরও তিনজন ট্যানারের লোক ঢুকেছে।

বাইরে বেরিয়ে জেক জানাল, 'রাইডার রাস্তা ধরে ওদিকে গেছে। সেলুনের ভিতরে একটা ফাইট হবে–শব্দ পেলেই ছুটে আসবে রাইডার–তোমার সুবিধামত জায়গা বেছে নাও। আসার পথেই ওকে শেষ করতে হবে।'

স্যানডোভাল আর অ্যালকটকে সেলুনে ঢুকতে দেখেছে ফিল। টেক্সাস আর সনোরায় স্যানডোভালের নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। আর অ্যালকট র‍্যাটল স্নেকের মতই মারাত্মক।

'গ্রেগ,' নিচু স্বরে বলল ফিল, 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, তোমার লোকজন নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো। ওই দুজন স্যানডোভাল আর অ্যালকট।'

আর্নি আর স্কটও এখন বারে। অর্থাৎ পাঁচজন ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের আর সাতজন জেকের লোক ওখানে রয়েছে। 'এবার যাওয়া যাক,' পিট স্কিফিনকে বলল গ্রেগ। 'বসের ফেরার সময় হয়েছে।'

'আমি এটা মিস করতে রাজি না।'
'চাইলে তুমি যাও,' জবাব দিল ফ্লিফিন, জোয়েল দিকে মুখ করে
ফ্লিফিনের উইনচেস্টার কারবাইনটা এর কাঁধে
ঝুলছে—ট্রিগারের মুখ সামনের দিকে।
চট করে রাইফেল চালাতে দেখেছে গ্রোপ। চট করে
ওকে অনেকবার এই অবস্থায় অন্যেরা পিস্তল বের করার চেয়েও দ্রুত
কোমর পর্যন্ত তুলেই ট্রিগার টিপে দেয়।
ওর অ্যাকশন।
অ্যালকটই শুরু করল। 'মহিলা বসের জন্যে যারা কাজ করে তাদের ঠিক
পুরুষ বলা যায় না!'
স্যান্ডোভালের নজর ফ্লিফিনের উপর। অভিজ্ঞ যুদ্ধাকেই তার ভয়।
অ্যালকটের কথায় ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের লোকেরা ঘুরে দাঁড়াল। জোয়েল দলের
একজন পিস্তল বের করার জন্য হাত বাড়াল। ফ্লিফিনের কারবাইনটা গর্জিয়ে
উঠল। পেটে গুলি খেয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল লোকটা। টেবিলের
সাথে ধাক্কা খেয়ে সড়াৎ করে পিছলে মেঝেতে পড়ল।
টেবিলটা স্লিপ করে সরে যাওয়ায় দুজন লোক ওটার সাথে হোঁচট
খেলো—তাতেই অবস্থান পরিবর্তন ঘটল। ইঞ্চি দূরে থেকে গ্রোপ দ্রুত পরপর
দুটো গুলি চালাল। চোখের সামনেই দুজনকে লুটিয়ে পড়তে দেখল সে। মাটিতে
পড়ার পর দ্বিতীয় লোকটার পিস্তল ছুটল। ফ্লিফিনের রাইফেল একের পর এক
গুলি ছুঁড়ে চলেছে।
অ্যালকট মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। এখানে থাকলে সে মারা পড়বে
তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুহাত কপালের উপর ক্রস করে ডাইভ দিয়ে জানালা
ভেঙে বেরিয়ে হাঁটুর উপর পড়েই আবার উঠে ছুট দিল।
ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের সবাই এখন বাকি দুজনের দিকে গুলি ছুঁড়ছে।
যেমন হঠাৎ করে শুরু তেমনি হঠাৎ করেই গোলাগুলি শেষ হলো। ক্রমওয়েল
র‍্যাঞ্চের সবাই নিজেদের সৌভাগ্যে অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে চাইছে। দশ
সেকেন্ড মত ফাইট চলেছে, কিন্তু ওদের একজনও আহত হয়নি।
'কাজটা একবারেই শেষ করে ফেলা যাক,' বলল ফ্লিফিন। 'এখনও শহরে
ট্যানারের কিছু লোক রয়েছে!'
গ্রোপের গুলিতে ধরাশায়ী একটা লোক ওঠার চেষ্টা করছে। 'ডাক্তার ডাকো!'
বলল সে। 'আমার অবস্থা কাহিল!'
'সামনেই তার অফিস। নিজেই ডেকে আনো,' জবাব দিল ফ্লিফিন।
জেক ট্যানারের আশা পূরণ করতে গোলাগুলির শব্দে ওখানে ছুটে যায়নি
রাইডার। ডক্টর ম্যাকগিনেসের চেম্বার থেকে সে শুনেছে ওই শব্দ। অভিজ্ঞ আর্মি
ডাক্তার তখন ওকে পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখছে।
ডাক্তার কঠিন চোখে রাইডারের দিকে চাইল। 'কী হয়েছে তোমার?'
'আমি ক্যানসারে ভুগছি।'
পাইপটা নামিয়ে রাখল ডাক্তার। 'ও, তোমার ক্যানসার? খবরটা তোমাকে
কে দিল?'
'ডক্টর কালবারটন...ম্যানিং কালবারটন। হয়তো আপনি চিনবেন না। সে

নিউ ইয়র্কে প্র্যাকটিস করে।'

'চিনি। লোকটা বড়লোকদের মাঝে পসার জমিয়ে বেশ ব্যবসা করছে। ডাক্তারির "ড"ও জানে না। ক্যানসারের কী বুঝবে? তোমার ওজন কি কিছু কমেছে?'

'না, বরং বেড়েছে।'

'আচ্ছা, তা হলে ব্যাপারটা প্রথম থেকে বলো শুনি।'

রাইডার তার সিমটমের শুরু থেকে নিয়ে কালবারটন কী বলেছে, আর এখন সে কেমন বোধ করছে, সব বলল।

আবার রাইডারকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ডাক্তার। আরও কিছু প্রশ্ন করল। তারপর শুকনো ভাবে বলল, 'ক্যানসার নয়, তোমার আলসার হয়েছে।' বিছানার পাশ থেকে নিজের ডেস্কে ফিরে গেল ম্যাকগিনিস। 'তুমিই হান্টার, তাই না? লোকের মুখে শুনেছি, তুমি এই এলাকায় এসেছ। ফাইনান্সের ব্যবসায় যারা আছে তাদের মধ্যে প্রায়ই আলসার দেখা দেয়। ব্যস্ততা, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা আর সময় মত খাবার পেটে না পড়াই এর কারণ।'

নিজের ডেস্কের পিছনে বসল ডাক্তার। 'প্রথমে একটু ওজন কমাটাই স্বাভাবিক। তবে যা শুনেছি তাতে তুমি ঠিক শান্ত আর নিরিবিলি জীবন কাটাচ্ছ না। তোমার দরকার বিশ্রাম, ঘুম, আর যতটা সম্ভব, কম দুশ্চিন্তা।'

হাসল রাইডার। 'আমি এখানে যত নিশ্চিন্ত আছি আর যা বিশ্রাম পেয়েছি—সারাজীবনে কোনদিন তা পাইনি।'

'কিন্তু আমার বিশ্বাস অনেক দুশ্চিন্তা গেছে তোমার। এতসব ফাইটিং করলে দুশ্চিন্তা হবারই কথা।'

'দুশ্চিন্তা হবে কেন? প্রাণ হারানো ছাড়া আর কোন ঝুঁকিই ছিল না আমার। আর আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম ওটা আগেই গেছে।'

'তা হলে এখন থেকে দুশ্চিন্তা করা শুরু করো, কারণ আমার বিশ্বাস তুমি বাঁচবে। এখন তুমি সুস্থ। মুক্ত বাতাস আর বিশ্রাম নিয়ে ব্যস্ততা থেকে কিছুদিন দূরে থাকাই তোমার দরকার ছিল।' পাইপে তামাক ভরল ডাক্তার। 'প্রচুর পানি খাওয়াও দরকার। এদিককার পানিতে যথেষ্ট ক্ষার আছে। যাই হোক, তুমি যেমন এসেছিলে তারচেয়ে এখন অনেক ভাল আছ। অন্তত তোমার কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে।'

পাইপ মুখে দিল ডাক্তার। 'তুমি মার খাওয়ার পর তোমার চিকিৎসা করার জন্যে টিনা আমাকে নিয়ে গেছিল। চমৎকার মেয়ে···ওর ছেলে বেলা থেকেই ওকে আমি চিনি।'

শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে পলের আঙুল থেমে গেল। দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে সে।

মারা যাচ্ছে না সে। বাঁচবে।

'আরও কয়েক বছর আগে ওর সাথে আমার পরিচয় হওয়া দরকার ছিল,' বলল পল। 'এখন আমি বিবাহিত···কিন্তু ভুল মেয়েকে বিয়ে করেছি।'

বাইরে সিঁড়িতে ভারি বুটের আওয়াজ হলো। গান-বেল্টটা তুলে নিয়ে একটু

আড়ালে সরে গেল রাইডার। অন্য পিস্তলটা ওর হাতে।

ফুটপাতের কাঠ একটু ককিয়ে উঠল। জানালার পর্দায় একজনের ছায়া পড়েছে। ডক্টর ম্যাকগিনিস ডেস্কের উপর একটা বড় খাতা খুলে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে—যেন একাকী কাজে ব্যস্ত। দরজার হাতলের দিকে চেয়ে ওটা ঘোরার অপেক্ষায় আছে রাইডার।

কাঠের বোর্ড আবার ককিয়ে উঠল। তারপর পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল। লোকটা যে-ই হোক, চলে গেছে।

'জানো, ডাক্তার? আমার মনে হয় আবার আমার মধ্যে ভয় ফিরে এসেছে।'

'এখন তোমার হারাবার অনেক কিছুই রয়েছে।'

পাইপে টান দিল ডাক্তার। 'টিনা তোমাকে খুব পছন্দ করে। তোমার স্ত্রী কি তোমাকে চায় না?'

'সে টাকা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। বিয়ে সে চায়নি—আমাকে একবার খুন করাতেও চেষ্টা করেছিল। আমার বিশ্বাস আবারও সে চেষ্টা করবে।'

'বিবাহ বিচ্ছেদ বলে একটা কথা আছে—জানি অনেকেই নাক সিটকাবে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওটাই একমাত্র উপায়। আমি টিনাকে সুখী দেখতে চাই।'

'আমিও তাই চাই।' পিস্তলটা বেল্টের তলায় গুঁজল রাইডার। 'ফি কত দিতে হবে?'

'দুই ডলার। যদি চাও, পিছন দিক দিয়ে একটা বেরোবার পথ আছে।'

'অতটা ভয় পাইনি। যেদিক দিয়ে এসেছি সেদিক দিয়েই বেরোব।'

কন্টিনেন্টাল ডিভাইড থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। নানা রকম বিচিত্র সুর তুলে কটনউড গাছের উপর গাইছে একটা মকিঙবার্ড। বেশ রাত হয়েছে। শহরের বেশির ভাগ আলোই নিভে গেছে।

গ্র্যান্ডে তিন তালার জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। ওটা পওলীনের কামরা। ঘুমাতে যাওয়া ওর খুব অপছন্দ—কিন্তু সকালে আর বিছানা ছেড়ে উঠতেই চায় না।

রাইডার শুধু জানালার আলোই দেখতে পেল। ভিতরে বিছানার উপর বসে আছে পওলীন। বব রকিঙ চেয়ারে বসেছে।

'বব,' বলল পওলীন। 'তোমাকে আমার জন্যে একটা কাজ করতে হবে।'

বব এমনভাবে পওলীনের দিকে চেয়ে আছে যে মনে হয় সে আগে কখনও মেয়ে দেখেনি। আসলে সত্যিই দেখেনি—যাদের দেখেছে তারা কেউ পওলীনের মত নয়।

ষোলো

পাথর বিছানো রাস্তায় রাইডারের বুট শব্দ তুলছে। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। কয়েক মাইল দক্ষিণে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের লোকজন হোল ইন দা ওয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডিভাইড সেলুনে ফাইটের পর সব পরিষ্কার করছে ফিল। মৃতদেহগুলো

পিছনে গুদাম ঘরে রেখে মেঝে থেকে রক্ত মাখা কাঠের গুঁড়ো ঝাঁট দিচ্ছে। আগামীকাল সকালে মরা মানুষগুলোকে কবর দেওয়া হবে।

অন্ধকারে বিছানার উপর বসে স্লেট আর স্যাক্সনের জন্য অপেক্ষা করছে জেক ট্যানার। রাইডার এভাবে রাতের আঁধারে গুলি খেয়ে মরবে বলে একটু যেন দুঃখই হচ্ছে ওর। কিন্তু তাতে অনেক জমি আর টাকা চলে আসবে হাতের মুঠোয়।

তবু, লোকটা একজন রিয়েল ফাইটার ছিল। ওকে নিজের হাতে পিটিয়ে হারাতে পারলে খুব সুখ পেত জেক। বহুদিন জেকের কাছে লড়াই-এর চেয়ে বেশি আনন্দ আর কোন কিছুতে নেই।

অস্থির হয়ে উঠছে জেক। কিন্তু এখনও কিছু ঘটছে না কেন?

আস্তাবলের কাছে এসে বাড়িটার কোনায় অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াল রাইডার। প্রবেশ পথের বিরাট দরজার মাথায় একটা আলো ঝুলছে। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আস্তাবলের ভিতরটা অন্ধকার গুহার মত দেখাচ্ছে। পলের কাছে ব্যাপারটা সুবিধার মনে হচ্ছে না।

কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেও কোন রকম শব্দ শুনতে পেল না রাইডার। কেবল ছোট অফিস ঘর থেকে মাঝেমাঝে ঘোড়া-রক্ষকের নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। সন্দেহটা মন থেকে তাড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ঘুরে পিছনের দরজার দিকে এগোল।

খোঁয়াড়ের কাছে দাঁড়াল রাইডার। আকাশে চাঁদ নেই, তবু অস্পষ্ট ভাবে খোঁয়াড়ের খুঁটিগুলো দেখতে পাচ্ছে। ঘোড়াগুলো দূরে খোঁয়াড়ের অন্যপাশে রয়েছে। পানির টবে পানি চিকচিক করছে। দুটো মাল-টানা ওয়্যাগন ভিতরে দাঁড় করানো রয়েছে। পিছনের দরজার দিকে এগোল পল।

পুরানো খোঁয়াড়ের মাটিতে পুরু ধুলো, খড়, ইত্যাদি জমে নরম হয়ে আছে বলে ওর চলায় কোন শব্দ হচ্ছে না। দরজার কাছে থেমে আবার কান পাতল।

দূরে গাছের উপর সেই মকিঙবার্ডটা এখনও গেয়ে চলেছে। দূরের শব্দটা রাতের নিস্তব্ধতাকে যেন আরও জোরাল করে তুলছে। মনে মনে সে ভেবে দেখল স্ট্যালিয়নটা কোথায় আছে—আস্তাবলের মাঝামাঝি জায়গায় আছে ওটা।

দরজার কাছে খড় রাখার তাক। আর একটু সামনেই আরও দুটো ওয়্যাগন রাখা রয়েছে। জায়গাটা একেবারে অন্ধকার। ভিতরে ঢুকল রাইডার।

মেঝের উপর খসে পড়া খড়ের উপর দিয়ে চলার সময়ে মৃদু খসখস শব্দ হচ্ছে। অল্প এগিয়েই থামল—কিন্তু কোন রকম আক্রমণ এল না।

ঘোড়ার দানা চিবানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিপদের ভিতর দিয়েই বড় হয়েছে বলে ওর অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়েছে। কোন কারণ ছাড়াই অস্বস্তি বোধ করছে।

দু'পা আগে বাড়ল রাইডার, তারপর আরও এক পা। হয়তো বোকার মত মিছেমিছি ভয় পাচ্ছে—কেউ নেই এখানে। কিন্তু জেক ট্যানার শহরে রয়েছে, সঙ্গে পওলীনও রয়েছে···ওদের কাউকেই বিশ্বাস করে না পল।

সাবধানে আরও কয়েক পা এগিয়ে থামল। হঠাৎ কয়েক ফুট সামনে নিচে হয়ে জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ হলো।

রাইডার

একটা খুঁটির সাথে সেঁটে দাঁড়াল রাইডার। পেরেকের সাথে ঝোলানো ঘোড়ার নাল ওর হাতে ঠেকল। কোন শব্দ না করে একটা নাল তুলে নিয়ে কোমরের কাছ থেকে শব্দের দিকে ছুঁড়ে দিল। ওর ধারণা লোকটা মাটিতে বসে আছে।

নালটা থপ করে কীসের সাথে ধাক্কা খেলো। সাথেসাথেই একজনের গলা শোনা গেল, 'এসব বাঁদরামির মানে কী?'

'চেঁচিও না, চুপ করো!' আর একটা গলা শোনা গেল।

'তুমিও ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করো—এটা ফাজলামির সময় না।'

এক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর আবার দ্বিতীয় গলাটা শোনা গেল। 'আমি কিছু ছুঁড়িনি।'

নীরবতা গাঢ় হলো।

চিন্তায় পড়বে ওরা। কান পেতে এদিক ওদিক চাইবে। নিঃশব্দে উপুড় হয়ে রাইডার পায়ের কাছে খড়ের তলা থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে নিল।

দুই পা আগে বাড়তেই লোকটা ফিরে তাকাল। ওর চোখ লক্ষ্য করে ধুলো ছুঁড়ে মারল পল। এক হাতে চোখ ডলতে ডলতে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে। সজোরে ওর মাথার পিছনে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল রাইডার। জ্ঞান হারিয়ে লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দেহটা টেনে তুলে সব শক্তি দিয়ে ঠেলে দিল দ্বিতীয় লোকটার দিকে।

'স্যাক্স! কী শুরু করলে—?'

আস্তাবলের মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে স্যাক্সন। সদর-দরজার উপর ঝুলানো আলোয় আবছা ভাবে ওকে দেখা যাচ্ছে। ফাঁসফ্যাসে গলায় স্ট্রেট আবার ওর নাম ধরে ডাকল। কোন সাড়া নেই। কাপড়ের মৃদু খসখস আর থপ করে একটা আওয়াজ শুনেছে সে। স্যাক্সনকে কি ঘোড়ায় লাথি মারল?

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে স্টল থেকে বেরিয়ে স্যাক্সনের পাশে উবু হয়ে বসল। 'স্যাক্স…কী হয়েছে? ব্যথা পেয়েছ?'

অন্ধকারে পিস্তল কক করার 'ক্লিক' শব্দে স্থির হয়ে জমে গেল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। উপুড় হয়ে বসেছে, পিস্তলের হাতল কোটের তলায় ঢাকা পড়েছে। দ্রুত বুঝে নিল এখন সম্পূর্ণ নিরুপায় সে।

'তোমার পার্টনারকে তুলে নিয়ে সোজা দরজার দিয়ে বেরিয়ে যাও,' বলল রাইডার। 'তোমার দুই হাতই ওর ওপর রেখে ধীর পায়ে হাঁটবে। তোমাকে মারতে চাই না আমি—তবে, মারলেও আমার খারাপ লাগবে না। কী করবে মনস্থির করে নাও।'

স্যাক্সনকে তুলে কাঁধের উপর ফেলে বাইরের দিকে রওনা হলো স্ট্রেট।

স্ট্যালিয়নটাকে বের করে ওর পিঠের উপর দিয়ে স্ট্রেটের উপর নজর রেখে তাড়াতাড়ি ঘোড়া সেজে জিনে চড়ে বেরিয়ে এল রাইডার।

দরজার বাইরেই থেমে দাঁড়িয়েছে স্ট্রেট। ঝুঁকে ওদের পিস্তল দুটো তুলে নিল রাইডার।

'রাস্তা ধরে এগিয়ে যাও—সোজা ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে থামবে।'

'ক্যালিফোর্নিয়া' প্রতিবাদ করল স্ট্রেট। 'আমাদের ঘোড়াগুলোও নিতে পারব নাকি শোনো–'

'আমি চলে যাওয়ার পর ঘোড়া নিতে পারবে। শুনেছি ক্যালিফোর্নিয়া বেশ চমৎকার জায়গা–তোমাদের জন্যে এখানে কোন ভবিষ্যৎ নেই।

'আমার নাম রাইডার। এরপরে তোমাদের এখানে দেখলেই আমি গুলি করে মারব। দ্বিতীয়বার আর সাবধান করব না।'

হোঁচট খেতে খেতে রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে স্ট্রেট। ওদিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে রওনা হয়ে গেল রাইডার। কালো উঁচু পাহাড়ের কাছে পৌঁছে দক্ষিণে তার গোপন আস্তানার পথ ধরল।

ওখান থেকে আরও অনেক মাইল দক্ষিণে, হোল ইন দা ওয়ালে শুয়ে আছে টিনা ক্রমওয়েল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। উঠে বসে আগুনে কয়েকটা কাঠ চাপাল।

পল মারা যাচ্ছে। এই এলাকাতেই কোথাও মরতে যাচ্ছে সে–একা। অনেক কিছুই এখন টিনার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আগুনের দিকে চেয়ে ওখানে পলের মুখই দেখতে পাচ্ছে সে।

পওলীনের কথা মনে পড়ল। মেয়েটার ব্যবহারে আজ আঘাত পেয়েছে টিনা–আশ্চর্যও হয়েছে। পলের মত সুন্দর মনের মানুষের ওর মত বউ–ভাবাই যায় না।

মৃদু পায়ের শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখল গ্রেগ আসছে।

'এত কী ভাবছ, বস?'

'পলের কথা ভাবছিলাম।'

আগুনের ধারে বসল গ্রেগ। 'আমিই বোকার মত কাজ করেছি। ভেবেছিলাম এতদিন পরে সে বুঝি আমার খোঁজেই এসেছে–মারবে।'

পওলীনের সাথে ওর কী কথা হয়েছে গ্রেগকে খুলে বলল টিনা। ক্যানসারের কথাও বলল। পওলীনের পিস্তল বের করার কথাও বাদ দিল না।

'আমি দুঃখিত, ম্যাম–সত্যিই দুঃখিত।'

আগুনের ধারে একা বসে আছে টিনা। অস্থির লাগছে, এখন কিছুতেই তা
ঘুম আসবে না। রাগও হচ্ছে–পওলীনের মত মেয়ে পলকে পেয়েছে বলে রা
হচ্ছে।

এই সৌভাগ্য ওর প্রাপ্য নয়–কিছুতেই না।

কিন্তু তাই ঘটেছে। পলের এখন যা-ই হোক সে পলের স্ত্রীই থাকবে।

উঠে দাঁড়াল টিনা। পুবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ক্ষতি নেই–পল
যদি মরতেই হয় যারা তাকে ভালবাসে তাদের মাঝে মরবে সে। নিজের বা
ফিরে আবার নতুন করে ঘর বানাবে টিনা। জেক ট্যানারের লোকজন যদি মার
করতে আসে, আসুক–সে মারপিটই করবে।

আর পওলীন যদি পলকে ফিরে পেতে চায় তবে ফাইট করেই পে
হবে–সে ছাড়বে না।

সতেরো

অ্যালামিটোসে জেক ট্যানারের দলের সাথে গান ফাইটের পর তিনদিন কেটে গেছে। তিনদিন আগেই পওলীনের সাথে কথা বলেছে বব।

অব্যর্থ মানুষ শিকারী বব যাকে হত্যা করবে তাকে গত তিনদিন ট্র্যাক করে বেড়িয়েছে।

রাইডার যেন হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কিন্তু ওর একটা গোপন আস্তানা আছে। চিহ্ন দেখে বুঝেছে সেটা লাভা স্তরের ভিতরেই কোথাও হবে।

মেসার মাথায় বসে ভাবতে ভাবতে ববের মনে পড়ল এই লোকটাই সেদিন ট্রেন থামার আগেই কোথাও নেমে পড়েছিল।

রাইডার আর এর মধ্যে আস্তানা ছেড়ে বেরোয়নি। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে, খাওয়া-দাওয়া করেছে আর সব্জি বাগানের দেখাশোনা করেছে। ঘোড়াগুলোর সাথেও প্রচুর সময় কাটিয়েছে। আরও দুটো ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে ওদের পিঠে চড়তে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

ডাক্তার বলেছে দুশ্চিন্তা একদম মানা, বিশ্রাম আর সহজে হজম হয় এমন খাবারই তার জন্য বড় ওষুধ।

পড়তে সে সবসময়েই ভালবাসে। এখন সুযোগ পেয়েছে। সাধারণত বই নিয়ে ভিতরের মাঠে গিয়ে সে পড়াশোনা করে। ঘোড়াগুলো ওকে সঙ্গ দেয়। দিনগুলো এখন কিছুটা গরম হলেও রাতের বেলা ঠিকই ঠাণ্ডা পড়ে।

ডিভাইড সেলুনে গোলাগুলি হবার পর চতুর্থ দিনে সকাল বেলা রাইডার লাভার উপর দিয়ে কিছুটা ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছে—এই সময়ে সূর্যের আলোর একটা ঝিলিক ওর চোখের কোণে ধরা পড়ল। মাথা ফিরিয়ে মেসার উপর থেকে আর একটা ঝিলিক দেখতে পেল। কেউ রয়েছে ওখানে, সম্ভবত দূরবীন ব্যবহার করছে।

একেবারে স্থির হয়ে রইল রাইডার। জানে, নড়াচড়া করলেই চোখে পড়ার বেশি সম্ভাবনা। না নড়লে অতদূর থেকে তার অস্তিত্ব সহজে টের পাওয়া যাবে না।

কয়েক মিনিট পর এক একবারে এক ফুট করে নেমে আবার ভিতরের মাঠে ফিরে এল। এমনও হতে পারে আলোটা দূরবীন থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসেনি—এলেও, লোকটা যে তাকেই খুঁজছে এটা ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে সবচেয়ে খারাপটাই ভাবা ভাল।

একটা পাথরের উপর বসে মাথা থেকে আর সব চিন্তা বাদ দিয়ে সে ভাবতে শুরু করল। তাকে খোঁজার একটাই মানে হয়—তার পিছনে কেউ লোক লাগিয়েছে। গত কয়েকদিনে যা ঘটেছে তাতে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যে লোক একা টিকে থাকতে পারে, সে-ই সবচেয়ে শক্তিশালী। কারও কাছ

থেকে সাহায্য আশা করা যায় না—তবে সাহায্য চায়ও না সে।

চোখ-কান খুলে চলার অভ্যাস করেছে বলে তার অনেক লাভ হয়েছে। প্রত্যেকটা স্বাভাবিক নড়াচড়া আর ছায়া আলাদা করে চিনতে শিখেছে ওর চোখ।

তাকে মারার জন্য ওরা ববকে পাঠাবে।

ঘোড়াগুলোর আশেপাশেই তার থাকা উচিত। কারণ বিপদের সম্ভাবনা মানুষের চেয়ে জীব-জন্তু অনেক সহজে টের পায়।

কাজে লেগে গেল রাইডার। ভিতরে ঢোকার পথে মাঝামাঝি জায়গায় উপর থেকে একটা ভারি পাথর নীচে পড়ার ফাঁদ পাতল। সরু চামড়ার দড়ি, ঘাস আর ঝোপের ভিতর লুকিয়ে ট্রিগারের ব্যবস্থা করল। ওতে হোঁচট খেলেই পাথরটা নীচে পড়বে।

এরপর রোদে বসে তীর ধনুক তৈরি করল। ওটা বুক সমান উঁচুতে পথের মধ্যে পাতল। পথের বাঁক ধনুকটাকে আড়াল দিচ্ছে। তবে এসব ফাঁদ ববের মত লোকের বিরুদ্ধে হয়তো কোন কাজেই আসবে না। লাভার উপর দিয়েও আসতে পারে লোকটা। ঝর্নার থেকে অনেকগুলো নুড়ি-পাথর নিয়ে লাভার উপর থেকে যেখান দিয়ে মাঠে নামা যায় তার আশেপাশে ছড়িয়ে রাখল। ওখান দিয়ে কেউ এলে নীচে থেকে নুড়ির শব্দ পাওয়া যাবে।

বব যে শেষ পর্যন্ত ওকে ঠিকই খুঁজে বের করবে এতে রাইডারের বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

পাথরের কেবিনটার জানালা দিয়ে মাঠের ভিতরটা, ঢোকার পথ, আর মেসার রিমের কিছুটা অংশ দেখা যায়। কিছু খেয়ে নিয়ে সাবধানে আলোটা ঢেকে বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত পড়াশোনা করল।

সকালে উঠে ফাঁদগুলো একবার পরীক্ষা করে লাঞ্চ তৈরি করল। তারপর ভিতরের মাঠে গিয়ে লাভার দেয়ালে উঠে উঁকি দিয়ে বাইরের এলাকাটা ভাল করে দেখে, মনে গেঁথে নিল। এই জানার উপরই ওর বাঁচা মরা নির্ভর করতে পারে। একটু সামনেই রয়েছে একটা বুদ্বুদের গর্ত। ষাট ফুট গভীর। তলায় ছুরির ফলার মত ধারাল পাথরে বোঝাই। উপরের পাতলা আস্তর ভেঙে নীচে পড়েছে। ওর একটার ভিতরে পড়লে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু অবধারিত।

ববই যদি ওর পিছু নিয়ে থাকে, তবে মোটামুটি নিশ্চিত না হয়ে গুলি ছুঁড়বে না। এখন কোনক্রমেই নিয়ম বেঁধে কিছু করা যাবে না—ছক বাঁধা কাজ করলেই বিপদ। এখন বুদ্ধির লড়াই-এ নামতে হবে। এই লড়াই কতদিন চলবে তার কোন ঠিক নেই।

ঠাণ্ডা যুদ্ধটা উপভোগ করছে রাইডার। শত্রুপক্ষ কোথায় প্রথম আঘাত হানতে চেষ্টা করবে? শিকারী কোথায় তার শিকার খুঁজবে?

ঝর্নার ধারে। পানি সবারই দরকার! বব আশা করবে পানি নিতে ঝর্নার ধারে যাবে পল। ওই কাজ থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। পানির ব্যবস্থা রয়েছে কেবিনে—সুতরাং ঝর্নার ধারে পানি আনতে ওকে যেতে হবে না। ববকে ঘাপটি মেরে তার জন্য অপেক্ষা করতে দেওয়া চলবে না। ওকে আক্রমণ করতে বাধ্য করতে হবে।

অদ্ভুত বুদ্ধির যুদ্ধ শুরু হলো। এতে একজন, কিংবা দুজনই মারা পড়বে।

ডিভাইড সেলুনে ফাইট হবার পর তৃতীয় দিনে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের লোকজন র‍্যাঞ্চে ফিরে নতুন করে সব তৈরি করার কাজে লেগেছে। ফাইটে জেক ট্যানারের

শক্তি অনেক কমে গেছে। সেড্রিক এখন উঠে বসতে পারে। সে-ই নতুন করে সব তৈরি করার তদারকির ভার নিয়েছে।

সন্ধ্যার দিকে বব ওদের ক্যাম্পে পৌঁছল।

টিনা আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মেক্সিকান মেয়েটা রান্নার জোগাড় করছে। রকলি কাছেই বসে কফি খাচ্ছে। কফির মগটা পৌঁছে দিয়ে ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল গ্রেগ। ববের দিকে ফিরল সে।

পরিষ্কার জায়গাটা দেখিয়ে বব বলল, 'কাজ শুরু করেছ দেখছি–এক কাপ কফি হবে?'

'ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বিশ্রাম নাও,' পশ্চিমে নবাগতকে যেভাবে আমন্ত্রণ করা হয় তা-ই বলল টিনা, কিন্তু ওর স্বরে আন্তরিকতা ফুটে উঠল না। 'ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চ থেকে কাউকে কোনদিন না খাইয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়নি।'

'এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম,' ব্যাখ্যা দিল বব। আগুনের ধারে মেক্সিকান মেয়েটার হাত থেকে এক মগ কফি গ্রহণ করল সে। ক্যাম্পের কিছুই ওর চোখ এড়াল না। কিন্তু টিনা জানে ক্যাম্পের খুঁটিনাটি দেখার জন্য লোকটা এখানে আসেনি।

'কফি শেষ করে নিজের পথে চলে যাও,' বলল টিনা। 'তোমাকে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের মাটিতে আমি দেখতে চাই না।'

ঠাণ্ডা মলিন চোখে টিনার দিকে চাইল বব। 'তোমাদের কারও সাথে আমি কোন ঝামেলা করিনি।'

'করবেও না। আগামীকাল সকালের পরে যদি তোমাকে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের মাটিতে দেখা যায়, তবে দেখা মাত্রই গুলি করা হবে। কেউ যদি খাতির করে তোমাকে ছেড়ে দেয়, তাকে বরখাস্ত করা হবে।'

'খুব কঠিন কথা,' কফির মগটা নিজেই আবার ভরে নিয়ে মন্তব্য করল বব। 'কিন্তু বিশ্বাস করো, ম্যাম, তোমাদের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই।'

'ডেরিক রাইলিকেও কি তুমি এই কথাই বলেছিলে?'

ওর মুখের ভাব একটুও বদলাল না। 'ওর সাথে আমার কোন কথাই হয়নি। ওর ব্যাপারে জানার সুযোগ হয়নি আমার।'

রকলি উঠে দাঁড়াল। 'কফি শেষ করে এখান থেকে বিদায় হও।'

শান্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে বব বলল, 'তোমাকে হয়তো একদিন শহরে আসতে হবে।'

'প্রায়ই শহরে যাই আমি,' জবাব দিল রকলি। 'দরকার হলে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের সবাই মিলে শহরে গিয়ে তোমাকে শিকার করব।'

'আমাদের কোন কর্মচারী যদি গুলি খায়,' হুমকি দিল টিনা, 'তবে যেখানে তোমার নাগাল পাই সেখানেই তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাব–বুঝেছ?'

'একদম পরিষ্কার।' নিজের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে জিনের উপর চড়ে বসল বব। পিছন ফিরে আগুনের পাশে দাঁড়ানো সুন্দর মেয়েটার দিকে চাইল। 'ম্যাম, মহিলা বস সম্পর্কে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করে–তবে তুমি তার ব্যতিক্রম

লোকটা চলে যাওয়ার পর টিনা বলল, 'আমার মনে হয় না লোকটা ঝামেলা বাধাবে, কিন্তু আমার নির্দেশ বলবৎ থাকল।'

'লোকটা খামোকা ঘুরছে না, আমার মনে হয় ও কারও পিছু নিয়েছে,' রর্কান বলল।

লোকটা যেদিকে গেছে, ওদিকে সামান্য ধুলো ওড়ার আভাস দেখা যাচ্ছে। কেন যেন একটু শিউরে উঠল টিনা।

'যার পিছনে যাচ্ছে তার বারোটা বাজাবে ও,' মন্তব্য করল স্কিফিন।

স্কট বলল, 'আমি জানি রাইডারের খোঁজেই ও যাচ্ছে—ওকে খুন করবে।'

এরপর আর কেউ কোন কথা বলল না। একে একে বাদুড় দেখা দিচ্ছে আকাশে। অক্লান্ত ভাবে পোকার পিছনে ধাওয়া করছে ওরা।

এখন সে কোথায়? কোথায় আছে রাইডার?

আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল টিনা। চিন্তিত চোখে আরনি ওর সরে যাওয়া লক্ষ করল। একটু থেমে চোখ তুলে অন্ধকারে কালো টিলাগুলোর দিকে চাইল টিনা।

রাইডার ওখানেই কোথাও আছে—একা।

আঠারো

বেশ গরম পড়েছে। দূরের পাহাড়গুলো দিগন্তে যেন একাকার হয়ে গেছে। লাভার স্তরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে—ছুঁলে ফোস্কা পড়বে। ফাটলের ভিতর থেকে জন্মানো একটা পাইন গাছের ছায়ায় রাইফেল নিয়ে তৈরি হয়ে শুয়ে আছে বব। ঝর্নার দিকে ওর লক্ষ্য।

দুদিন আগেও তার ধারণা ছিল রাইডার তার এই ফাঁদে ধরা দেবে। কিন্তু এখন সে ততটা নিশ্চিত হতে পারছে না। নিশ্চয়ই অন্য কোন জায়গা থেকে পানি সংগ্রহ করছে সে।

একটা শকুন মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে। সে জানে রাইডার ওখানেই আছে। দুদিন আগেই লাভার কাছে একটা নতুন নাল লাগানো ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখেছে। কয়েক ঘণ্টা পর প্রবেশ পথটাও সে খুঁজে বের করেছে। কিন্তু গলিঘুঁজির মধ্যে ঢুকতে ওর মন চায়নি। তবে ফাটলের ভিতরেও কয়েকটা ট্র্যাক ওর চোখে পড়েছে।

ভিতরটা আরও ভাল করে দেখা দরকার। রাইফেল হাতে ছায়া ছেড়ে বেরোল বব ওর পায়ে শক্ত তলীর ইন্ডিয়ান মোকাসিনের জুতো। পিঠের উপর তার বোচকায় আরও একজোড়া রয়েছে। সাথে শুকনো মাংস আর কিছু চা-ও এনেছে। বোচকায় যা আছে তার দরকার হলে এক সপ্তাহ বাঁচার মত খাবার জিনিসপত্র রয়েছে।

নিঃশব্দে লাভার উপর দিয়ে এগোল বব। মাঠ ঘিরে দেয়ালটার উপর ওর চোখ। উঁকি দিয়ে ভিতরটা দেখার আগ্রহে খেয়াল না করে নুড়ির উপর পা ফেলল। লাভার উপর পাথর ঘষা খাওয়ার সামান্য শব্দ হলো।

মুহূর্তে জমে দাঁড়াল সে। চালাকিটা বুঝে অস্ফুট স্বরে একটা গাল দিল। রাইডার হয়ে স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করছে—শুনছে।

শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা পা ফেলে নুড়ি পার হবার চেষ্টা করল। একটা বুলেট ওর মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। চট করে শুয়ে পড়ে গড়িয়ে একটা ফাটলের মধ্যে আশ্রয় নিল। সত্যিকার অর্থে ভয় পেয়েছে বব—হাঁপাচ্ছে সে।

কান খাড়া রেখে অপেক্ষা করছে বব। আকাশে সাদা মেঘের ভেলাগুলো ভেসে ভেসে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু সেই রাগী চাবুকের শব্দের মত গুলির আওয়াজটার কথা সে ভুলতে পারছে না। গত ছয় বছরে সেড্রিকের এলোপাতাড়ি গুলি ছাড়া, এই প্রথম তাকে লক্ষ্য করে কেউ গুলি ছুঁড়েছে। গুলিটা যে কোথা থেকে এল তা সে দেখতেই পায়নি।

সারাটা বিকেল বব ওই ফাটলের মধ্যেই কাটাল। বব জানে রাইডার দেখেছে সে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। আশেপাশে কোনরকম আশ্রয়ও নেই—সুতরাং রাতের আঁধার হওয়ার পরই ওখান থেকে নড়ল বব। ওর ঘোড়ার জিনের মাথায় এক গোছা ঝোপ বাঁধা রয়েছে। ওরই একটা শাখার সাথে একটা রাইফেলের গুলির খাপ ঝুলছে। ওটা যেন নীরব ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে রাইডার ইচ্ছা করলেই ঘোড়ার কাছে কোথাও ওত পেতে থেকে সহজেই ওকে শেষ করতে পারত।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে অনেকটা দূরে নিয়ে তারপরে ওর পিঠে চড়ল বব। দুই ঘণ্টা পরে খাওয়া সেরে চা খেয়ে আবার ফিরল। আর একটা চেষ্টা করে দেখতে চায়।

কিন্তু এত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে একটা অজানা অস্বস্তিতে ভুগছে। সে কি তার দক্ষতা হারিয়ে ফেলছে? আগে অলক্ষ্যে শিকারের কাছে এগিয়ে যেতে পারত কিন্তু এখন শিকারই উল্টো তার আশপাশ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে—সে-ই টের পাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ কান পেতে শুনে ভিতরে ঢোকার পথ দিয়ে এগোল। আগেই ভিতরে ঢুকে অপেক্ষা করবে। সকালে রাইডার বেরোলেই...

আবদ্ধ জায়গায় ঢুকে ওর কেমন যেন একটা আঁকড়ে ধরা অনুভূতি হচ্ছে। ছুটে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা করছে। একটা বাঁক ঘুরে এক পা আগে বাড়ল। পায়ে কীসের যেন টান অনুভব করল। স্বভাবজাত ভাবেই পিছন দিকে এক পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুহূর্তে সে বুঝে নিয়েছে নিজের অজান্তেই ভুল করে একটা ফাঁদে পা দিয়েছে। প্রচণ্ড শব্দে একটা ভারি পাথর মাটিতে পড়ল। ধুলোয় দম আটকে আসছে। দুই হাতের তালু মাটির উপর রেখে হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস পিটুনি কমে স্বাভাবিক হতে কয়েক মিনিট সময় নিল। বুঝতে পারছে তার দেহে কোন আঘাত লাগেনি। ওর ভিতর আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে গেল। পালাও...জলদি সরে পড়ো!

রাইফেলটা তুলে নিয়ে এক-ছুটে দশবারো গজ গিয়ে আবার থামল। হাঁপাতে হাঁপাতেই কান পাতল—না, কেউ পিছু নেয়নি। কেবল উপর থেকে ধুলো পড়ার একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পরিস্থিতিটা ভেবে দেখল বব। এখনই ফিরে গেলে কেমন হয়? আরও একটা ফাঁদ থাকতে পারে—কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। ঘুরে আবার আগে বাড়ল সে পাথরটা টপকাবার সময়ে দেয়ালে হাত লাগল। ঠাণ্ডা...খুব ঠাণ্ডা। হঠাৎ ধক করে

উঠল ওর বুক। এটা কি ভবিষ্যতের কোন আভাস? নিজের দুর্বলতায় রেগে উঠে সব ঝেড়ে ফেলে আবার এগোল। মাঝখানের বড় বড় ঘাসের উপর দিয়ে চলতে খসখস শব্দ হচ্ছে—তাই কিনার দিয়ে হাঁটছে বব।

কিনার দিয়ে হাঁটার সিদ্ধান্তই এযাত্রা ওর প্রাণ বাঁচাল। দ্বিতীয় ফাঁদে পা দিতেই তীরটা ওর বুকে না লেগে হাতে গেঁথে গেল।

চট করে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হলো বব এবারেরটা সরাসরি আক্রমণ বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু পুরো দু'মিনিট অপেক্ষা করেও কোন আওয়াজ শুনতে পেল না। কাঁধের কাছে হাতটা ব্যথা করতে শুরু করেছে। তীরটাকে টেনে বের করে রুমাল দিয়ে ক্ষতটা চেপে রাইফেল তুলে নিয়ে ছোট পার্কে ঢুকে একটা ঝোপের পিছনে লুকাল।

এটা তার জন্য একটা মরণ ফাঁদও হতে পারে। রাইডারের জন্য অপেক্ষা করছে সে—কিন্তু রাইডারও ওর জন্য ওত পেতে বসে নেই তো?

দিনের আলো ফুটলে ববের চোখে পড়ল মাঠের একটা জায়গায় কিছুটা ঘাস খাওয়া। কোন ঘোড়া বা প্রাণের চিহ্নও নেই কোথাও। একঘণ্টা—তারপরে আরও একঘণ্টা অপেক্ষা করল। পাথরের কেবিনটার উপর রোদ পড়েছে, কিন্তু ভিতরে ঢোকার ফাটল ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। অস্থির ভাবে অপেক্ষা করছে বব।

ভিতরের পার্কে ঘোড়াগুলোর সাথে রাত কাটিয়েছে রাইডার। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে কারণ ঘোড়াগুলো তাকে আগে থেকেই বিপদ সঙ্কেত জানাবে।

সকালের কফি আর নাস্তা তৈরি করে পুরো এলাকাটা খুঁটিয়ে লক্ষ করল পরে খাওয়া শেষ করে টানেলের ভিতর দিয়ে এসে গুপ্ত দরজা খুলে পাথরের কেবিনে ঢুকল। তারপর দূরবীন চোখে লাগিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে প্রবেশ পথটার দিকে চাইল। প্রায় শেষ মাথায় পাতা হয়েছিল তীরের ফাঁদ। ধনুকে তীরটা নেই—অর্থাৎ কেউ ভিতরে ঢুকেছে।

যে-ই ঢুকে থাকুক তাকেই প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে। আবার ভিতরের মাঠে ফিরে যাওয়ার পথে বুদ্ধিটা তার মাথায় এল।

লাভার দেয়াল বেয়ে উঠে লাভা পেরিয়ে ববের ঘোড়া খুঁজে বের করতে ওর বেশি সময় লাগল না। ঘোড়ায় চড়ে অ্যালামিটোসের দিকে রওনা হলো রাইডার

দুপুরের দিকে শহরে পৌঁছল। ববের ঘোড়াটা বেঁধে রেখে ডিভাইড সেলুনে ঢুকল সে। সেলুনের ভাঙা জানালা দিয়ে প্রথমে রাইডার, পরে ঘোড়াটাকে লক্ষ করল জেক। নিজের দুজন কর্মচারীর সাথে বসে আছে সে।

'হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছ। ওটা ববের ঘোড়া। ওদিকে পাহাড়ের ভিতর সে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে ও।'

'টাকা দিয়ে ওকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছ—তাই না?'

রাগটা কোনমতে সামলে নিল ট্যানার। 'এসব আবোল-তাবোল কী বলছ?' ওর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। যাবার আগে দেড় হাজার ডলার অ্যাডভান্স নিয়ে গেছে বব। মোট তিন হাজার ডলারে রফা হয়েছে। কাজটা শওনীনের জন্য

রাইডার

করলেও টাকাটা ববের উপরি পাওনা।

'ববকে ভাড়া করার মত টাকা আর কার আছে?' গ্লাসের বাকি হুইস্কি গলায় ঢেলে বেরিয়ে এল রাইডার।

গ্র্যান্ড হোটেলের ডাইনিং রুমে বসে লাঞ্চ খাওয়ার সময়ে দরজা দিয়ে পওলীন খাবার ঘরে ঢুকল। থমকে ওর দিকে অবিশ্বাসের চোখে কতক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি এখানে কী করছ, পলা?'

'দেখতেই পাচ্ছ, ভাল খাবার উপভোগ করে খাচ্ছি...কিন্তু তোমাকে এমন অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন? মনে হয় এখানকার আবহাওয়া তোমাকে স্যুট করছে না।'

'তোমার এত খুশি হওয়ার কী কারণ ঘটল?' বিরক্ত হয়ে বলল পওলীন। 'কিছুই তো বদলায়নি।'

'ববকে তুমি চেনো?'

ওর মুখের ভাব একটুও বদলাল না। 'কে? নামে চিনতে পারছি না।'

'তুমি নিউ ইয়র্কেই ফিরে যাও, পওলীন। তোমাকে নিয়ে আর ঝামেলা পোহাতে আমি চাই না।'

'কীসের কথা বলছ তুমি?'

'তুমি বা জেক টানার ছাড়া আর কারও এত টাকা নেই যে ববের মত লোককে ভাড়া করতে পারে।'

'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?'

'ঠিক তোমার বাপের মতই হয়েছ তুমি। সারা জীবন কেবল এটা ওটা করার প্ল্যানই করে গেল—করতে পারল না কিছুই। একজন ভাল কাউকে বিয়ে করে এসবের ইতি টানলেই তো পারো?'

'আমি বিবাহিত—তোমার স্ত্রী।'

'আমি যদি ফিরি তবে একটা ডিভোর্স স্যুট ফাইল করব। তুমি যদি লড়তে চাও তা হলে বাধ্য হয়ে পিঙ্কারটনের রিপোর্ট কোর্টে দাখিল করব। হয়তো ওরা তোমাকে ফাঁসি দেবে না—তবে জেলে পাঠাবে এতে সন্দেহ নেই। আমি মুক্তি চাই।'

'ওই র‍্যাঞ্চের মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্যে?'

'শুধু মুক্তি চাই।'

পওলীনকে মলিন দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটো কঠিন আর উজ্জ্বল। 'আর তুমি যদি ফিরতে না পারো?'

'তা হলে ববের হাতেই তোমাকে ছেড়ে দেব। ওকে ঠকাবার চেষ্টা তুমি নিশ্চয়ই করবে। আর তারপরে যে কি ঘটবে এটা আমার ভাল করেই জানা আছে।' কফির কাপটা আবার ভরে নিল পল। 'তার চেয়ে ট্রেনে চেপে যত জলদি সম্ভব এখান থেকে চলে যাও।'

রাইডার যখন আবার লাভার উপরে উঠল তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। অস্বাভাবিক কোন আওয়াজ ওর কানে এল না। ঘোড়াগুলো নিশ্চিন্তে মাঠে চরছে এখানেই কোথাও রয়েছে বব। তার ঘোড়ার জিনটা লুকানো রয়েছে দেখেই সে বুঝবে ওটা ব্যবহার করা হয়েছে।

ইচ্ছা করেই ববের ঘোড়ায় চড়ে অ্যালামিটোসে গিয়েছিল পল। ববকে

রাগিয়ে দেওয়াই ওর উদ্দেশ্য। যার বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছে তার ক্ষমতা সম্পর্কে রাইডারের মনে কোন সন্দেহ নেই। জানে, নেহাৎ কপাল ভাল বলেই এতক্ষণ বেঁচে আছে।

গত রাতের বিছানা থেকে সরে কিছুটা দূরে লাভার দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমাল পল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন পুবের আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছে। কিন্তু দিগন্তের কাছে কালো মেঘ আর বিদ্যুতের চমক দেখা যাচ্ছে। ভেজা বাতাসে রয়েছে ঝড়ের পূর্বাভাস।

পুরো আধঘণ্টা চোখের সামনে যতগুলো আড়াল রয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখল রাইডার। যখন জায়গা ছেড়ে নড়ল, ঝোপের আড়াল দিয়ে এগোল।

নিজের ক্যাম্পে তার পাতলা বর্ষাতির পকেটে খাবার ভরে প্যান্ট আর শার্টের পকেটে গুলি ভরে নিল। ঝুঁকি নিয়ে আড়ালে একটা ছোট্ট আগুন জ্বালিয়ে কফির সাথে কিছু খেয়ে রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল।

ক্যাম্প থেকে সরে যাওয়ার সময়ে ঘোড়াগুলো বিপদ সঙ্কেত হিসাবে কাজ করল। কিন্তু প্রায় মিস করে যাচ্ছিল—হঠাৎ তামাটে স্ট্যালিয়নটার মাথা ঝাঁকি দিয়ে উপরে উঠল। সাথে সাথেই দুই হাতের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রাইডার। চাবুক ফোটার মত একটা গুলির শব্দ হলো।

ঘোড়াগুলো ছুটে পালিয়েছে, কিন্তু মাথা তুলে পশ্চিম দিকে দেখছে। দুই হাতের উপর রাইফেল রেখে ক্রল করে টানেলে ঢোকার পথের দিকে এগোল রাইডার। ওখানে জমিটা হঠাৎ কিছুটা নিচু হয়েছে। ওখানে আশ্রয় নিয়ে দুটো পাথরের ফাঁক দিয়ে চাইল সে। অন্যদিকে দেখার জন্য মাথা ঘুরাতেই একটা বুলেট ওর কানের পাশ দিয়ে চলে গেল।

উপুড় হয়ে বসে ভাবছে। বব কী আশা করবে? সে ডানদিকে সরবে, না বাঁ দিকে? যেখানে বুলেটটা আঘাত করেছে, ওখান থেকে গুলি আশা করবে না বব।

ঝুঁকি নিয়ে চেয়ে বুঝল ষাট গজ দূরে লাভার উপর থেকেই গুলিটা এসেছে পাতলা পাথরের একটা ঢিবির আড়াল থেকেই গুলি করেছে বব। ঢিবি লক্ষ্য করে পরপর তিনটা গুলি ছুঁড়ে কুঁজো হয়ে দৌড়ে বিশ গজ সরে গেল রাইডার। আর একটা গুলি করল সে। গুলির সাথেই ওখান থেকে সরে যাবার জন্য ছুটল বব আবার গুলি করল রাইডার—কিন্তু তাড়াহুড়ায় মিস করল।

পরবর্তী একঘণ্টা কিছুই ঘটল না।

পাথরের উপর আর একটা পাথর আঘাত খেলো। শব্দের জোর শুনে পর বুঝল পাথরটা ছোঁড়া হয়েছিল। একটু অপেক্ষা করে বরফ-গুহার মধ্যে ঢুকল রাইডার। ওটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফাঁক উপর পর্যন্ত চলে গেছে। লাভা প্রবাহের সময় হয়তো ওদিক দিয়ে কোন গরম গ্যাস বেরিয়েছে। ওদিক দিয়ে উপরে উঠে কিছু আলগা পাথর আর ঝোপের মধ্যে বেরিয়ে এল রাইডার। কিন্তু উঠতে গিয়ে ধারাল লাভায় হাতের কয়েক জায়গা ছিলে গেল।

চারদিক আলো করে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। মাটিতে শুয়ে শব্দটার জন্য অপেক্ষা করছে রাইডার। শব্দের সাথে সাথে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির মধ্যেই হঠাৎ

রাইডার

ববকে দেখতে পেল।

পাঁচশো গজ দূরে বৃষ্টির মধ্যে ছুটছে বব। তাড়াতাড়ি রাইফেল তুলে পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল রাইডার। চট করে গুলির লাইন থেকে সরে বব একটা ফাটল কিংবা গর্তের ভিতর ঢুকল।

লাভার উপরে কোন আড়াল নেই। সময় নষ্ট করল না রাইডার। চট করে উঠে ঘুরে মাঠের ওদিককার দেয়ালের দিকে ছুটল। একবার পায়ের তলায় ফাঁপা আওয়াজ শুনে ওর বুকটা ধক করে উঠেছিল। কিন্তু ভাগ্য ভাল—পরের পা নিরেট পাথরের উপরই পড়ল।

মসৃণ জায়গাগুলোর তলায় মরণ ফাঁদ থাকতে পারে মনে করে ওইসব জায়গা এড়িয়ে ছুটছে রাইডার। একবার পিছলে পড়ে ধারাল লাভায় হাঁটু ছিলে গেল। প্রায় ওপাশে পৌঁছে দৌড়ের গতি কমাল। বর্ষাত ভিজে বেসল্ট পাথরের মতই কালো দেখাচ্ছে। সাবধানে এগোচ্ছে সে।

হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা গুলি এল। শিন-বনের উপর প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে পড়ে গেল রাইডার। প্যান্ট তুলে দেখল জায়গাটা দ্রুত ফুলে উঠছে, আর উপর দিকের চামড়াটা ফেটে গেছে। বুলেটের আঘাতে এক টুকরা পাথর ছিটকে এসে ওর পায়ে লেগেছে।

একটা লাভার ঢিবির আড়ালে উবু হয়ে বসে পায়ের অবশ অবস্থাটা কাটিয়ে আবার এগোল। খোঁড়াচ্ছে রাইডার। শিন-বোনটা প্রচণ্ড আঘাতে থেঁতলে গেছে। হাড় না ভাঙলেও ওই রকমই কষ্ট হচ্ছে।

উপায় নেই—মরণ পর্যন্ত ওকে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। অ্যামবুশের কায়দা কানুন ওর চেয়ে ববের অনেক ভাল জানা আছে। আর যা-ই হোক ওদিক দিয়ে ববের জুড়ি নেই।

গুলি করার মত কোন টার্গেটই দেখতে পাচ্ছে না পল। পিছন দিকে চেয়ে ওর কলজে শুকিয়ে এল। লাভার দেয়ালটা ত্রিশ ফুট উঁচু—তিন দিক থেকে ওকে ঘিরে রেখেছে, বেরোবার কোন পথ নেই।

চালাকি করে ওকে ভেড়ার মত খেদিয়ে এখানে এনে আটকানো হয়েছে। এখান থেকে বেরোতে হলে ববের রাইফেলের মুখে ওকে আগে বাড়তে হবে। ঠিক সেটাই আশা করবে বব।

আপাতত শিকারীর চোখের আড়ালে রয়েছে রাইডার। পরিস্থিতিটা জরিপ করে দেখল, লাভা একদিকে কিছুটা ঢালু। ওদিক দিয়ে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। মাথা নিচু করে কুঁজো হয়ে দেয়ালের দিকে ছুটল সে।

ডান দিকে নিরেট দেয়াল—তারপরে একটা বুদ্বুদের গর্তে সত্তর ফুট নীচে কয়েকটা পাইন গাছ জন্মেছে, কিন্তু গাছের মাথা এখনও গর্তের মুখ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি।

ঘুরে উল্টো দিকে গেল পল। হাতে বেশি সময় নেই। এখানে কোন আড়াল দূরের কথা, লুকাবার মত জায়গাও নেই।

একটু থমকাল রাইডার। দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানোর চেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে এক মিনিট ভাবা ভাল। এখানে অপেক্ষা করলে কচু-কাটা হয়ে যাবে। গুলি করার

মত কোন টার্গেটও দেখার সুযোগ পাবে না।

বামে ফিরল পল। দেয়ালটা এখানে বাঁক নিয়েছে, তারপর কয়েক ফুট নীচে নেমে আবার এগিয়ে গেছে। কিন্তু এখানেও কোন আড়াল নেই।

এবার একটা সুযোগ দেখতে পেল।

দেয়ালের ভিতরে একটা চিমনির মত জায়গা রয়েছে। সোজা উপরে উঠে গেছে। উপরের দিকটা একটু চওড়া। ফাটলের নীচের দিকটা ওর মাথার সমান উঁচু। নীচের দিকে কয়েক ইঞ্চি থেকে শুরু করে উপর দিকে চার ফুট মত চওড়া।

ফাটলের ভিতরে থাকাকালীন যদি বব ওকে দেখে তা হলেই সর্বনাশ। কোন উপায় থাকবে না। অসহায় অবস্থায় মরতে হবে।

ওদিক দিয়ে উপরে ওঠা সম্ভব হবে কিনা তাও সে জানে না। হয়তো পড়ে যেতে পারে। পাহাড়ে চড়া লোকের ভাগ্যে প্রায়ই এমন ঘটে। উপায় নেই ওর—ওই পথেই ওকে চেষ্টা করতে হবে।

দেয়ালের বাঁকটা ববের দৃষ্টির আড়ালে। সে আশা করছে যে উপরে ওঠার আগে বব এখানে পৌঁছবে না।

ইংরেজি 'V' আকারের ফাটলে হাত দিয়ে ধরার মত কোন জায়গা নেই।

পিছনে কোথাও পাথরের উপর বুটের আওয়াজ ওর কানে আসল। উপর দিকে আর একবার চেয়ে রাইফেল কাঁধে নিয়ে লাফিয়ে উঠে ফাটল বেয়ে উঠতে শুরু করল রাইডার।

উনিশ

অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত হাত পা ছিলে উপরে পৌঁছল রাইডার। শেষটুকু উঠতে বেশি কষ্ট হয়েছে।

নীচে পাথর গড়ানোর শব্দ পাচ্ছে রাইডার। আবার মোকাসিনের জুতোর আওয়াজ কানে এল। একটা কালো ছায়া দেখে গড়িয়ে সরে গেল। সাথে সাথে একটা গুলি বেরিয়ে গেল ওর পাশ ঘেঁষে।

ভেজা পাথরের উপর সটান পড়ে আছে রাইডার। উপরে ওঠার পরিশ্রমে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। মুখের উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে আর একটু সরে এদিক ওদিক চাইল।

এখান থেকে ওর গোপন আশ্রয়টা দেখা যাচ্ছে না। অনেক দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে সবুজ দেখা যাচ্ছে। ওটাই হোল ইন দা ওয়াল। সাবধানে লাভার রিম থেকে সরে গেল। দেখে-শুনে পা ফেলতে হচ্ছে—নইলে ছুরির ফলার মত ধারাল কাঁচের মত লাভায় বুটের তলা ফালি ফালি হয়ে কেটে যাবে।

একটা বেরিয়ে থাকা পাথরের তলায় আশ্রয় নিয়ে মনেমনে বৃষ্টিকে গালি দিচ্ছে বব। বৃষ্টির ভিতর নজর ভাল চলে না—তা ছাড়া বৃষ্টিটা ঠাণ্ডা।

ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সেগুলো ভেবে দেখল বব। ভাবতে গিয়ে ওর অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে। কিছুই তার পক্ষে যাচ্ছে না। ওই

রাইডার লোকটার উদ্ভাবন ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয়। পাখা ছাড়া কেউ ওই পথে উঠতে পারবে এটা কে আশা করবে? কিন্তু রাইডার তাই করেছে।

নিজের জন্য চা তৈরি করল বব। রাইডার কোথাও যাবে না। সাধারণত বব যার পিছু নেয় সুযোগ পেলে তারা সটকে পড়তে চাইবে—কিন্তু রাইডার ওই দলে পড়ে না। সে এর শেষ দেখে ছাড়বে। শুকনো মাংস চিবাতে চিবাতে চায়ে চুমুক দিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখছে বব।

ওর কাঁধের কিছুটা তীরের আঘাতে আড়ষ্ট হয়ে আছে। প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে—শরীরও ভেজা। লাভার ঘষায় দেহের ডজনখানেক জায়গায় কেটেছে বা আঁচড় লেগেছে। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বাজ পড়ার শব্দ ক্যানিয়নে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। চায়ে আর একটা চুমুক দিল বব এবার কাজটা শেষ করতে হয়। একটা মানুষ খুন করা বাকি রয়ে গেছে।

আঙুলের ফাঁকে ধরা কাপড়টাকে উড়িয়ে দিয়ে শব্দ তুলে বুলেটটা পাইন গাছের গুঁড়িতে ঢুকে গেল।

গড়িয়ে সরে গেল বব। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে হাতের আঙুলগুলো এখনও ঝিনঝিন করছে। হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা কাছে টেনে নিল। গুলিটা সত্যিই তাকে অবাক করেছে…সে নিশ্চিত ছিল যে রাইডার ক্লিফের উপরেই আছে। ওখান থেকে ঘুরে নামতে অনেক সময় লাগবে।

ওঠার চেষ্টা করতেই পরপর আরও তিনটে বুলেট এল। প্রথম গুলি আগুনটাকে ছিটিয়ে দিল। দ্বিতীয়টা কালো গাছের গুঁড়িতে লাগল। তৃতীয়টায় ওর বাম হাতের ছোট আঙুলটা অদৃশ্য হলো।

হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকে উপরে চাইতেই দেখল ওর দিকেই চেয়ে আছে রাইডার। এক লাফে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতেই কোমরের কাছে থেকে রাইফেল চালাল বব। সরে গেছে রাইডার। একটা গভীর ফাটলের ভিতর ঢুকে হাতের উপর ভর করে কিছুক্ষণ ঝুলে থেকে হাত ছেড়ে একেবারে নীচে পড়ল। গুলির শব্দ যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই ছুটল সে। আর একটা বুলেট অল্পের জন্য ওকে মিস করল। চট করে দুটো পাথরের ফাঁকে ঢুকে রাগে আর উত্তেজনায় ফুঁপিয়ে উঠল।

রাইফেলে এখনও গুলি আছে, তবু আবার গুলি ভরে নিল বব। প্রচণ্ড কামড় রয়েছে রাইডারের গুলিতে—শক্তিশালী রাইফেল।

উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটা অন্ধকার গুহায় ঢুকে গেল বব। রাত হতে আর বেশি বাকি নেই।

রাইডারের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে—অত্যন্ত ক্লান্ত। ববের ক্যাম্পে এসে হাজির হলো রাইডার। ডুবড়ানো চায়ের কাপটা পড়ে আছে। ববের হ্যাভারস্যাকটাও রয়েছে। নিজের জন্য এক কাপ চা তৈরি করল। ওর কপাল ভাল যে ক্লিফ থেকে নামার একটা সহজ রাস্তা পেয়ে গিয়েছে। কপাল জোরেই বৃষ্টি আর মেঘের ভিতরেও ধোঁয়ার নীল রেখা দেখতে পেয়েছে।

এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। চা শেষ করে কাপটা ফেলে দিয়ে উঠে

দাঁড়াল রাইডার। খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কাটা জায়গাটা কালো হয়ে আছে—বেশ ফুলে উঠেছে ওর পা। ক্লান্তিতে পেশীগুলো ভারি হয়ে রয়েছে। লাভার ছোঁয়ায় হাতের তালু অনেক জায়গায় কেটেছে। কতটা পথ সে চলেছে তা নিজেও জানে না।

এখনও বৃষ্টি পড়ছে। মনে হচ্ছে ঝড়ের পুরো বোঝাটা যেন ওরই কাঁধে চেপে বসেছে। রাইফেলটা খুব ভারি ঠেকছে। কোথায় কখন যেন একটা পিস্তলও খুইয়েছে।

বিশ্রাম দরকার।

দু'মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পার্কে ফিরে আসার পথে একবার পটকান খেয়ে হাঁটু ছিলেছে—প্যান্টটাও ছিঁড়েছে।

পার্কে নেমে টানেল দিয়ে সোজা পাথরের কেবিনে চলে এল। ভেজা কাপড়ে অসম্ভব শীত করছে—আগুন জ্বেলে শরীরটাকে গরম না করলে আর চলছে না। শরীরের উপর আজ অনেক ধকল গেছে।

গনগনে আগুন জ্বেলে জামা কাপড় খুলে একটা কম্বল দিয়ে গা মুছে ফেলল রাইডার। এখনও শীতে কাঁপছে। কফি চাপিয়ে এক টিন খাবার গরম করতে দিল। তারপর একটু ভেবে আর এক টিন খাবার নিল।

বাঙ্কে বসে যত্ন করে রাইফেল আর পিস্তল পরিষ্কার করে গুলি ভরে পরীক্ষা করে দেখল। প্রত্যেকটা গুলি ভরার আগে কাপড় দিয়ে ভাল করে মুছে নিল।

দরজায় ভাল করে খিল এঁটে যখন বিছানায় শুলো তখনও কাঁপুনি থামেনি ওর। অত্যন্ত ক্লান্ত সে।

ববকে অ্যালামিটোসে ফিরতে দেখল টিনা ক্রমওয়েল। রাস্তার লোকজন থেমে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে। ক্লান্তিতে প্রায় ভেঙে পড়ছে ঢ্যাঙা লোকটা। জামা কাপড় চুপচুপে ভেজা। বাম হাতে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা—চোখের কোণে কালি পড়েছে।

জেনারেল স্টোরের সামনে ঘোড়া থামিয়ে নামতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখে ভিতরে ঢুকল বব। দুই বাক্স গুলি কিনে দোকানিকে জিজ্ঞেস করল, 'ডাইনামাইট আছে?'

পঞ্চাশ কাঠি ডাইনামাইটের সাথে ক্যাপ আর ফিউজও নিল। শুকনো রাখার জন্য প্লাস্টিকের পাতলা বর্ষাতি দিয়ে পেঁচিয়ে নিল। বাইরে বেরিয়ে ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে গ্র্যান্ডে ঢুকল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচেতন হলো।

স্টোরে ঢুকল টিনা। 'হাওয়ার্ড, ওই লোকটা কী কিনল?'

'গুলি। গুলি আর কিছু ডাইনামাইট,' বলল হাওয়ার্ড। 'মনে হচ্ছে কেউ কোথাও খুঁটি গেড়ে রয়েছে—ডাইনামাইট দিয়ে ব্লাস্ট করে বের করাই ওর মতলব।'

তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে ডিভাইড সেলুনের দিকে এগোল টিনা।

'ফিল,' বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল সে। 'স্কিফিন বা আমাদের র‍্যাঞ্চের কেউ ওখানে আছে?'

চেয়ার পিছনে ঠেলার শব্দ [illegible]। একটু পরেই দরজায় পিট স্কিফিনকে দেখ

রাইডার

গেল। রর্কলি আর গ্রেগও রয়েছে ওর পিছনে। 'কী ব্যাপার, বস্, কেমন বিপদ হয়নি তো?'

'শর্টি, তুমি কি ববকে ব্যাক-ট্র্যাক করতে পারবে? এখন সে হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় পলকে ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার মতলব করেছে বব।'

'ডাইনামাইট?'

চোখ দুটোকে কুঁচকে ছোট করে বাইরে বৃষ্টির দিকে চাইল স্কিফিন। 'বৃষ্টিতে যদি ট্র্যাক একেবারে ধুয়ে না যায়, তা হলে পারব।'

'গ্রেগ, তোমার ঘোড়া নিয়ে তৈরি হও—আমার জন্যেও একটা ঘোড়া এনো। ওকে আমরা খুঁজে বের করব—ওভাবে মরতে দেব না।'

একটু ইতস্তত করে পিট আর রর্কলির দিকে চাইল গ্রেগ। 'এর চেয়ে সহজ একটা উপায় আছে, ম্যাম। ববকে মেরে ফেললেই সব চুকে যায়।'

'না, ওকে তোমরা মারতে ঠিকই পারবে, কিন্তু তোমাদের কেউ মারা পড়তে পারো। পলকে খুঁজে বের করে ওকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাব আমরা।'

জেনারেল স্টোরে ঢুকে একটা রাইফেল কিনল টিনা। ওরটা র‍্যাঞ্চে রয়ে গেছে। ওরা চারজন রওনা হয়ে গেল।

ট্র্যাক করতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। নরম ভেজা মাটিতে গভীর দাগ পড়েছে। ট্র্যাক শেষ হলে ওরা দেখতে পেল ঘোড়াটা সারাদিন কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল।

'হোটেলে ঘোড়া আনতে গিয়ে গুলির শব্দ শুনেছি আমি,' বলল রর্কলি। 'লাভার ওপরই কোথাও গুলি হচ্ছিল।'

নিজের ট্রেইল ঢাকার কোন দরকার আছে বলে মনে করেনি বব। চিহ্ন দেখে খাদে ঢোকার মুখের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

'আমাদের সামনে বিপদ আছে,' সাবধান করল রর্কলি। 'দুঘণ্টার বেশি ঘুমাবে না বব—ফিরে এসে ওর ব্যাপারে আমাদের নাক গলানো পছন্দ করবে না।'

'লোকটা এলে ওকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করা যাবে। চলো, ভিতরে যাওয়া যাক।'

কেবিনের কাছে পৌঁছে গ্রেগ বলল, 'দরজা ধাক্কা দেয়াটা নিরাপদ হবে না—দরজা ফুটো করেই গুলি করতে পারে রাইডার।'

কোন জবাব দিল না টিনা। জোরে দরজার উপর আঘাত করে ডাকল, 'পল! পল রাইডার!'

কয়েক মিনিট পরে ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল। 'কে?'

'আমি টিনা, পল। টিনা ক্রমওয়েল। আমার সাথে তিনজন র‍্যাঞ্চের লোক আছে। বব শহরে ডাইনামাইট কিনতে গেছিল।'

দরজা খুলে গেল। প্রথমেই রক্তে ভেজা প্যান্টের পায়ের দিকে টিনার চোখ পড়ল। 'জখম হয়েছ তুমি! আমি দেখছি কতটা লেগেছে।'

'না,' বাধা দিল পল। 'বব যদি ডাইনামাইট এনে থাকে তবে তোমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। হয়তো উপর থেকে কেবিনের ওপর ডাইনামাইট ফেলবে সে।'

'ঠিক তাই করবে বব,' সমর্থন করল রকলি। 'আমার মতে আমাদের সবারই বেরিয়ে পড়া উচিত।'

'তোমরা যাও—আমি থাকছি।' টিনা প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলতেই সে আবার বলল, 'আমার থাকতেই হবে—মানুষ যদি একবার বিপদ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে শুরু করে তবে চিরজীবন তাকে পালিয়েই বেড়াতে হয়।'

চোখ তুলে পলের চোখে চোখ রাখল টিনা। 'পল...পল, তুমি জখম হবে।'

'এগুলো শেষ হলে ভাবছিলাম তোমার সাথে র‍্যাঞ্চে গিয়ে দেখা করব—বাসায় থাকবে তো?'

'তাই করো, পল, আমি বাসাতেই থাকব। নতুন করে বাসা বানাচ্ছি আমরা—তোমার জন্য ওতে জায়গা থাকবে।

'গ্রেগ, টিনাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ববকে যেটুকু চিনেছি তাতে সন্দেহ নেই এতক্ষণে সে রওনা হয়ে গেছে।'

ওরা চলে যাবার পরে আবার কেবিনে ঢুকল পল। এই জায়গাটার কথা আর গোপন নেই—অনেকেই জেনে ফেলেছে। এতদিন যা গোপন ছিল তা আর এখন গোপন নেই।

পকেটে গুলি ভরে রাইফেল তুলে নিল রাইডার। আকাশটা এখনও মেঘলা। বাইরে বেরিয়ে চারপাশটা ভাল করে দেখে টানেলের ভিতর দিয়ে বড় পার্কে চলে এল।

ঘোড়াগুলো আগ্রহের সাথে ওর দিকে এগিয়ে এল। নিচু স্বরে ওদের সাথে কথা বলল রাইডার। তারপর লাভার দেয়ালে উঠে কেবিনের দিকে ফিরে চলল।

রাত হয়ে আসছে—মেঘ ডাকছে। এক পশলা বৃষ্টি লাভা স্তরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে দূরে সরে গেল। বিদ্যুতের চমকে মেসার মাথায় কালো গাছগুলো পল দেখতে পাচ্ছে।

ওর সামনে বেশ চওড়া হয়ে এগিয়ে গেছে লাভা স্রোত। এই পাথরের তলাতেই ঢাকা পড়ে আছে গোপন কেবিনে পৌঁছবার টানেল। মাথাটা দেখে প্রথমে সে ওটাকে পাথর বলেই ভুল করেছিল। অনেকক্ষণ ওটা স্থির ছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটাকে নড়তে দেখল রাইডার। একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওর বগলে একটা প্যাকেট।

লোকটা সামনে এগোল। ওর এক হাতে প্যাকেট আর অন্য হাতে রাইফেল। লাভা স্তরের কিনারের দিকে যাচ্ছে সে। রাইফেল তুলল রাইডার—বব ওর রাইফেল নিশানার ঠিক মাঝখানে। কিন্তু গুলি করতে পারল না পল।

রাইফেলটা ডান হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রাইডার। 'বব!' চিৎকার করে ডাকল সে। দূরে মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে।

ফিরে ওর দিকে চাইল বব। ওদের মধ্যে মাত্র চল্লিশ গজের ব্যবধান। ববের লম্বা দেহটা ধূসর আকাশের গায়ে স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

'তা হলে শেষ পর্যন্ত এই ভাবেই আমাকে যেতে হবে?' প্রশ্ন করল বব। 'যাই হোক, তুমি যথেষ্ট সুযোগ আমাকে দিয়েছ।'

কথাগুলো ধীরে বললেও ওর রাইফেলের মাথাটা দ্রুত উপরে উঠে এল। রাইডারও কোমরের কাছে রাইফেল তুলেই ট্রিগার টিপে দিল। হোঁচট খেলো বব

রাইডার

রাইফেলটা হাত থেকে পড়ে গেল। হাঁটুর উপর বসে পড়ল সে।

রাইডার আর গুলি করল না। তবে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রাইফেল তৈরি রেখেছে।

'আমার কাজ শেষ করে দিয়েছ তুমি,' বলল বব। 'একটা সিগারেট খেতে পারি?'

'খাও।'

মুহূর্তের জন্য ম্যাচের আলোয় ববের কঠিন মুখটা দেখা গেল। হাত দিয়ে আগুনটা বাতাস থেকে আড়াল করে সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর পিছনে একটা স্পার্ক দেখা গেল। 'তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ, রাইডার। তুমিই কি দা ক্রসিঙের সেই ছেলে?'

ওর গলার স্বরে কী যেন ছিল, কীসের একটা আভাস আর একটা স্পার্ক দেখা গেল, আর একটা।

হঠাৎ ব্যাপার বুঝে আতঙ্কিত হয়ে উঠল রাইডার। 'শয়তান! পাজি, খুনী…!'

ববের হাত চক্রাকারে ঘুরল। ওর হাতের কালো প্যাকেটটা থেকে স্পার্ক বেরোচ্ছে।

ডাইনামাইট!

গুলি করল রাইডার। যত জলদি হাত চলে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। এত কাছে থেকে ভারি রাইফেলের গুলিতে ববের দেহ বারবার ঝাঁকি দিয়ে উঠছে। কালো প্যাকেটটা ওর হাত থেকে ছুটে ওর সামনেই পড়ল। লাফিয়ে এগিয়ে প্যাকেটটা আবার ধরার চেষ্টা করল। পাথর ফাটার প্রচণ্ড শব্দের সাথে অদৃশ্য হলো বব।

ঝাঁপিয়ে একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল রাইডার। পাথর বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুক্ষণ স্থির পড়ে থেকে শেষ কয়েকটা পাথর মাটিতে পড়ার পর উঠে দাঁড়াল।

ওরা পৌঁছানোর আগেই ওদের আসার শব্দ শুনতে পেল রাইডার। 'পল! পল! তুমি কোথায়?'

'এই যে আমি, টিনা,' সাড়া দিল পল 'আমার কিছু হয়নি।'

বিশ

বৃষ্টির পরে বাতাসটা পরিষ্কার। অ্যালামিটোসের বাড়িগুলো থেকে ভেজা ভাবটা এখনও কাটেনি। হিচ রেইলের সাথে বাঁধা কয়েকটা ঘোড়া মাথা তুলে ক্রমওয়েল র‍্যাঞ্চের লোকজনকে শহরে আসতে দেখল।

যেন আগে থেকে প্ল্যান করাই ছিল—রাস্তায় ছড়িয়ে মিশে গেল ওরা। পল রাইডারের সাথে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে এগোল টিনা। সিঁড়ির উপর একটু থামল ওরা।

'তোমাকে কি এটা করতেই হবে?'

'হ্যাঁ, করতেই হবে।'

'ঠিক আছে।' টিনা সরাসরি পলের চোখের দিকে চাইল। 'বাবা সব সময়েই বলত, কিছু এমন কাজ আছে যা পুরুষদের না করলে চলে না। আমি এটুকুই বলব—যদি করতেই হয়, ভালভাবে করো।'

হেসে ফেলল পল। টিনা অবাক হয়ে লক্ষ করল হাসলে ওর মুখটা চমৎকার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'নিশ্চয়ই। কাজটা ভালভাবেই করব।'

জেক ট্যানার ডিভাইড সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে এগিয়ে গেল রাইডার।

'লোকটা মারা গেছে, জেক।'

মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে বিরক্তির সাথে ওটার দিকে একবার চেয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল। 'কে মরেছে?'

'বব। গত রাতে লাভার ওপর মারা পড়েছে।'

বড় বড় চোখে কতক্ষণ রাইডারের দিকে চেয়ে থাকল ট্যানার। 'তাতে আমার কী?'

'তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এবার আগামী ট্রেনে চেপে তুমি এখান থেকে বিদায় হবে—কোনদিন আর এমুখো হবে না।'

'তাই নাকি?'

'তাই। ইচ্ছা করলে স্বেচ্ছায় যেতে পারো, আর তা না হলে তোমাকে পিটিয়ে লাশ করে পাঠানো হবে।'

'দেখলাম, খোঁড়াচ্ছ—পায়ে কী হয়েছে?'

'বেশি সময় নেই, জেক—ট্রেন এসে পড়বে।'

'আমি না গেলে কি আমাকে গুলি করবে?'

'না, শুনেছি তুমি নাকি ভাল ঘুসাঘুসি করতে পারো বলে বড়াই করো...কী, ঠিক বলেছি?'

'আমার বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়ার মত বোকামি তুমি নিশ্চয়ই করবে না।' হাত ওঠাল সে। 'এগুলো দিয়ে পিটিয়ে মানুষ মারার রেকর্ড আমার আছে।'

'মুশকিল হচ্ছে, বোকামি করা আমার স্বভাব।' কথা শেষ করেই ঘুসি চালাল রাইডার।

দ্রুত বাম হাতে মারা ঘুসিটা জেকের অর্ধেক ওঠানো হাতের ফাঁক দিয়ে মুখে আঘাত করল।

হাত তুলে থেঁতলানো ঠোঁট ছুঁয়ে দেখল ট্যানার। 'আমার কোটটা খুলতে হবে,' বলল সে। ঘুসির ওজন দেখে মনে হচ্ছে এক মিনিটের কিছু বেশিই লাগবে।'

দুজনেই শান্ত ভাবে প্রথমে কোট, তারপরে টাই খুলে মুখোমুখি দাঁড়াল। 'পল হান্টার, তোমাকে পিটিয়ে আজ শেষ করব।'

ওদের চারপাশে এরমধ্যেই অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে।

'মিথ্যা বড়াই কোরো না, জেক। এখানে সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি হারলে তোমাকে পাঁচ হাজার ডলার দেব। আর তুমি হারলে পরের ট্রেনে তোমাকে অ্যালামিটোস ছাড়তে হবে।'

'ঠিক আছে, কিছু উপরি রোজগারে আমার আপত্তি নেই। হাতের সুখটাও মিটবে।'

গোল করে ঘুরতে শুরু করল ওরা। কত বড় একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে দাঁড়িয়েছে, এটা ভাল করে জানে রাইডার। ওর পা এখনও বেশ আড়ষ্ট

রাইডা

হয়ে আছে। লাভার উপরে কঠিন যুদ্ধের পরে এখনও পুরো শক্তি ফিরে পায়নি–কিন্তু জিদটা পুরোপুরিই আছে। পল বুঝতে পারছে লোকজনের সামনে হারিয়ে ওর দম্ভ ভাঙতে পারলে তবেই নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবে ট্যানার।

পেটে ঘুসি মারার ভঙ্গি করায় ট্যানার হাত নামিয়ে ওটা ঠেকাতে গিয়ে মুখের উপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেলো।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলে উন্মত্তের মত এগিয়ে এল ট্যানার। আড়ষ্ট পায়ের জন্য দ্রুত নড়তে পারছে না পল। চোয়ালে একটা ঘুসি খেয়ে কেঁপে উঠল। মোষের মত ভারি দেহের চাপে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে রাইডার। মাথা নিচু করে ঘুসি কাটিয়ে ট্যানারের ডান হাতের কব্জি বগলের তলায় চেপে ধরে ডান হাতে পরপর পেটে আর পাঁজরে দুটো মারল।

চট করে ওকে ছেড়ে দিয়েই আরও দুটো মারল মুখে আর চোখে। তারপর সামনা সামনি দাঁড়িয়ে দুজনেই সমানে কিছুক্ষণ ঘুসি ছুঁড়ল। ঠেলতে ঠেলতে রাইডারকে হিচ রেইলের উপর নিয়ে ফেলল জেক। রেইল ভেঙে দুজনেই মাটিতে পড়ল।

গড়িয়ে উঠে দৌড় শুরু করার ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা দিয়ে গুঁতো মারল ট্যানারের পেটে। হাঁ করে দম নিচ্ছে জেক। প্রচণ্ড একটা হুক বসাল রাইডার ওর থুতনির উপর–একটা লাথি মারল সোলার প্লেক্সাসের উপর–দুভাঁজ হয়ে গেল জেক। হাঁটু দিয়ে নাকের উপর মারতেই আবার সিধে হলো–জেকের নাক ভেঙে গলগল করে রক্ত পড়ছে। মুখের উপর আরও দুটো ঘুসি খেয়ে মাটিতে পড়ল। আর নড়ছে না।

● ঘোড়া পানি খাওয়ার টবের ধারে গিয়ে মুখ ধুয়ে গ্র্যান্ডে ঢুকল রাইডার।

ডাইনিং রুমে পওলীন বসে আছে। পলের পাশে টিনা।

'জেককে হারিয়ে দিয়ে এলে?' পওলীন বলল। 'আমি জানতাম ও পারবে না।'

পকেট থেকে একটা লকেট বের করে পওলীনের হাতে দিল রাইডার। 'এটা ববের পকেটে পেয়েছি। জিনিসটা তোমার। নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নিকে আমাদের ডিভোর্সের ব্যবস্থা করতে বলব।'

'তুমি তা হলে এখানেই থাকছ?'

টিনা পলের আরও কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। 'নিশ্চয়ই, আমি এখানেই থাকব,' বলল রাইডার। তারপর টিনার দিকে ফিরে বলল, 'পশ্চিমে রাইডার একটা কঠিন নাম, তুমি কি আমার সাথে ওই নাম শেয়ার করবে?'

'মানুষের কাজেই তার নাম হয়। তুমি ওই নামটাই রাখবে জেনে আমি খুশি হয়েছি।'

ঠাণ্ডা সকালে বাচ্চা ছেলেটা কীভাবে কষ্ট করে রাস্তার পাশে বসে ছিল, আর সেই নিঃসঙ্গ শীপস্কিনের কোট পরা আরোহীর কথা ভাবছে পল।

'তার কাছে আমার অনেক ঋণ,' বলল পল।

***